ya Samaj Foundation Chenna

# সচিত্র মীরাঁর ভজন

Domain. Gurukul Kangri Colle

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# সচিত্র মীরার ভজন

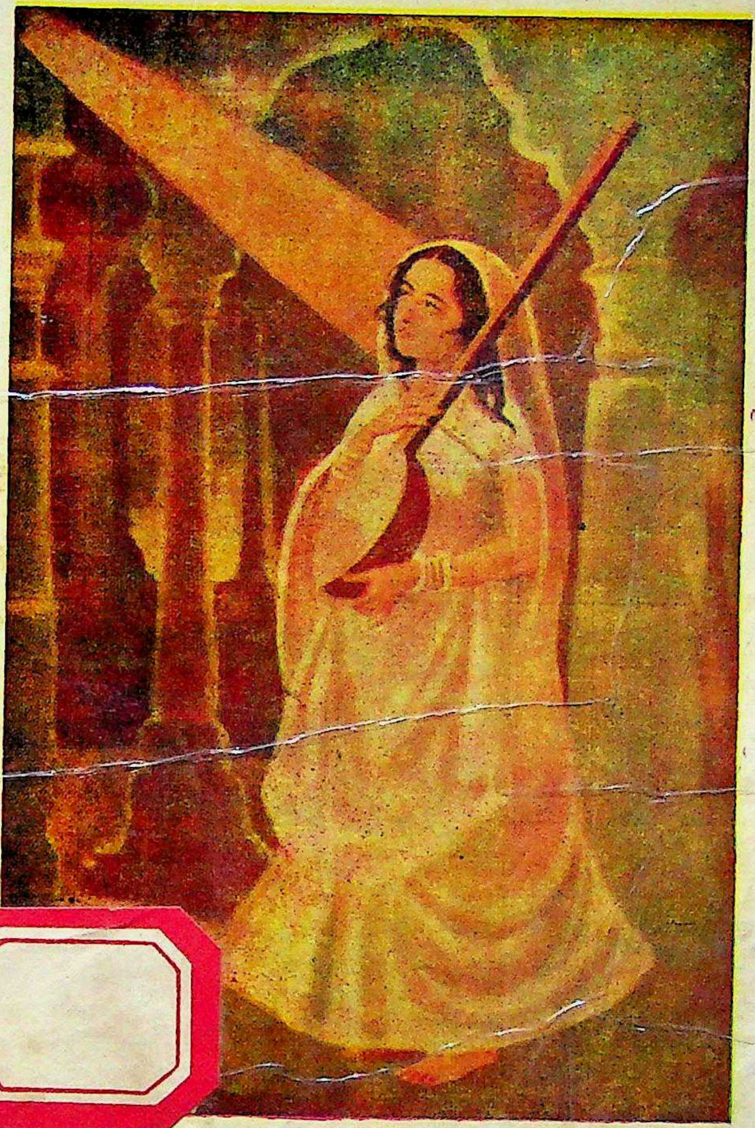

"অঙ্গারে হীরা, হে জননী মীরা, বঙ্গের কবি গাহে জয়"

শ্রীভগবান দাস কাব্যতীর্থ ভাগবত ভূষণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri


# पुस्तकालय

## गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या.........                आगत संख्या...............

पुस्तक—वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চশত পূর্ত্তি মহাযজ্ঞে

DONATION
পুস্তকালয় গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয়

সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবা স্মৃতি—

প্রেমধর্ম্ম পরিষদের অষ্টম ভক্তিঅর্ঘ্য—

# —ঃ চিত্রবহুল মীরার ভজন ঃ—

(সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রামাণিক অপ্রকাশিত তথ্যাদি গুরুপ্রণালী সহ)

পরিশিষ্টে 007383

অন্য সম্প্রদায়ী ও আকবর শাহের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

এবং মহিলা মহাজনের ভজনপদের অনুবাদ।

বসো-মোরে-নয়নন মে নন্দলাল।
মোহনী মূরতি শ্যামরী-সূরতি নৈঁণা বনে বিশাল॥
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা-কটিতট শোভিত নুপূঁর শবদ রসাল।
মীরাকে প্রভু সন্তন সুখদায়ী ভকত বৎসল গোপাল॥

অনুবাদক পরিব্রাজকাচার্য্য

মহান্ত শ্রীভগবান দাস কাব্যতীর্থ, ভাগবত ভূষণ।
(ভূতপূর্ব্ব সেবাইত শ্রীধাম একচক্রা গর্ভবাস)

বঙ্গাব্দ ১৩৯৩, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫০১

সর্ব্বসত্ত্ব গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ—২০০০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশক **শ্রীভাস্কর ঘোষ** এম. এ. ( স্কলার )
অধ্যাপক বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান -

১। মহান্ত শ্রীভগবান দাস কাব্যতীর্থ C/o শ্রীমদনমোহন দত্ত।
মহাপ্রভু পাড়া, পোঃ নবদ্বীপধাম, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীবাসুদেব ঘোষ, এম. টেক্
৭৯/৫এ আচার্য্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা—৭০০০১৪

৩। শ্রীমৎ শ্যামসুন্দর ব্রজবাসী
৮৩ নং নেহেরু রোড ( সি. পি. গলি )
পোঃ বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা ( U. P. )

৪। শ্রীমৎ ভূপেন্দ্র নন্দন গোস্বামী, শ্রীগুরু নিকেতন, ভারতনগর
পোঃ রবীন্দ্র সরণী, শিলিগুড়ি ৭৩৪৪০৬

৫। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার

৬। শ্রীমৎ গোপীনাথ দাসজী ( পূজারী বাবা )
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, পুরীধাম

৭। শ্রীমান সুশান্ত কুমার, শ্রীরঞ্জিত কুমার দাস
১এ মতিলাল রায় লেন, শান্তিনগর
পোঃ ভদ্রকালী, জিঃ হুগলী।

৮। শ্রীমৎ বঙ্কুবিলাস ঠাকুর
শ্রীযুত অরুণ কুমার সেনগুপ্ত এম. এ.
পোঃ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড, জিঃ বর্দ্ধমান।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
…ल कांगड़ी विश्वविद्यालय

# উপহার

পূজনীয়/মাননীয়/স্নেহের

শ্রী…………………………………………………………………………

……………………………………………………………

চিত্রবহুল "মীরার-ভজনানুবাদ" গ্রন্থখানি

………………………………………ভরে প্রদান করা হইল।

স্বাক্ষর

তারিখ……………………… শ্রীগুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# স্মৃতি তর্পণ

কলিযুগ পাবনাবতারী প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর
আবির্ভাব পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি আরাধনা মহাপর্ব্বে গৌরগোবিন্দ
গুণ কীর্ত্তন মুখর "মীরার ভজন" অনুবাদ গ্রন্থখানি
"গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার" মত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দে অর্পিত
প্রসাদীরূপে পরম ভাগবত পরলোকগত পিতা ৺নাহু-
চরণ ও স্নেহময়ী ৺ সুশীলা সুন্দরী মাতৃদেবীর
প্রীতি ও স্মৃত্যর্থে তদীয় অধম সন্তান
কর্তৃক সঙ্গীত পিপাসু মীরানুরাগী
সজ্জনগণের করকমলে
সাদরে সমর্পিত
হইল।

হতভাগ্য দীন সন্তান
শ্রীভগবান দাস

☆

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# বিষয় সূচী

১। বক্তব্য বিশেষ
২। দেবী মীরাবাঈ যে গৌরভক্ত তার যুক্তি প্রমাণাদি
৩। মীরার গিরিধারীই গৌরাঙ্গ, তার বৈদিক ও লৌকিক প্রমাণাদি
৪। মীরাবাঈ এর গুরু পরম্পরা
৫। চিত্রসূচী
৬। বর্ণানুক্রমিকপদের চরণসূচী
৭। গ্রন্থকার কর্তৃক সংগৃহীত সহায়িকা গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী
৮। মীরাবাঈ সম্বন্ধী গ্রন্থ ও লেখক নাম তালিকা
৯। মীরা মহিমা
১০। দেবী মীরাবাঈ জীবনীতে দুই মত
১১। দেবী মীরাবাঈ রচিত গ্রন্থাবলী
১২। মীরার ভজন পদে গৌরাঙ্গ ও যুগল এবং রাধানুগত্য পদ নির্দ্দেশ
১৩। সাহায্য প্রাপ্তি ও গ্রন্থ ত্রুটি বিচ্যুতি কারণ
১৪। প্রকাশকের নিবেদন
১৫। সম্পাদকীয়
১৬। ভূমিকা
১৭। দেবী-মীরাবাঈ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
১৮। গ্রন্থারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা
১৯। পরিশিষ্ট
২০। গ্রন্থ পরিচয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# প্রকাশকের নিবেদন

★

পরম শ্রদ্ধেয় মদীয় গুরুতুল্য শ্রীযুত ভগবান দাস মহান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতভূষণ মহোদয়ের সুদীর্ঘ অনুসন্ধান কঠোর পরিশ্রমের এবং বিষয়গত নিষ্ঠার ফসল "সচিত্র মীরার-ভজন" গ্রন্থখানির প্রকাশকের দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

শৈশবকাল থেকে ভক্তিধর্ম যাজনে মাদৃশ পাষণ্ডের যৎ-কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছিল দু'জনের কৃপাশীর্ব্বাদে। তাদের একজন হলেন নিত্যধামগতা আমার পিসিমা সুনীতি বালা গুহ আর অপর জন হলেন এই বাবাজী মহারাজ, যিনি আমার পিসিমার ধর্ম ছেলে। সেই সম্পর্কে তিনি আমাদের বৈষ্ণবদাদা ও গুরু।

যদিও গ্রন্থ প্রকাশকের বিষয়ে আমি কিছুই করিনি, তৎ-সত্ত্বেও শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব দাদার গৌরবের ভাগীদার হবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না বলে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম যুক্ত করলাম।

নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী বাবাজী মহারাজ বারবার রাজস্থানের মরু অঞ্চলে মীরাবাঈ এর জন্মস্থানে বর্ত্তমান পালী জেলার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অন্তর্গত কুড়কী গ্রামে ও শৈশবের লীলাভূমি তাঁর পিতামহের নিবাস মেড়তা সিটিতে এবং অন্যত্র গবেষনার জন্য গমনাগমন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বিস্বস্ত সূত্র সংগ্রহ করেছেন। ওনার করুণাতে আমারও বছর কয়েক পূর্ব্বে কুড়কী ও মেড়তা শহরে যাবার সুযোগ হয়েছিল। এখনও ঐসব স্থানে মীরাবাঈ এর বংশের অনেক ব্যক্তি আছেন, যাদের কাছ থেকেও বাবাজী মহারাজ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মনে পড়ে সেই দুর্ল্লভ দিনটির অবিস্মরনীয় দৃশ্যের কথা, যে দিনে জগৎ বিখ্যাত শ্রীল মীরাবাঈ এর জন্মলীলাভূমিতে বৈষ্ণব দাদার পাশে বসে মীরাবংশীয় ঠাকুর শ্রীপুষ্পেন্দ্র প্রসাদ সিং রাঠোর মহাশয়দের আতিথ্য গ্রহণ করছিলাম।

মোটকথা সেবারের যাত্রাটি ছিল খাঁটি শুভযাত্রা। সঙ্গী ছিলেন আমার স্ত্রী ছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র মণ্ডল সস্ত্রীক ও এক গ্রামীন বৃদ্ধা। শ্রীব্রজ-ধাম জয়পুরাদির দর্শনানন্দ উপভোগের পর পুষ্কর তীর্থে সকলকে রেখে বৈষ্ণব দাদার সঙ্গে শ্রীপাট কুড়কীতে গমন করি।

ইহা সৎসঙ্গের ফল। যাক্ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মীরার ভজন হলেও গ্রন্থকারের আস্বাদন কণিকার টীকার অভিব্যক্তি আকর্ষণ।

কৃপাসিদ্ধা মীরাবাঈ এর উপর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা-প্রভাব, মীরাবাঈ এর গুরু পরম্পরা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অনেক যুক্তিসহ প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। শ্রীগ্রন্থে সংযোজিত ভাবপূর্ণ চিত্রাবলী অবশ্যই গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

যে পরিস্থিতিতে এই গ্রন্থ আজ প্রকাশ হ'ল, তাতে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীগিরিধারী গোপাল শ্রীমতী গান্ধর্বিকা এবং শ্রীমতী মীরাবাঈ এর অজস্র কৃপা গ্রন্থকারের উপর অবিরল বর্ষিত হচ্ছে। আশা করি সুধী সমাজের কাছে গ্রন্থখানি যথাযোগ্য মর্য্যাদা পাবে। —ইতি

অধ্যাপক বিদ্যাসাগর কলেজ
কলিকাতা - ৬

বৈষ্ণব দাসানুদাস
**শ্রীভাস্কর ঘোষ**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চিত্র মীরার ভজন :—

মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# भूमिका

लेखक : डा० अवधविहारीलाल कपूर, एम. ए., डी. फिल.
भूतपूर्व प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष : दर्शन विभाग,
स्नातकोत्तर राजकीय कालेज वाराणसी।

★

गौरकृष्णगतप्राण पण्डितश्रेष्ठ श्रीभगवान्दास बाबाजी महाराज से मेरा परिचय उसी समय हुआ, जब मेरे एक परिचित व्यक्ति के साथ आकर उन्होंने इस ग्रन्थ के छपे हुए फर्मों की एक प्रति देते हुए इसकी भूमिका के रूप में दो शब्द लिख देने का आग्रह किया। उनका आग्रह मुझे अनिच्छापूर्वक स्वीकार करना पड़ा। अनिच्छापूर्वक इसलिए कि इसमें मीरा जी के प्रथम पद की ही १३ पृष्ठ लम्बी व्याख्या देख मैं सहम गया। मुझे लगा कि पण्डित जी उन व्याख्याकारों में से हैं, जो व्याख्या की लम्बाई को पांडित्य का और उसकी दुर्ज्ञेयता को गंभीरता का प्रमाण मानते हैं, जिनके गुरुगम्भीर और विस्तृत शब्द-जाल के महारण्य में आलोक की किरणें खोजने से भी नहीं मिलतीं, परिणामतः जिनकी व्याख्या मूल से भी अधिक जटिल होती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



पर व्याख्या पढ़ते ही मेरा भ्रम जाता रहा। मुझे लगा कि पण्डितजी ने मीरा के भाव-समुद्र में गोते लगाकर उन अनमोल रत्नों को खोज निकाला है, जो साधारण पाठकों की पहुँच के बाहर हैं।

वैसे मीरा जी के पद सरल हैं। उन्हें समझाने के लिए पांडित्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता नहीं। पर उनकी भाव-व्यञ्जना असीम है। उसे समझने-समझाने के लिए पण्डितों के अभिधा और लक्षणा के कौशलपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है एक भक्त-हृदय की, जो मीराजी के हृदय की टीस को समझ सके। भगवान्‌दास जी कोरे पण्डित नहीं हैं। वे परम भक्त भी हैं। मीरा के भाव-समुद्र में गहरे पैठने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने उनके पदों की व्यञ्जना का 'आस्वादन-कणा' नाम की अपनी अमृतनिःस्यन्दिनी टीका में जैसा आस्वादन किया है वह अद्भुत है। इसके माध्यम से मीराजी के पद, जो सहज ही मधुर और आस्वाद्य हैं, और अधिक आस्वाद्य बन गये हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार बंसीवादक की फूत्कार बंसी के माध्यम से इतनी मधुर और आस्वाद्य बन जाती है कि बंसीवादक तक को चमत्कृत कर देती है। मीरा जी के पदों की सरस और प्राञ्जल भाषा में इतनी गम्भीर और मर्मस्पर्शी व्याख्या मेरे देखने में नहीं आयी। इसलिये इसका हिन्दी अनुवाद वांछनीय है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



मीरा जी के पदों में कहीं-कहीं ऐसे शब्द आते हैं, जिनका निर्गुण विचार-धारा से मेल खाता है जैसे 'सुरत', 'निरत', 'सुषुम्ना नाड़ी', 'गगन-मण्डल', 'साहिब', 'सुन्न महल' इत्यादि। इसलिए कुछ लोग ने उन्हें निर्गुण भक्ति का जामा पहराने की विफल चेष्टा की है। मीरा सत्संग-प्रेमी थीं। उन्होंने अपने समय के बहुत-से सन्तों का संग किया, जिनमें निर्गुण उपासक सन्त भी थे। उनके संग के कारण उनकी भाषा में कुछ निर्गुणियाँ सन्तों की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का समावेश होना स्वाभाविक था। पर इससे उन्हें निर्गुण-भक्ति की परम्परा में नहीं खींचा जा सकता।

मीरा की सगुण-भक्ति नौसर्गिक थी। वे श्रीकृष्ण की उपासक थीं और किसी की नहीं। उन्होंने अपने पदों में हजार बार दोहराया हैं—"मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई।" उनके जिन पदोंमें 'सुन्न महल' और 'सुरत' आदि शब्दों के प्रयोग के कारण निर्गुण-भक्ति का पुट जान पड़ता है, उनमें भी उन्होंने "मीरा के प्रभु गिरिधर नागर" कहकर निर्गुण भावधारा का सगुण में ही समाहार किया है, जैसे इस पद में—

नैनन बनज बसाऊँ री, जो मैं साहिब पाऊँ। इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न लाऊँ री। त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, तहँ से झांकी लगाऊँ री॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊँ री।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार-बार बलि जाऊँ री ।।

मीरा जी की कुछ ऐसी स्पष्ट उक्तियां भी हैं, जिनके कारण उनकी सगुण भक्ति के सम्बन्ध में संशय की कोई गुँजाइश नहीं रहती, जैसे उन्होंने कहा है—

'मीरा भक्ति करै परगट की।'

× × × × ×

'मो निगुणी रा सगुणा साहब।'

मीरा जी के पदों के अतिरिक्त कई ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जो सिद्ध करते हैं कि उनके पारिवारिक संस्कार कृष्ण-भक्ति के ही थे। उनके दादा राव दूदा जी, जो मेड़ता के अधिपति थे, वैष्णव थे। उन्होंने मेड़ता में चतुर्भुज भगवान् का मन्दिर बनवाया था, जो आज भी विद्यमान है। उसी के द्वार पर मीराजी की मूर्ति स्थापित है। मीरा के श्वशुरालय के लोग भी वैष्णव थे। चित्तौड़ के महाराणा कुम्भा ने चित्तौड़ के किले में राधा-कृष्ण का मन्दिर बनवाया था। उदयपुर के सज्जन-विलास पैलेस में आज भी चित्तौड़ के राणाओं के सेव्य कई शालग्राम विग्रह और मीरा जी के गिरिधर गोपाल विराजमान हैं। महाराजा कुम्भा के पौत्र और मीरा के श्वशुर राणा सांगा ने मीरा के भजन के लिए चित्तौड़ में एक मन्दिर बनवाया था। वह मन्दिर भी विद्यमान है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



मीरा बाई सगुण-भक्ति की कौन-सी धारा से संयुक्त थीं, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। श्रीभगवान दास जी ने प्रभावशाली ढंग से उन्हें गौड़ेश्वर-सम्प्रदाय के अन्त-र्भुक्त सिद्ध करने की चेष्टा की है। इस सम्बन्ध में प्रमुख प्रमाण है मीरा जी का निम्न पद, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने को संन्यास वेशधारी गौर-कृष्ण (श्री चैतन्य महाप्रभु) की दासी कहा है—

अब तौ हरिनाम लौ लागी।
सब जग को यह माखन-चोरा, नाम धर्‍यो बैरागी॥
कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ीं सब गोपी।
मूँड़ मुड़ाइ डोरि कटि बाँधी, माथे मोहन टोपी॥
मात जसोमति माखन कारन बाँधे जाके पाँव।
स्याम किशोर भयो नव-गौरा, चैतन्य जाको नाँव॥
पीताम्बर को भाव दिखावैं, कटि कोपीन कसै।
गौर-कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसै॥

श्रीचैतन्य महाप्रभु ने ब्रजगोपिकाओं जैसी रागमार्ग की भक्ति का प्रचार किया था, जो भक्त को कृष्ण में प्रबल अनुराग के कारण लोक-धर्म, वेद-धर्म और कुल की मान-मर्यादा आदि का परित्याग कर कृष्ण के प्रति तीर की तरह छूट पड़ने को बाध्य करती है। मीरा जी की भक्ति भी इसी प्रकार की है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



उनके हृदय में हरि की सूरत ऐसी बस गयी है कि वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती। वे उसे अपना सर्वस्व दान कर चुकी है, उसके हाथ बिक चुकी हैं। अब उनका घरपर रहना सम्भव ही नहीं है। अब वे साँवरे के नयन-कटाक्षरूपी तीर से बिंधी हुई दर्द की मारी बन-बन फिरती हैं। अब उनके हृदय की पीर कौन मिटाये ? वह तो तभी मिट सकती है,जब उनका साँवरिया वैद्य बन कर आये—

चित बस गई साँवरी सूरत, उर तें नाँहि तरी री।
मीरा हरि के हाथ बिकानी, सरबस दै निबरी री॥

× × × ×

भ्रकुटि कमान बान बाँके लोचन, मारत हिये कसि कै री।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, कैसे रहै घर बसिकै री॥

× × × ×

दरद की मारी वन-बन डोलूँ वैद्य मिला नहिं कोइ।
मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, बैद साँवलिया होइ॥

मीरा की यह अवस्था देख लोग उन्हें तरह-तरह के उपालंभ देते हैं—

"मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहैं बिगड़ी।"

पर मीरा को क्या उनकी चिन्ता है ? कोई भला कहे या बुरा, वे सब सीस चढ़ा लेती हैं—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



भलौ कहौ कोई बुरो कहौ, मैं सब लई सीस चढ़ाय।

मीरा के परकीया-रस और मान के पदों से भी उनपर गौड़ेश्वर-सम्प्रदाय का प्रभाव लक्षित होता है। उनके यह पद स्पष्ट रूप से परकीया भाव के हैं—

श्याम सुन्दर मेरी बहियाँ गहो न।
जो तुम मेरी बहियाँ गहत हौ नैन मिलाय मेरे प्रान हरौ न॥
वृन्दावन की कुञ्ज-गलिन में प्रीति छाँड़ अनरीति करो न।

× × × ×

गागर ना भरन देत तेरौ कान्ह माई।
हँसि हँसि मुख मोड़-मोड़ गागर छिटकाई॥
घूँघट पट खोल देत, साँवरौ कन्हाई।

× × × ×

जब सों मोहें नन्द-नन्दन दृष्टि परे माई।
जमुना जल भरन गई, मोहन पर दृष्टि गई॥
गागर भरि गृह चली, भवन न सुहाई॥
गृह काज भूल गई, सुधि-बुधि बिसराई।
सास ननद उलझ परीं, जाऊँ कहाँ माई॥

इस पद में मान का भाव है--

जाओजी निरमोहिड़ा देखी तारी प्रीत।
अमृत प्या पुनि विषहि पिवाओ कून गाँव की रीत॥
मीरा दासी लाल गिरिधर आप गरजका मीत।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



कुछ ऐतिहासिक तथ्य मीरा जी के अपने शेष जीवन में गौड़ेश्वर-सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त हो जानेकी ओर संकेत करते हैं। यह प्रमाणित है कि मीरा जी शेष जीवन में कुछ दिन वृन्दावन जाकर रही थीं और श्रीजीव गोस्वामी का उन्होंने संग किया था। श्रीजीव उस समय राधादामोदर मन्दिर में रहते थे। उन्हीं के निकट एक भवन में रह कर, जो अब भी मीराबाई के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है, वे भजन करती थीं। उस समय जो अन्य गौड़ीय गोस्वामी वृन्दावन में रहते थे, उनका भी उन्होंने संग अवश्य किया होगा। श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय गोविन्द जी के मन्दिर में भागवत की कथा कहते थे। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृन्दावन में नित्य भागवत-कथा कहने का दायित्व देकर ही वृन्दावन भेजा था। उनकी कथा में सुधा की वृष्टि होती थी। वृन्दावन के वैष्णवों की वह उप-जीविका वन गयी थी। मीरा ने भी उस सुधा का पान अवश्य किया होगा। यदि उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या इस समय के किसी अन्य गौड़ीय गोस्वामी से दीक्षा ले ली हो, या उन्हें शिक्षा-गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं।

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जयपुर के राजा भगवानदास रघुनाथ भट्ट के शिष्य थे। उनके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



लड़के मानसिंह थे, जिन्होंने वृन्दावन में गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण करवाया। मानसिंह मीरा जी से बुआ का रिश्ता मानते थे। जयपुर जब बसा नहीं था आमेर इस राज्य की राजधानी थी। राजमहल पहाड़ी के ऊपर था। पहाड़ी के नीचे एक मन्दिर है, जिसमें मीरा जी रहती थीं। कभी-कभी वे महल में जाती थीं। रानियाँ उनके चरण स्पर्श करती थीं। जिस पालकी में बैठ कर वे महल में जाती थीं, वह आज भी इस मन्दिर में सुरक्षित है। जयपुर के राजकुमारों की कोई रस्म, जो बुआ से सम्बन्धित थी, इस मन्दिर में मीरा जी को बुआ मानकर हुआ करती थी। मीरा किसी पारिवारिक सम्बन्ध से तो मानसिंह की बुआ थी नहीं। अनुमान है कि वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के प्रति गुरु-बुद्धि रखने के कारण ही उनके शिष्य भगवान दास की बहिन और मानसिंह की बुआ मानी जाती थीं।

लेखक ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में जो नये तथ्य उपस्थित किये हैं और मीरा जी के पदों की व्याख्या में उनके भावों को जिस प्रकार समझा है, उससे उनके गौड़ेश्वर-सम्प्रदाय से विशेष रूप से प्रभावित होने की पुष्टि होती है। इसके कारण यदि उन्हें निश्चित रूप से गौड़ेश्वर-सम्प्रदाय से जोड़ना सम्भव न भी हो तो उनके सम्प्रदाय के सम्बन्ध में गबेषकों के एक नयी दिशा अवश्य मिलती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



मीरा जी के गौड़ेश्वर-सम्प्रदाय से जुड़े होने के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वृन्दावन में गोविन्द देव के सामने जो गौड़ीय सम्प्रदाय के 'चौसठ महन्तों' की समाधियाँ हैं, उनमें मीराजी की भी समाधि है।

श्रीधाम वृन्दावन —विनीत

श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी, १९८६ **अवधबिहारीलाल कपूर**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

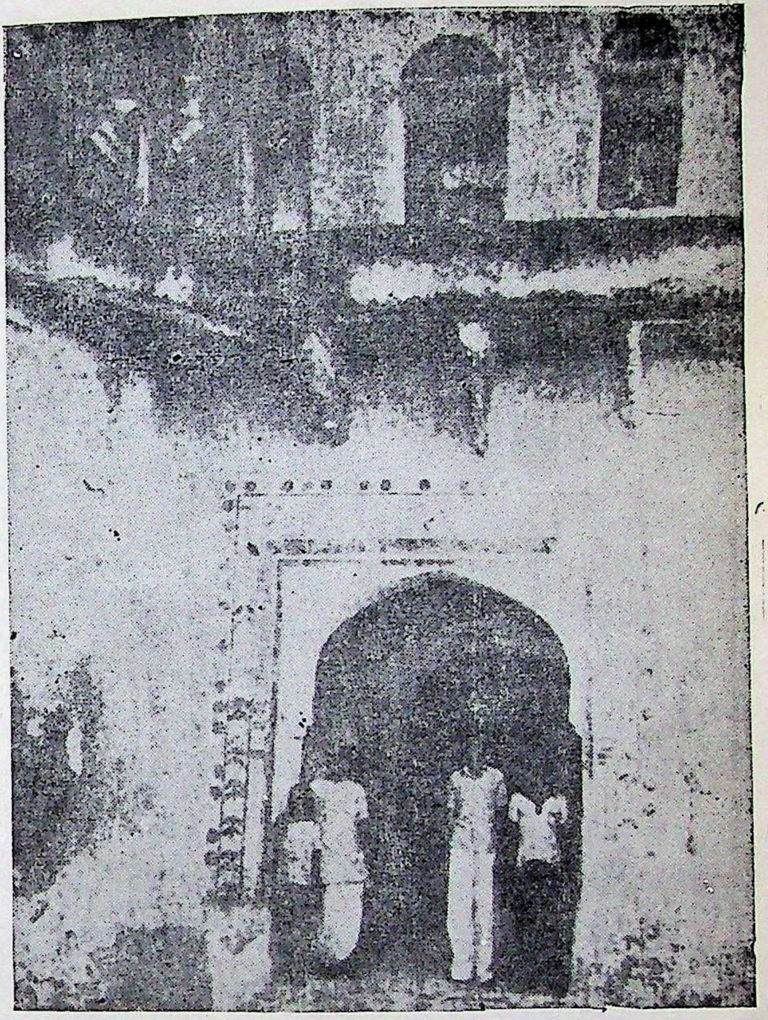

মীরার জন্ম-প্রাসাদের সদর দরজা
( অধ্যাপক শ্রীভাস্কর ঘোষ ও প্রাসাদের মালিকপুত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাবলে জগৎ বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয়া বন্দনীয়া দেবী মীরাবাঈএর ভজন সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হ'লো। তাঁর পরিচয় নূতন করে দেবার মত কিছু নেই। নিজ মহিমায় আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে আছে, সমগ্র নারী-জাতির গৌরব শ্রীল মীরাবাঈ। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীগিরিধারীলালের একনিষ্ঠ সেবিকা। তাঁর সুরসাল ভজন সঙ্গীতের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্তপূর্ণ করে পাশ্চাত্য দেশকেও মোহিত করেছে। সঙ্গীত আসর, ভক্তগোষ্ঠী বা সভা সমিতিতে ভাবপূর্ণ ভজন গানগুলি মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে সকলকেই অভিভূত করে ভক্তিরস প্লাবনে। ক্ষালিত হয় অশেষ মলরাশি। হৃদয়কে নাচিয়ে দেয় আনন্দ লহরীতে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধাংশে পূর্ণ মিল না থাক্‌লেও গৌড়ীয় মতানুগত্য বর্ত্তমান। সর্ব্বমান্য ভক্তমালগ্রন্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি বর্ণিত আছে।

সবচেয়ে বড় কথা যে সুদূর রাজপুতনান্তঃপাতী উদয়পুর চিতোরেশ্বরী মহারানী তাঁর ভজন গানে কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেবের দাসী বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই জন্যেই আমার মীরার ভজনানুবাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্মের মধ্যে ভক্তের জন্ম হয়েছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষেই শ্রীভগবানের ছ'প্রকার অবতারের অগণিত পার্ষদ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভক্ত হ'য়ে গেছেন। তাঁদের মহিমায় নিজ নিজ প্রান্ত ভক্তিরসে সরস। কিন্তু অন্য প্রান্তের জনসাধারণের নিকটতা অজানা। আর দেবী মীরারনাম মহিমা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বালক-বৃদ্ধ-বণিতা, এমন কি আকাশ বাতাসে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে "মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর" মন প্রাণ সুশীতল করা অমৃতবাণী।

প্রস্তুত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু আলোচনা করা যাবে। আর পরবর্ত্তী "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে বিশেষ সমালোচনা থাক্‌বে। অপর একটি গ্রন্থ "হিন্দি সাহিত্যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু"তে দেবী মীরার ন্যায় দূরদেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ীয় পদ পদাবলীতে "মহাপ্রভু" শব্দ যে একমাত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গকেই নির্দ্দেশ করে তা বোঝা যাবে। আনুসঙ্গিক গৌড়ীয় মূলাচার্য্য শ্রীমদ্রূপ সনাতন···রঘুনাথ দাসাদির ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভক্তি চরম আচরণে তাঁদের মহাবৈশিষ্ঠই শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গের মহাপ্রভুত্বের দৃষ্টান্তস্থল তা বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌বে না।

যাক্ যেখানে সেখানে মীরার ভজন গান শুন্‌তে পাওয়া যায় নূতন নূতন। তাঁর পদাবলীর সংখ্যা কত? তা বলা কঠিন। কেননা, তাঁর জীবনী তো পদাবলীময়। সব কিছুই ছিল তাঁর পদাবলী মাধ্যম। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য ভজন সংগ্রহ ছাড়া, গোরখপুর গীতা প্রেস হ'তে প্রকাশিত "ভজন সংগ্রহের তৃতীয় ভাগে" ১৩৩ খানি সংগ্রহ রয়েছে। ইহা নগণ্য।

উপলব্ধ পদগুলি বিভিন্ন ভাববোধক। কোনটি সম্বন্ধাত্মক,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



কোনটি নিষ্ঠাব্যঞ্জক, কোনটি প্রার্থনাত্মকা, কোনটি বিরহমূলক, কোনটি দৈন্যপূর্ণ, কোনটি উপদেশপূর্ণ ইত্যাদি।

লীলাশুক শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ভাবতরঙ্গে তরঙ্গায়িতের মতই শ্রীল মীরাবাঈ-এর ভজন গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রচিত হ'য়ে গীতাকারে বেরিয়েছে। যেমন—মীরার বিবাহের প্রস্তাবে, ভজনপদ, "মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই। যাঁকে শিরে মোর মুকুট মেরে প্রতি সোই।" যখন ভাবোন্মত্ত হয়ে নাচ্‌তে-গাইতে দেখে মীরাকে পাগলিনী বলা কালে, ভজন, "লোগ্ কহে মীরা ভই, বাবরী, শাস কহত কুল নাশীরে, মীরা কহে গিরিধর নাগর, সহজ মিলে অবিনাশীরে"।

মহারানী মীরার ভজন প্রসঙ্গে সাধু, ভক্ত ও জনসাধারণ সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় রাজমর্য্যাদাহানীতে হলাহল বিষ পাঠালে ভজন গান, "বিষকা প্যালা রাণাজীনে ভেজ্যা, পিবত মীরা হাসিরে।"

রাজানুগত হ'য়ে না থাকায় ভয় দেখানকালে, ভজন, "রাণা রুঠে তো নগরী রাখৈ, হরি রুঠৈ তো কিঠ্যো যাস্যা রী মাই।" অর্থ রাণা রুষ্ট হ'লে অন্য রাজ্যে পাব ঠাঁই, হরি রুষ্ট হ'লে কোথায়ও আশ্রয় নাই। এমননি ভাবে প্রশ্ন, ভয় ভীতি, এবং শাসন-এর উত্তর, ছাড়া জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ভাবোদ্দীপ্তি ভাব-প্রকাশ কেবল পদাবলী সঙ্গীতেই। মহাভাগবতের জীবনই তো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শাস্ত্রমূর্ত্তি। ভক্তিশাস্ত্রে আছে, "অব্যর্থকালত্বম্" ভক্তিরসামৃতাসিন্ধু। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বাণীতে—"আন কথা, আন ব্যথা।" শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত বাণী—বেদানাং সাম বেদোঽস্মি।" সঙ্গীত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই বলেছেন—বেদের মধ্যে সাম বেদই আমি। সামবেদ সংস্কৃত সঙ্গীত। সঙ্গীত আবাল বৃদ্ধ, বণিতা, জড়, মুর্খ, জ্ঞানী, মানী সবাইকে মুগ্ধ করে। শ্রীল মীরা দেবীর জীবন সঙ্গীতময়। তাই মীরার নাম ও ভজনের একচ্ছত্র প্রভাব।

আর আমাদের বড় গৌরবের "গৌরকৃষ্ণকী দাসী মীরা" মীরার এই উক্তি। অন্যান্য খুটিনাটি, আনুগত্য, বৈশিষ্ট্যাদি স্থানান্তরে এবং "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে জানা যাবে।

অস্তু, সঙ্গীতে আমার যোগ্যতা না থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া হিন্দি ভজনগান বেশ ভালবাসি কেন জানি না। কোথাও কীর্ত্তন বা ভজন সঙ্গীত হ'লে কান পেতে থাকি শোনার জন্যে। সময়ে যথাশক্তি নিজে পাঠে বা সৎসঙ্গ এবং ভক্তগোষ্ঠিতে গান করে আনন্দ লাভ করি। বড় ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ পদাবলী কীর্ত্তন বা হিন্দি ভজনরূপ আম্র-মুকুলের পক্ষে (আমি) অরসজ্ঞ কাকস্থানীয় হ'লেও ভজন সঙ্গীতের অতি মধুরতা হৃদয়ে লোভ জাগিয়েছে, এবং মনোবাসনা ইহার রসাস্বাদন সকলেই করুন। কিন্তু সঙ্গীতের অর্থবোধ না হ'লে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পিপাসা যেন মেটে না। কেমন মনে হয় আনন্দের মধ্যেও। আবার সঙ্গীতপ্রিয় ভক্তসজ্জন তো সকলে ভাল হিন্দি জানেন না। বিশেষ করে অল্প বা অশিক্ষিত জনসাধারণ। তা ছাড়া একটু আধটুকু ভাষা ( হিন্দি ) জান্‌লে তো আর পদ পদাবলীর অর্থ বোধ হয় না, তাই এ অনধিকার চর্চ্চা। তাই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি শ্রীধাম একচক্রাতে সেবাইৎ পদের জন্য কৃপাকর্ষণের পূর্ব্বে বাংলা ১৩৭৩ সালে শ্রী নবদ্বীপধামে সংস্কৃত কলেজে কাব্যোপাধি অধ্যয়নকালে শারদীয় পূজাবকাশে বর্ত্তমান রাজগিরিতে (পুরাণের গিরিবজ্র, কংসের শ্বশুর জরাসন্ধের রাজধানীতে ) একমাস বাস করি সাধুর আশ্রমে।

দিনান্তে জরাসন্ধের মল্লক্ষেত্রে বসে শ্রীল মীরাবাঈ দেবীর ভজন সঙ্গীতানুবাদ আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য অপরাহ্ণ ভ্রমণে মাঝে মাঝে ঐ উচ্চভূমিতে বসে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তাম এবং স্রষ্টার শ্রীচরণে মনে মনে প্রণতি জানাতাম। সে প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পূর্ব্বের কথা। মধ্যে নানাতালে বহুকাল স্রোতে বয়ে গেছে। তবুও মনমত করে তুল্‌তে পারি নি। এর প্রধান দু'টি কারণ— অর্থ ও সহযোগিতার অভাব ছাড়াও নানা কারণ আছে। সেসব দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বল্‌তে চাই না।

দীর্ঘদিনের নেশার টানে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত তো হ'ল। শ্রীগ্রন্থ শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভক্ত ও সঙ্গীত পিপাসুগণকে উপহার দিয়ে যেতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পারব কিনা জানি না। নানান্ চাপে শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। কয়েক বছর হ'তে ডান চোখটি অকেজো। যন্ত্রণাও ভোগ করছি, বামটিতেও ছানি পড়া। এই নিয়ে শুধু চলা নয়, আরও কয়েকখানি শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের দুরাশা পোষণ করি। আগে ভগবৎ ইচ্ছা।

কিছুদিনের ভিতরে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ-আকর গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল প্রচুর ক্ষতি তছরূপের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে।

যাক্ শ্রীল মীরাবাঈ-এর ভজন সংগ্রহে একখানি পদ সুস্পষ্ট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহপ্রেভুর সম্বন্ধে পাওয়া গেছে। তবে ঐ একখানি পদই অসংখ্যের আধার "বহুমূর্ত্তৈকমূর্ত্তিকম্"-এর ন্যায়। ঐ পদ-খানির মধ্যেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগোবিন্দের স্বরূপের দার্শনিক সকল সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান।

শ্রীমদ্ভাগতবতের "জন্মাদ্যস্য যতো" এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের "ত্বমস্বাং চৈতন্যাকৃতি" শ্লোকের ন্যায় সুবিস্তৃত টীকা টিপ্পনী হতে পারে। তা অনুবাদে যৎকিঞ্চিৎ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভজন সংগ্রহে ঐ পদখানি অন্তিমপদে গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য ঐ পদখানি বহু হিন্দি ও বাংলা পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে।

ভাবানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার চরমোৎকর্ষ বা পরিশিষ্ট শ্রীগৌর-লীলা, এ দিক্ দিয়া ঠিক হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরীতি অনুসারে শ্রীগৌরচন্দ্রিকা রূপে প্রথমেই দেওয়া হ'ল। সমস্ত পদগুলি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



উপভোগ্য হ'লেও বিশেষ পদ বাছাই করে দেওয়া হ'ল। যথাসাধ্য সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি তা সুধীজন বিচার করবেন।

বিভিন্ন প্রদেশে বহু মনীষি ও ভক্তজন শ্রীল দেবী মীরাবাঈ-এর জীবনী ও ভজন পদাবলী সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। সে তালিকাও সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা হ'ল। আর এ দীনজন ও আত্মশুদ্ধির জন্য পরম মহনীয় দেবীর গুণানুবাদ করে প্রার্থনা জানায়,—যেন তাঁর ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসী হ'তে পারি।

দেবী মীরার ভজনানুশীলনাদি করতে করতে তাঁর মহত্ত্বার প্রভাবে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগে দেবীর জন্ম লীলাভূমি "কুড়্‌কী" শ্রীপাট দর্শনের।

ভক্ত শিরোমণি মীরাবাঈ-এর জন্মস্থানকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী শ্রীপাটই বল্‌লাম। দেবী মীরা যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ী তা যুক্তি প্রমাণসহ দেওয়া হয়েছে।

মীরাবাঈ-এর জন্মভূমি দর্শনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও মরুভূমির পথে উষ্ট্রযান এবং জল ছাড়া যাত্রায় জীবন সঙ্কট জেনে হতাশার বেদনা পাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে বছরে দেবী কৃপা করে পুষ্কর হ'তে টেনে নিয়ে তাঁর জন্মলীলাভূমি দর্শন করালেন। যা আমার পক্ষে স্বপ্নাতীত ছিল। মহৎকৃপায় কিনা হয়?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুত প্রকাশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মণ্ডল প্রভৃতিকে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মঘাট ৺নবীন পাঠক পাণ্ডাদিগের বাড়ীতে রেখে রওনা হ'লাম "কুড়কীর" দর্শনে।

সঙ্গে নিলাম কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের তরুণ অধ্যাপক শ্রীমান ভাস্কর ঘোষকে। উপস্থিত হ'লাম কল্পনাতীত ভূমি "কুড়কী" শ্রীপাটে। মালিক দেবী মীরাবাঈ বংশীয় ঠাকুর শ্রীযুত পুষ্পেন্দ্রপ্রসাদ সিং রাঠোর সাদর অভ্যর্থনা করলেন সুদূরের অতিথিকে। বিশ্রাম ও জল যোগান্তে দেবীর বাসগৃহ ও ছোট্ট মন্দিরটি দর্শন প্রণাম বন্দনান্তে "ক্যামেরাতে" ফটো গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বসে দেবীকে তাঁর প্রভু সহিত স্মরণ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ দেবী মীরাবাঈ-এর বংশধরগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কেটেছিল। চিহ্নিত সেই দিনটি, জীবনের সাফল্যের একটি বিশেষ দিন। মাঝে মাঝে সেই ছবি হৃদি পর্দ্দায় ফুটে (ভেসে) উঠে আনন্দ দেয় অফুরন্ত।

বিদায় মুহূর্ত্তে দেবীর জন্মভূমি প্রাসাদের সদর দরজার ফটো গ্রহণ করি। তাতে চিহ্নস্মৃতিরূপে অধ্যাপক শ্রীভাস্কর ঘোষ মীরাবংশীয় শ্রীমান ভূপেন্দ্র সিংহ আদি সহ দণ্ডায়মান। চিত্রটি ও এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ঘটনাবহুল চঞ্চল জীবনের আরও একটি সার্থক দিনের ঘটনা। যে দিনে "দেবী মীরাবাঈ-এর "শ্রীগুরুপাট" ব্রজমণ্ডলস্থ বর্ষাণের পাশে শ্রীললিতা সখির গ্রাম (জন্মভূমি) উঁচা গ্রামে ব্রজাচার্য্য পীঠ শ্রীশ্রীবলদেব মন্দিরে উপস্থিত হ'বার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। সেদিনকার সাথী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



জিলা ২৪ পরগণার, রঘুনাথপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীশ্রীবাস চন্দ্র মণ্ডল। শ্রীনারায়ণ ভট্ট চরিতামৃত হ'তে "মীরার গুরুপরম্পরা" পুর্ব্বেই পেয়েছিলাম। তথাপি কেন যে অজ্ঞাত আকর্ষণে সংকেত হ'তে রিঠোর (চন্দ্রাবলীর গ্রামে) এক মহাত্মার তিরোধান উৎসবে দশমীর দিন গমন করি। রাত্রিতে অধিবাসান্তে প্রসাদ গ্রহণ করি। রাত্রি শেষে সংকল্প জাগে উঁচাগ্রাম দর্শনের। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি দর্শন প্রণাম করে বৈষ্ণবগণকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম উঁচাগ্রামের পথ এবং দূরত্ব। উত্তরে জান্‌তে পারলাম একই রাস্তায় দু'-তিন মাইল। মনের আনন্দে দেবীর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে গ্রাম মধ্যে পর্ব্বতোপরি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীললিতাজিকে দর্শন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে নামলাম। উপস্থিত হলাম শ্রীশ্রী বলদেব মন্দিরে।

দর্শন পেলাম প্রবেশ দ্বারে প্রেমিক বৈষ্ণব সাধুজিকে। তিনি আমাদের নিয়ে নাট মন্দিরে বসালেন। সাধুজি ব্রজাচার্য্য পীঠের শিষ্য নাম শ্রীরাম গণেশ দাস "অবধূত" ব্রজরস রসিক কয়েক সরস পদ শোনালেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ রমানিবাস তৈলঙ্গ গোস্বামী এম, এ, পি, এইচ, ডি-র সঙ্গে। তিনি তখন মন্দিরের মার্জ্জনা (ঝাড়ু) সেবা করিতে ছিলেন। চোখে না দেখলে বৈষ্ণবের বিদ্যা, বিনয়, ভক্তির আচরণ-ধারণা অসম্ভব। যোগ্য পুত্র গোস্বামী দীপকরাজ তৈলঙ্গ দেবী মীরাবাঈ এর প্রসঙ্গে নিজেই বল্‌লেন—"মীরাবাঈ" আমাদের পরশিষ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়াণ ভট্টজির শিষ্যের শিষ্যা। শ্রীদীপকরাজ আরও একটি প্রমাণিক ঘটনা স্বহস্তে আমার ডায়েরীতে ইং ১৩/৬/৮৫ তারিখে লিখেছেন—শ্রীভট্ট বংশজ গোস্বামী হরিগোপাল তৈলঙ্গ রচিত "লাখবার বলিহার" পুস্তিকা উপহার ও বিতরনের জন্য দেন। উপরি উক্ত ঘটনা এইরূপ যোধপুর কন্যা দেবী মীরাবাঈ-এর গুরুবংশ বলে যোধপুরের পরবর্ত্তি মহারাজা শ্রীল যশোবন্ত সিং শ্রীভট্ট পরিবারের গোস্বামী শ্রীমদ্ যত্নপতি তৈলঙ্গ জিকে মেড়তাসিটির পাশে "বেদাবড়ী খুর্দ্দ" নামক গ্রামে বসিয়ে পাঁচ হাজার বিঘা জমি দান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভ্রমণে শ্রীলদেবী মীরাবাঈ-এর সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীলাল ও শ্রীশ্রীশাল গ্রাম-এর সন্ধান তথা অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করার বাসনা হৃদয়ে জমা রইল। সচিত্র মীরার ভজন পুস্তকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ বিলম্বে লাভই হয়েছে। নবদ্বীপধামে শ্রীমন-মহাপ্রভুর মন্দিরে সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবার সমাধি সেবা দীর্ঘ দিন করার পর অসুস্থচ্ছলে দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর একেবারে পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ আসে। তন্মধ্যে কয়েক বৎসর ব্রজমণ্ডলে, এবং জয়পুর রাজবড়ীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য লাভ হয় ত্ু'বছর। তারপরে গয়া কাশী প্রয়াগ আমেদাবাদ বোম্বাই গুজরাট ও পাঞ্জাবের অমৃত শহর প্রভৃতিতে থাকাকালে দেখ তে পাই হিন্দি সাহিত্যের উপর প্রভাব মীরা পদাবলীর। শ্রীল দেবীর করুণাতে আকৃষ্ট হ'য়ে অনুসন্ধানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীমীরা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। কাশীধামে "মীরা বাণী প্রচারে মন্দিরের" শ্রীমৎ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "মীরাবাঈ" গ্রন্থ হ'তে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য মীরাসম্বন্ধী লেখক তালিকা এবং মীরা প্রশান্তি প্রভৃতি পেয়েছি। বলা বাহুল্য মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বানে একাধিকবার "মীরা জয়ন্তীতে" কাশীধামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাতে "মীরাবাঈ" সম্বন্ধে বলার সৌভাগ্য হয়। শ্রীগ্রন্থের সূত্রপাত হয় পশ্চিম বিহারে রাজগিরিতে আর শেষ হয় লেখার কাজ সেই বিহারে পূর্ব্ব প্রান্তে রানীবহাল ডাঃ শ্রীযুত নারায়ণ পাল-দিগের গৃহে। মধ্যে মধ্যে উত্তর পাড়াস্থ শিষ্যা শ্রীমতী ভক্তিবালা দাসীদের শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরে লেখার কাজ করি। এই দুরূহ কার্য্যে কলিকাতা ৮, বরিষাস্থ শ্রীযুত নলিনাক্ষ রায় চৌধুরী এম এ, দাদার যুক্তি পরামর্শ ও উৎসাহ প্রেরণা দান এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ শ্রীহরিভক্ত দাসজী শাস্ত্রী প্রুফাদি শোধন দায়িত্ব গ্রহণ না করলে গ্রন্থ প্রকাশে আরও বিলম্ব হ'ত। অতএব তাদের প্রীতি ঋণে বাঁধা। বহুধা প্রশংসিত গ্রন্থখানির ভূমিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দির প্রধান ডক্টর শ্রীযুত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজি অথবা প্রভুপাদ ডক্টর শ্রীমৎ নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সংস্কৃতের প্রধানকে দিয়ে লেখানোর আলাপ হয়েছিল। কিন্তু কলিকাতায় প্রুফাদি দেখাশুনার অসুবিধায় তা হলো না। তবে শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজন পরায়ণ ডঃ শ্রীযুত অবধ বিহারী কপূর, এম, এ, ডি, ফিল্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মহোদয় স্বভাবসুলভ সহৃদয়তায় তাঁর অমূল্য সময়ের মধ্যে শ্রীগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে হৃদয়ের ক্ষোভ মিটিয়েছেন। এ জন্যে তার নিকটে কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ।

গ্রন্থ শ্রীবৃদ্ধি চিত্রাদির ব্লক নির্ম্মাণে ৬ খানি, রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট, বাকী ১৩ খানি ব্লক আচার্য্য শ্রীমদ্সুভাষচন্দ্র ঠাকুর গোস্বামী প্রভুর অনুগৃহীত শ্রীযুত পরিতোষ ঘোষ বাবার দ্বারা প্রস্তুত ও সকল ব্লকাদি ছাপান হয়েছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌর গোবিন্দ শ্রীচরণে ভক্তিবৃদ্ধি কামনা করি।

আর যাদের আনুকূল্য শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে সহায়ক হলো, শ্রীশ্রী গুরু গৌরগিরিধারীর শ্রীচরণে তাদের প্রীতিভক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ প্রার্থনা করি। স্থানান্তরে তাদের নাম ও ভিক্ষা আনুকূল্য পরিমান মুদ্রিত করা হয়েছে। ভ্রম প্রমাদ জীবের স্বাভাবিক, বিশেষতঃ মাদৃশ নগণ্য জনের। তদুপরি সুদূর শ্রীবৃন্দাবনে মুদ্রনে যোগাযোগের অসুবিধাতে ভ্রম প্রমাদ শূন্য করা সম্ভব হয় নাই। তাই বিনীত নিবেদন—শ্রীগ্রন্থের ভাব গ্রহণ করে আনন্দ লাভ করলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। কিমধিকম্।

"জয় গৌর গিরিধারী, জয় দেবী মীরাবাঈ"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# দেবী মীরাবাঈ-এর জীবনী ( সংক্ষিপ্ত )

"গৌরকৃষ্ণকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ"
( মীরার ভজন )

দুঃসাহসিক কাজ। কি স্পর্দ্ধার বিষয়। ভক্তশিরোমণি দেবী মীরার জীবন চরিত্র ও পদাবলী সম্বন্ধে লিখতে কলম ধরা। এ কাজ তো তাদের, যারা সাধক অথবা তাঁর করুণাপুষ্টজন। প্রেমী-ভক্ত বা ভাগবত চরিত্র বিজ্ঞেরও দুর্বোধ্য। তবে লোভ দারুণ জিনিষ কোনই বিচারের অপেক্ষা করে না। অথবা মহাকবি কালিদাসের "বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" বাক্যানুযায়ী পূর্ব মনীষিগণের বর্ণিত পথে মীরাদেবীর কৃপা বলে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ পূর্বক যথাসাধ্য পদাবলীর ভাবার্থ আস্বাদনই মনোবাসনা।

ভারতবর্ষে রাজপুতানা বর্ত্তমান রাজস্থান শৌর্য বীর্যে প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে উদয়পুর চিতোরের মহারাণাদের মান মর্যাদা সর্বোপরি। এই চিতোরের রাজপুত্রবধূই বিশ্ববিখ্যাত মীরাবাঈ। তার নাম ও ভজনগানের কথা সকলে জানলেও জন্মকর্মাদি সাধারণের নিকট অজানা।

মাড়োয়ার প্রান্তে নীরস পার্বত্য মরুভূমিতে দেবী মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে গ্রামটিতে জন্মেছিলেন, তার নাম কুড়কী। এই কুড়কী মেড়তা তহসিলের অন্তর্গত। মেড়তা সিটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( শহর ) ঐতিহাসিকের মতে পুরাণের মান্ধাতার রাজ্য "মহারেতা বা মান্ধাতৃপুর।" বর্ত্তমান নাম মেড়তা সিটি। স্থানটি আজমের হ'তে ৪০/৪৪ মাইল পশ্চিমে এবং যোধপুর হ'তে ৮০/৮২ মাইল পূর্বে।

আবার মেড়তা হ'তে রীবাগঢ় ১৮/২০ মাইল। রীবাগঢ় হ'তে ১০/১২ মাইল মরুপথে কুড়কী গ্রাম এখনকারদিনে। দেবীর সময়ে ওটি ছিল সামন্তরাজপ্রাসাদ।

রাজস্থানের বিখ্যাত রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতি চন্দ্র ও সূর্য্য হ'তে বংশ পরম্পরা এসেছে। এই ক্ষত্রিয় বংশের রাব যোধাজিই বর্ত্তমান যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা। যোধাজির পুত্র রাব দুদাজি হতে মেড়তিয়া রাজবংশের জন্ম। এই উজ্জ্বল রাজবংশেই মীরার আবির্ভাব। তা দেবী নিজেই পরিচয়ে জানিয়েছেন। "মেড়তিয়া ঘর জনম লিয়ো ছায়, মীরা নাম কহায়ো।" অর্থাৎ মেড়তিয়া ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম নাম মীরা। কি মিষ্টি শ্রুতিমধুর মীরা নামটি। তা আবার শ্রীগিরিধারী নামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ( মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর ) আরও মধুর হ'য়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাসে মিশে শ্রুতি বাক্যের যাথার্থ্যতা প্রকাশ করেছে।

"মধু বাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" বৃঃ আঃ ৬/৩/৬

মীরা প্রশাস্তিতে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন—"রাজপুতনায় অসংখ্য বীরাঙ্গনা ও ধর্মপরায়ণা রাজমহিষী হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু চিতোরের রাণী পদ্মিনীর সমান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বীর মহিলা এবং মীরাবাঈ এর মত ধর্মপরায়ণা ভক্তিমতী আর দ্বিতীয় হয়নি।

আদি ভক্তমাল গ্রন্থকার শ্রীনাভাস্বামী মীরার সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

"সদৃশ গোপীন্ প্রেম প্রকট কলিযুগহী দিখায়ো।
নির-অংকুশ অতি নিডর রসিক যশ রসনা গায়ো ॥
দুষ্টন্ দোষ বিচারি মৃত্যুকো উত্তম কিয়ো।
বারন বাঁকো ভয়ো গরল অমৃত জ্যোং পীয়ো ॥
ভক্তি নিশান বজাইকে কাহুতে নহি লজি।
লোকলাজ কুলশৃঙ্খলা ত্যতি মীরা গিরিধরলাল ভজি ॥"

অর্থ—পাপাচ্ছন্ন অন্ধকার ময় এই ঘোর কলিকালেতেই সুদুর্লভ গোপীর ন্যায় প্রেম ( মীরাবাঈ ) জগতে দেখিয়েছেন। এই সদৃশ গোপী প্রেমকে গৌড়ীয় আচার্যশিরোমনি শ্রীমৎরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর রাগানুগা মধুর রতি বলতে হবে। আর রাগানুগা ভক্তি ( রতি বা ভাব ) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ( ছয় গোস্বামী প্রভৃতির ) গৌরেশ্বর সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী "উপাসক সম্প্রদার ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে সমালোচনা পূর্ব্বক দেখান যাবেতা।

আপনি ডুবে নির্ভয়ে সর্ব্বোত্তম মধুররস ভাবাশ্রিত জনের গুন কীর্ত্তন করেছেন। তাতে অভক্ত দুর্জ্জন ব্যাভিচারিনী মনে করে প্রানহারি আপ্রান চেষ্ঠাকরে । কিন্তু দেবী-মীরাবাঈ একটু ও ভয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পায় নি। মহাবিষকে অমৃতের মতই আনন্দ পান করেন। শ্রীহরি-ভক্তির জয় পতকা উড়িয়ে প্রীতিভক্তির জয় ঢাক বাজিয়ে নিঃসন্ত্রমে লোক লজ্জা এবং উজ্জ্বল রাজমর্য্যাদা মান অপমান পরি-ত্যাগ করে মীরাবাঈ মধুর ভাবে-শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভজন করে জগতে-মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মীরাবাঈ এর ভজন সঙ্গীতে বংশ পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাস হতে জানা যায় পিতার নাম কিন্তু মাতার নাম জান যায় না। মাড়বার বাজ্যের ভূগোল এর ৮২ পষ্ঠা হতে জানা যায় মীরাবাঈ এর জননী ঝালা বংশীয় রাজপুত স্বুরতান সিংহের মেয়ে বীর কুঁবরী ছিল। মীরার বড় ভাই ও এক ছোট বোন জন্ম গ্রহনের অল্প দিন পরেই পরলোক গমন করেন। ভাই'এর নাম গোপাল সিং ও বোনের নাম অনুপাবাঈ ছিল। মীরার মাতৃগর্ভে আসার পর মীরারদাদু রাবদুদাজী পুরো হিতকে কুড়কীতে পঠিয়ে দেন। রাজ পণ্ডিত রাজকন্যা বীর কুঁবরীকে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পুরানাদি ভক্তিগ্রন্থ শোনাতেন, ইহা পৌরানিক নিয়ম। ইহাতে গর্ভজাত শিশুর উপর সৎ ভক্তির সংস্কার পড়ে। দেবর্ষি নারদ ঠাকুরের উপদেশ মাতৃগর্ভে পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন-একথা অস্থুরবালকদের ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলেছিলেন। যা হউক, রাজবধূ বীর কুঁবরী একান্ত শান্তচিত্তে সৎচিন্তন সৎসঙ্গেই দিন কাটাতেন। দেবী মীরার পিতার নাম রতন সিংহ সার্থক নামা, তিনি সদ্ধর্ম-পরায়ন প্রজা পালক ছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



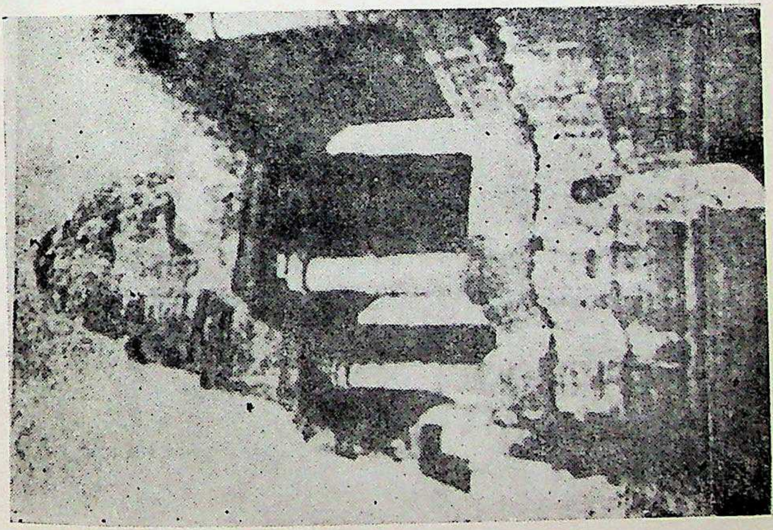

মীরা স্মৃতি-মন্দির (চিতোরগড়) উদয়পুর

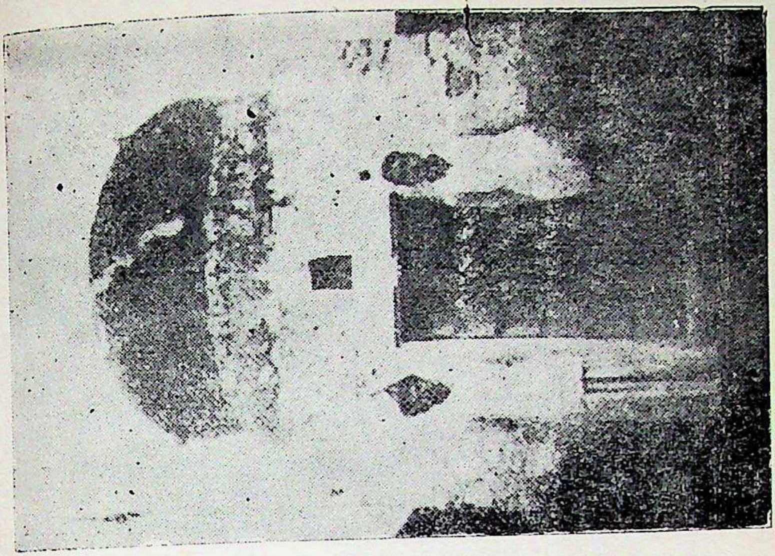

মীরা জন্মভূমি কুড়কীতে মন্দির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



যথা সময়ে দেবী-মীরা ভূমিষ্ঠ হন। তার জন্ম সময়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি প্রকাশ পেয়েছিল। তাই পণ্ডিতগন বিচার করে নাম রাখেন মীরা। মহী+ইরা, মহী মানে পৃথিবী, ইরার অর্থ তেজ, পৃথিবীর তেজ বা আলো। তা সত্যিই বটে, দেবী মীরার জন্মে ভারতবর্ষ ধন্যা ও আলোকিতাই সমস্ত জগতের কাছে।

ভক্তের জন্মেতে"......বসুন্ধরাচ ধন্যা, যস্মিন কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়। "একথা শাস্ত্রে বলেছেন।

দেবী মীরার বাল্যকাল জন্মভূমি কুড়কীর সামন্ত রাজ রাজবাড়ীতে কাটে। মাতৃবিগের পর মীরাকে মেড়তা নিয়ে আসেন মীরার দাদু (পিতামহ) রাব দুদাজি। রাজপুরোহিত মীরাকে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পুরানাদি শোনাতেন-তাহা "মীরারভজনকুঠির" নামে প্রসিদ্ধ। কৃপাসিদ্ধা মীরাবাঈ শিশুকাল হতেই প্রহ্লাদাদির ন্যায় ভজন পরায়ণা।

মীরার ভজনের বৈশিষ্ঠ্য মধুররসে পতিভাবে। যা তার ভজনগানে"মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরা না কোই, যাঁকেশিরে মোর মুকুট মেরে পতি সোই॥" ইত্যাদি।

প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজি মীরাবাঈকে প্রধান সখির অবতার বলেছেন-একটা কাহিনী ও বলেছেন। আমরা দেবী মীরা বাঈকে কে কৃপাসিদ্ধাই বলি।

শ্রীশ্রীগিরিধারী গোবিন্দে সমর্পিতা প্রাণা মীরা যদ্যপি,



CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তথাপি লৌকিক সম্বন্ধে চিতোরেররাণা সংগ্রাম সিংহের বা সাঙ্গা সিংহে জ্যৈষ্ঠপুত্র কুমার ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ হয়। পতিগৃহে গমন সময়ে মীরা তার জীবন মরনের সাথী-শ্রীগিরিধারী লালকে সঙ্গে নিয়ে যান। মীরার স্বামী বিদ্যানুরাগী ও সদ্ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই ভোজরাজ পরলোক গমন করেন।

ভোজরাজ মীরার ইষ্টচিন্তনের কোনরূপ-বাধা দেন নাই।

উপরন্তু মীরার ভজন ও স্বভার চরিত্রে আনন্দ পেঁয়ে গর্ব্ব বোধ করতেন। মীরাবাঈ যদ্যপি-নিত্য পরমপতি কে-লাভ করেছিলেন। তথাপি লৌকিক পতিকে তাঁর গিরিধারী লালের প্রতিনিধিবোধে সেবা শুশ্রুষাদি দ্বারা সুখীই রেখেছিলেন। ভোজরাজের পরলোকগমণের পরে বিক্রমাজীৎ রাণা হওয়ার পরই মীরাবাঈ এর ভজনের বিরোধ ও অত্যাচার করেন একের পর এক। বিক্রমাজীৎ প্রথমে ভগিনী"উদাবাঈ"কে দিয়ে মীরাবাঈ-কে বুঝিয়ে রাজনিয়মাধীনে রাখার চেষ্টা করেন।

বহির্মুখী রাজাদেশ পালনে অপারগ জানালে রাজদণ্ড ও বহিস্কারের ভয় দেখায় উদাবাঈ মীরাকে। উহাদের আলাপাদি "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ গ্রন্থে দেওয়া হবে।

যা হোক, মীরা ননদকে নির্ভয়ে জানিয়ে দেন যে, শ্রী গিরিধারীর ভজনে সাধনে রুষ্ট হয়ে তোমাদের রাণা যদি আমাকে রাজ্যের বাহির করেদেয় তাতে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা বা ভয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



করিনা, কেন শোন। "রাণা রুঠে তো নগরী রাখৈ, হরি রুঠে তো কিঠ্যো যাস্যা রীমাই, "অর্থাৎ চিতোর রাজ্যের অল্পদিনের রাজা রুষ্ট হয়েতার সীমিত সীমা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তাহলে অন্য রাজার রাজ্য আশ্রয় পাব শ্রীহরির বিধানে। কারন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা তিনি। কিন্তু হরি যদি রুষ্ট হন, তাহলে ত্রিভূবনের কোথাও আশ্রয় পাবনা। মীরার এই জবাব শুনে ক্রোধে অজ্ঞানান্ধ বিক্রমাজীৎ দেবী মীরাবাঈ এর অনিষ্ট সাধনে হলাহল মহাবিষ চরনামৃত বলে পাঠিয়েছেলেন। কালসাপ সুরম্য পাত্রে শ্রীশালগ্রাম শিলা বলে, বিষাক্ত ছুই দিয়ে তৈরী সুন্দর "শূলীশেজ" শয়নের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ভক্তাধীন শ্রীগিরিধারী কৃপাকরে সকল সঙ্কট মুক্ত করেছিলেন মীরাকে। সেগুলি মীরা বাঈ ভজন পদ মধ্যে জানিয়েছেন। প্রস্তুত গ্রন্থ মধ্যে সেগুলি যথা সাধ্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীগিরিধারী সমার্পিত প্রাণা মীরাবাঈ ভজন বিঘ্ন আর দেবর বিক্রমের উ শৃঙ্খলতায় রাজ্যে নানা উপদ্রব ও অশান্তি দেখা দেয়।

তাই শান্তির পূজারিনী দেবী মীরাবাঈ সর্ব্বত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া দর্শন ও ভ্রমণাদিতে কতদিন ছিলেন, তা-সঠিক জানা যায় না। এবং কোন কোন আচার্য্য গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ আদি হয় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মত। আমরা আদি হিন্দি ভক্তমালের টিকাকার প্রিয়াদাসজীর উক্তিই প্রামান্যরূপে গ্রহণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



করলাম। যথা—"বৃন্দাবন আই জীব গোসাই জী সো মিলি-ঝিলো। তিয়া মুখ নেখিবেকো পণলৈ ছুটায়ো হ্যায়॥" এই অংশাটির ব্যাখ্যা যার যেমন খুসী ভাব বুদ্ধিগতি সেই প্রকারই করেছেন। আমরা নিজের মাপকাঠিদিয়ে সকলকে মেপে বাহাতুরী করে দেখাতে চাই। এটা যে কতটা মূর্খতা তা বুঝেও বুঝি না। কাম ক্রোধ লোভাদির দাস লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠাভোজী নগন্যজীব। তদুপরি সাধানহীন দোষাকর। আমরা যাই অষ্টাদশ মহাদোষহীন সচিচদানন্দ শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগত্তনূ ও তাঁর পার্ষদগণের বিষয় বলতে ও লিখতে। তাই নিজ যোগ্যতা অনুভব মতই করে বিভ্রান্তির সৃষ্টীকরে—"হিতে বিপরীত করে বসি।" তাতে বন্ধ্যা নারীর প্রসব বেদনানুভবের মতই সৎ সামাজে উপহাসাস্পদ ছাড়া কিছুই হয় না। উপরন্ত নিজ ভাব স্বভাবানুযায়ী মহদতিক্রমরূপ ভার নিজ মস্তকেলয়ে জন্মান্তরের কর্ম ভোগের সোপান তৈরী করি।

ঐই অংশটিরব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী কে মোহগ্রন্থ পুরুষাভিমানী বলেছেন। এসব উক্তি কি চিন্তাশীলের? মোহ থাকে কাঁদের? যারা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত তাদের, যাঁরা সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের পার্শ্বচর, লীলাসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা পরায়ণা প্রধানা অষ্টসখীর অন্যতম শ্রীমতী বিলাসমঞ্জরী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাতে অষ্ট গোস্বামী তথা প্রধান ছয় আচার্য্যের অন্যতম। ধুরন্ধর দার্শনিক পণ্ডিত, যাঁর দার্শনিক ভক্তি গ্রন্থরসে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ডুবে-সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করছেন। কৃপাসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া "মীরাবাঈ" (মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর) যাঁর দর্শন প্রার্থিনী, তাঁকে মোহগ্রন্থবলে ব্যাখ্যা করা কি সমীচীন ? এতে কি মহদতি-ক্রমজন্য ফলভোগী হতে হবে না ?

অনুরূপ দৃষ্টান্ত-বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কবি শেখর কালিদাস রায়ের "ত্রিরত্ন" কবিতাটিতেও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর বৈষ্ণব চরিত্রোপযুক্ত "তৃণাদাপিস্থনীচেন তরোরিব" সহিষ্ণুনা শ্রী-জীবকে ভর্ৎসনা বানীগুলির আপাততঃ বিরোধার্থ গ্রহণ করে নিজানুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সমাধান অর্থ খুঁজে পান নাই। (সংস্কৃত) কাব্য সাহিত্যে ঐরূপ "বিরোধাভাস" নামক অলঙ্কার আছে।

007383

এ বিষয়ে আমার পরবর্ত্তী "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" তে বিস্তারিত আলেচনার বাসনা রইল।

যাক আমরা জানি আদি ভক্তমালাকার শ্রীনাভাস্বামীর উক্তি অনুসারে শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের দর্শন পেরেছিলেন মীরা বাঈ, গোস্বামী পাদ প্রথমতঃ "বৈরাগীর ধর্ম্ম নহে স্ত্রী সম্ভাষণ" এই নিয়মানুসারে দর্শন পার্থিনী "মীরাবাঈ"এর সহিত সাক্ষাদিতে অনিচ্ছা জানান, পরে মীরাবাঈ-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীপাদ রাম দাস বাবাজী মহারাজের ভাবাবেশে কীর্ত্তন আথরে জানতে পারা যায় যে শ্রীজীব গোস্বামী মুখে শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ও মহিমা এবং লীলারবিষয়ে শুনে চরম দর্শনোৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



কণ্ঠিত হন মীরাবাঈ, ফলে সূদূর হতেনদীয়ালীলা দর্শনে কৃতার্থ হয়েছিলেন। যাহোক তারপর শ্রীবৃন্দাবনহতে দ্বারকাধামে গমন করেন মীরাবাঈ। দ্বারকা গুজরাটের অন্তর্গত। গুজরাটি ভাষাতে ও মীরার ভজন গান পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নরসী মেহতার প্রভাব ও মহিমা বিষয়ে "নরসী রো মাহেরো" গ্রন্থরচনা করেন ও ভজনানন্দে থাকেন।

এদিকে অত্যাচারী বিক্রমাজীৎ এর মৃত্যুর পরে উদয়সিং চিতোরের রাণা ( রাজা ) হন। উদয়সিং সদ্ধর্মপরায়ণ ভক্তিমান ছিলেন। তাই তার ধারনা চিতোরের ভাগ্যলক্ষী দেবী মীরার উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন এর ফলে চিতোরের দুঃখ দুর্দ্দশা গিয়েছে। রাজা হয়েই চিতোরের লক্ষী দেবী মীরাবাঈ কে ফিরিয়ে আনতে পুরোহিত ব্রাহ্মণকে লোকজন সহ পাঠান।

স্বয়ং উদয়াসিংহের যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে ও নূতন পাওয়া রাজ্যে শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার জন্য যেতে পারেন নাই।

সঙ্গী সহ ব্রাহ্মণ দ্বারকাধামে উপস্থিত হয়ে দেবীকে জানালেন সব কথা। শ্রীভগবৎ প্রিয়জন সব ছেড়ে তাঁর শ্রীচরনেই আশ্রয় নেন। আর ভক্তশিরোমনি মীরাবাঈ কেমন করে তাঁর ধাম ও তাঁর শ্রীচরণ ছেড়ে আসবেন অশান্ত রাজ প্রাসাদে। ব্রাহ্মণ ও নাছাড়বান্দা, ভক্ত ও অটল। শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ অনশন আরম্ভ করলেন। উভয় সঙ্কটে পড়লেন দেবী মীরাবাঈ। উপায়স্থির করে বললেন আমি প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আমি প্রভুর ইচ্ছা জেনে আসি এই-না বলে সাজ্জিতা হয়ে রণ ছোড়জির ( দ্বারকানাথের ) মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে সকলে আকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে দেবীকে আনন্দ করতে করতে নিয়ে চিতোরে ফিরে আনন্দোৎসব করবেন। কিন্তু ভক্তাধীন শ্রীভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। মন্দিরে দেবী মীরা ও তাঁর প্রভু দ্বারকাধীশের মধ্যে কি আলাপ বার্ত্তা বিনিময় হলো, তা সাধারনের অগোচরই রইল। শান্ত পরিবেশ, কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের দরজা আপনা হতেই খুলে গেল।

সকলে নির্ব্বাক হয়ে চাইতে লাগলেন। কি হলো ? দেবী মীরাবাঈকে আর দেখতে পেলোনা তৎ পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীঅঙ্গে মীরাবাঈ এর ওড়নার অংশ বিশেষ দেখতে পেলেন। সংকটহারী প্রভু মীরাকে উভয় সংকট মুক্ত করেছেন আত্নসাৎকরে। পুরোহিত শোকে মুহ্যমান হয়ে শ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীঅঙ্গহতে দেবীর অবশেষ চিহ্নটুকু নিয়ে ফিরে রাণাকে প্রদান করলেন বৃত্তান্ত সহ।

শোকসন্তরাণা ·উদয়সিং দেবী মীরাবাঈ এর স্মৃতিচিহ্ন ওড়নার অংশটুকুই "চুনড়ীকে ছোড়" ধারণ করলেন ভাবাপ্লুত হয়ে। এবং দেবী মীরাবাঈ এর উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানালেন শাশ্রুনেত্রে। এখন ও সময় বিশেষে শ্রীশ্রীদ্বারকানাথের অঙ্গে মীরার স্মারকরূপে ওড়নায় খণ্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়। জয়তু মীরার গিরিধারী নাগর প্রভু, জয়তু ভক্ত শিরোমনি মীরাবাঈ।

——:o:——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



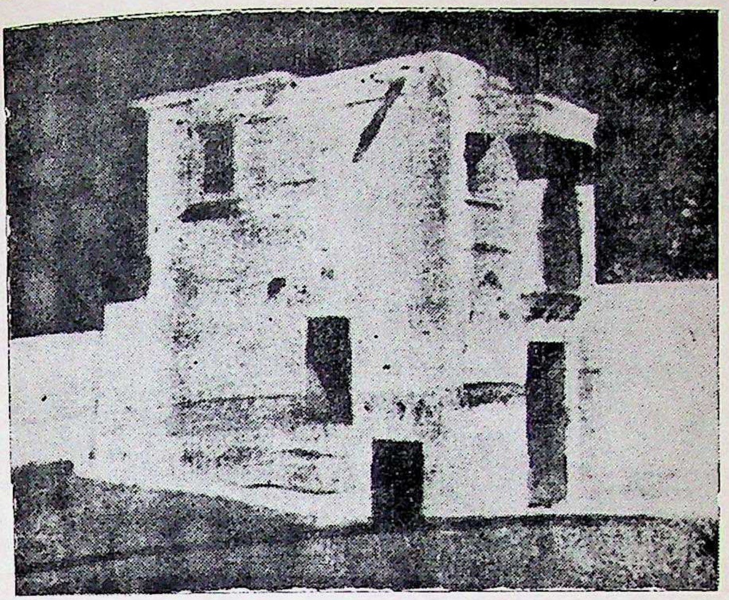

মেড়তা সিটিতে মীরার ভজন কুঠির

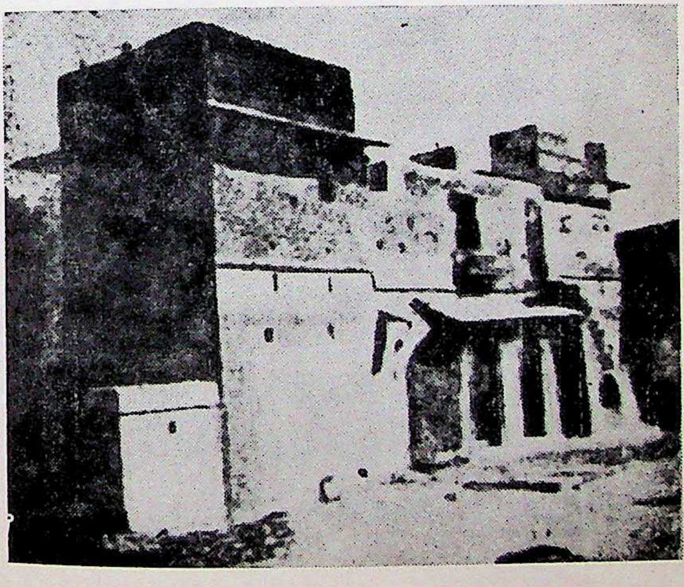

কুড়কীতে মীরার বাসগৃহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# মীরার গিরিধারীই উপাস্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

বেদ পুরাণ উপনিষদ তন্ত্রাদিতে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মহিমা ভূরি ভূরি গান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করার পরে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল প্রমাণ উত্থাপিত করব। তারপরে শ্রীস্বামী নাভাজির উক্তি দিয়ে উপসংহার করা হবে।

১। "এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো-হিরন্ময়।" বেদান্তসূত্র ১।২।৫,

২। অন্তঃকৃষ্ণো-বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে ভবিষ্যামি মায়ামানুষকর্মকৃৎ॥ স্কন্দ পুরাণ

৩। কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্ত ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥ গরুড় পুরাণ

৪। স্বর্নদীতীরে ভূমৌ চ নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজস্বরূপেন জনয়িষ্যামি দ্বিজালয়ে॥ দেবী পুরাণ

৫। গোপালান্ পরিপালয়ন্ ভারং হরন্ ব্রজপুরে।
গৌরাঙ্গ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্য নামাপ্রভুঃ। নৃসিংহপুরাণ

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্ব্বমান্য। প্রাচীন প্রথানুসারে শ্রীশ্রীভগবৎ অবতার এবং দেব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ঐ মন্দির শ্রীমচ্ছঙ্কারাচার্য্য ও শ্রীমদ্রামানুজ আচার্য্যের সাময়িক পরিচালনাধীন থাকলেও তাদের (আচার্য্য) প্রতিকৃতি স্থান পায় নাই। অপর পক্ষে ভারতের সর্ব্ব মন্দির মঠাদিতে আচার্য্য প্রতিকৃতি সসম্মানে সুরক্ষিত আছে।

আর নবদ্বীপ নীলাচল ও শ্রীবৃন্দাবন ধামাদিতে শ্রীমন্দির ছাড়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ দরজায় ভিতরে রাজ উপ-চারে সেবিত বিশাল ষড়ভুক্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীমূর্ত্তি। নাটমন্দিরে গরুড় স্তম্ভের সামনে স্তম্ভের উপরে দ্বিতীয় ষড়ভুজ মূর্ত্তি। তৃতীয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রাই ২১ দিনের মধ্যে বিজয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে ষড়ভুজ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বেশে সাজিয়ে চন্দনপুকুরে নিয়ে গিয়ে বিহার উৎসব পালন করা হয়। শ্রীশ্রীভগবদ্ তত্ত্বের ঔজ্জল নিদর্শন রূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন পূজিত হচ্ছেন। আলাল নাথ (বিষ্ণু মন্দিরে) মন্দিরে শ্রীমহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন পাথরের উপর বর্ত্তমান।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# মীরার গিরিধারীই উপাস্য
# শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীমৎ নাভাদাস স্বামীর আদি হিন্দি ভক্ত মালা। এই গ্রন্থখানি সর্ব্ব সম্প্রদায়ে প্রামাণিকরূপে গৃহীত হয়েছে ইহাতে শ্রীভগবানের অবতার হতে আরম্ভ করে সকল ভক্ত চরিত্র বর্ণিত আছে। যদ্যপি স্বভাব বা যোগ্যতানুসারে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে যে যাই বলুক না কেন? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গই। তথাপি নিরীহ সরল ব্যক্তিদের ভক্তি দৃঢ়তার জন্য সর্ব্বমান্য প্রবীণ আচার্য্যের বাণী সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্রের ও প্রত্যক্ষ লৌকিক দৃষ্টান্তের দিক্‌দর্শন করান হয়েছে পূর্ব্বেই।

—ছপ্পয়—(শ্রীস্বামী নাভাজির হিন্দি ভক্তমালা

১। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশো দিশি বিস্তরী।
গৌড়দেশ পাষণ্ড মেটি কিয়ো ভজন পরায়ণ।
করুণা সিন্ধু.................................................॥
.........................................................

**অবতার বিদ্দিত পূরব মহী,** উভয় মহত দেহধরী॥
২। ..................কবিত্ত..................................
.........................................................

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



জসুমতি সুত সোই শচীসুত গৌর ভয়ে,
নয়ে-নয়ে-নেহ চোজ নাচৈ নিজগণ মে ॥
৩। ঈশতা বখানি কাঁহা-কহোঁ সো প্রমাণ-এঁ্যাকো,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাৎ হ্যায়।
চতুর্ভূর্জ ষটভুজ রূপ-লৈ দিখায় দিয়ো,
কিয়ো জো অনুপ হিতবাত, পাত পাত হ্যায়।

ইহার অর্থ ও বিশেষ বিশ্লেষণ পরবর্ত্তী "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে করা হবে। এত ভাবে লোক বেদে প্রত্যক্ষ জানান সত্বেও যারা কদর্থ করে সরল লোকের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকেন—তাদের উদ্দেশ্যেই নিম্নোক্ত খ্যাতি।

"উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ"

★

## মীরা গ্রন্থাবলী

ঐতিহাসিকের মতে দেবী মীরাবাঈ "ভজনাবলী" ছাড়া ৬ (ছয়) খানি গ্রন্থ রচনা করেন। মোট ৭ খানির বিষয় জানা যায়।

১। ভজনাবলী
২। গীতগোবিন্দের টীকা
৩। নরসী জী কা মাহেরো
৪। মীরাঁকী মল্লার
৫। রাগ সোরঠ
৬। রাগ গোবিন্দ
৭। গর্ব্বাগীত

গ্রন্থ গুলির অর্থ ও বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে করা হবে।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## —ঃ বাঈ শব্দার্থ ঃ—

### "বাঈ" শব্দটি ভারতবর্ষে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ প্রান্তেই স্ত্রীলোকের নামের পরে ব্যবহার দেখা যায়।

পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে "বাঈ" শব্দটি খুবই মহিমা সূচক। যেমন—রাণী অহল্যবাঈ, রাণী পদ্মিনীবাঈ, রাণী তারাবাঈ, দেবী মীরাবাঈ তো একাধারে রাণী ও ভক্ত শিরোমণি। মীরাবাঈ এর ছোট বোনের নাম ছিল অনুপাবাঈ। মীরাবাঈ এর ননদের নাম উদাবাঈ।

জয়পুরান্তর্গত খণ্ডেলাবাগের করমেতিবাঈ প্রভৃতি ও প্রসিদ্ধ।

বোম্বাই গুজরাট প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ভক্তরাজ শ্রীনরসিং মেহতার স্ত্রী মানিকবাঈ, পুত্রবধু জেঠিবাঈ, কন্যা কুঁয়রবাঈ, মেয়ের মেয়ে নানীবাঈ। নিষ্কিঞ্চন নরসী মেহতার কন্যার "সীমন্ত সংস্কার" উৎসবে স্বয়ং শ্রীদ্বারকাধীশ শ্রীমতী রুক্মিনী দেবীকে ল'য়ে অমূল্য বস্ত্র দান করেছিলেন ছদ্ম বেশে।

পরিশ্রান্ত "জনাবাঈ" এর সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তো যাঁতায় গম পিষেছিলেন। উত্তর প্রদেশে কেবল "বাঈ" শব্দে স্ত্রীলোককে বুঝায় আংশিক ক্ষেত্রে সাধারণ স্থলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



উরিষ্যা প্রদেশে পুরীধামে মহামহিম "কর্মাবাঈ" এর বাৎসল্য প্রীতি মাখা খিচুড়ী ভোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম পরিতৃপ্ত।

বঙ্গদেশে কিন্তু "বাঈ" শব্দ হীনার্থ বোধক—যেমন বাঈ-নাচ প্রভৃতি।

প্রয়াগ ক্ষেত্রের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমৎ প্রভু দত্ত ব্রহ্মচারীজি "মতবালী মীরা" পুস্তকে (১২ পৃষ্ঠাতে) "বাঈ মীরা" প্রবন্ধে "বাঈ" শব্দার্থে বোন (বহিন) বলিয়াছেন।

★

## বক্তব্য বিশেষ

★

প্রায় কেন ? বিশ বছর পূর্ব্বে সূত্রপাত হয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পাঁচশত পূর্ত্তি বর্ষেই পূর্ণতা লাভ করল। প্রথম যখন "মীরার ভজনের" অনুবাদ এই বিহারের শেষ প্রান্ত রাজগীর এ বসে শুরু হয়েছিল মাত্র। তখন ভজনের (হিন্দি পদাবলীর) সাধারনের বোধগম্যের জন্যেই মোটামুটি এ কর্ম্মের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে বিশেষতঃ পূর্ণ গবেষণার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আকার ধারণ করে প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হবেন, এই বিশেষ বৎসরেই তা আমার কল্পনাতীত ছিল। যাক্ সেই বিহারের পূর্ব্বে প্রান্ত রাণীবহাল পার্ব্বত্য শোভামণ্ডিত অনুকূল শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র পাল মহাশয়ের নবভবনে বসে ঝুলন যাত্রা উৎসব পালন মধ্যেই পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হল।

দৈন্য নয় সত্যিই কিভাবে ধীরে ধীরে এত বিষয় বস্তুতে গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল তা আমার বলার সামর্থ্য নাই। কারণ আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় সকলেই জানেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ হলে অভিযোগ এবং প্রীতি আশীর্ব্বাদ দুই-ই বর্ষণ হবে, তা বুঝতে পারছি। তাই পূর্ব্বে নিবেদন করছি এর পাত্র আমি নই। ইহা বিনয় বচন নয়। বাস্তবিকই। কেন? আমি সবদিক দিয়েই নগণ্য সাধারণ জন মাত্র।

তবে ভ্রমনের কিছু স্পৃহা ছিল, এখনও যে নাই তা নয়। ভ্রমনে যা পেয়েছি—সেই টিই আমার সম্বল। সে গুলি গ্রন্থ মধ্যে সব উল্লেখ করেছি। তাতে ভাষায় প্রকাশের ভ্রম প্রমাদ আমার।

মূল প্রসঙ্গ বিশ্ববিখ্যাত দেবী মীরাজীর অসংখ্যের মধ্যে অৰ্দ্ধ শতাধিক ভজন গানের বঙ্গানুবাদ। পরিশিষ্টে ৪ মূৰ্ত্তি (জন) ............... মহিলা ভক্তের ২০-২৫ খানি ভজনের অনুবাদ দিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু মীরাবাঈ এর ( গৌর কৃষ্ণ দাসী ) শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটি অনুবাদের পরে অন্য সম্প্রদায়ী ৫।৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



খানি শ্রীশ্রীগৌর পদ দিবার মনস্থ করি। কারণ বঙ্গবাসী আমার গৌর কথাতে স্বাভাবিক লোভ।

আমাদের উপাস্য দেব ও যুগপৎ শ্রীশ্রীগৌর কৃষ্ণ। আমাদের মূল আচার্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গৌর লীলা স্ফূর্ত্তির পরেই রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরণ হবে। তাই কীর্ত্তনাদিতে গৌর চন্দ্রিকা প্রসিদ্ধ।

এমন কি দেশ প্রচলন যে কোন কাজে ঈঙ্গিতে বলা হয় "গৌরচন্দ্র" হউক বা কর। তাছাড়া দীনজনের সংগ্রহের মধ্যে কাশীধামের "মীরারাণী প্রচার মন্দিরে" শ্রীমৎ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য মহোদয়ের মৌখিক ও তার প্রীতির দান "হিন্দি মীরাবাঈ" আলবর অণ্ডাল এবং নরসী মেহতা (বাংলা) হতে লাভবান হয়েছি। তার জন্য কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তার মীরাবাঈ ও অণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গে কলিযুগ পাবনাবতারী প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এক দাড়িপাল্লায় তুল্‌তে চেয়েছেন কেন? তা বোধগম্য হচ্ছে না।

আর প্রয়াগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমৎ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী জী "মতবালী মীরাতে" শুধু সাম্যের কথা বলে ক্ষ্যান্ত হন নাই।

আক্ষেপও করেছেন "যদি মীরাবাঈ মরুভূমিতে না জন্মে, সুজলা সুফলা বাংলাদেশে জন্মাতেন—তাহলে মীরা সম্বন্ধে কত বড় বড় গ্রন্থ লেখা হত। মীরা সম্প্রদায় চলত। আরও কত কি না জানি হত।" ইত্যাদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

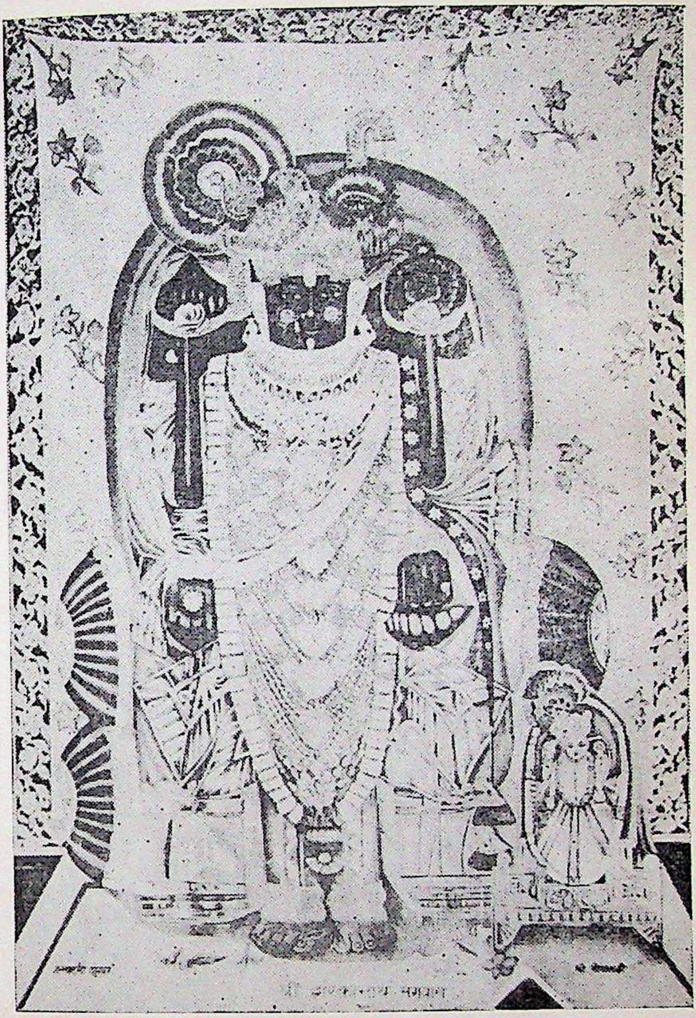

রণছোড়জি ( শ্রীশ্রীদ্বারকানাথ ) শ্রীধাম-দ্বারকা
( এই বিগ্রহে "মীরাবাঈ" বিলীন হন )

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আশ্চর্য্য লাগছে দেবী মীরাবাঈ দুর্গম মরুভুমিতে জন্মে পৃথিবীর বিশেষতঃ ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয়জন হয়ে আছে। "সারাস্থ মীরাঁ সরস" এবং স্বয়ং দেবীর মুখের "গৌর কৃষ্ণ কী দাসী মীরা" বাণী শুনে ও দেখে ওরূপ দেখা কি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ বা মৎসরতা প্রকাশ পাচ্ছে না?

ব্রহ্মচারীজী হিন্দি শ্রীচৈতন্যচরিতাবলীতে বিষয় বস্তু বর্ণনার পূর্ব্বে নিজ মন্তব্যে পতিতপাবন পরমোদার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপেও মৎসরতা দেখিয়েছেন।

এছাড়া গীতাপ্রেস গোরখপুরের "ভক্তনারী" গ্রন্থে দেবী মীরা চরিত্রে ৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠাতে রাণা বিক্রমাজিতের অত্যাচারে অস্থির হয়ে গোস্বামী তুলসী দাসজীকে পত্র লিখে—"তাঁর উপদেশে সব ছেড়ে বৃন্দাবনাদিতে চলে যান, ইত্যাদি।"

এই (সব) উক্তি, আদি ভক্ত মালাকার আচার্য নাভাজি তথা প্রসিদ্ধ মীরাচরিত্র বিরুদ্ধ। অথচ "ভক্ত নারীতে" বলার পরে স্বীকারোক্তি লিখেছেন যে ঐতিহাসিক সজ্জন বলেন তুলসী দাসজী মীরাবাঈ এর পরে হয়েছেন। অতএব মীরা ও তুলসী দাসজীর মধ্যে কোন পত্রালাপ হয় নাই। সে যাই হোক, পদ দুটি বড় উপদেশপ্রদ তাই দেওয়া হইল।

যার ঐতিহাসিকতা বা প্রমাণ নাই, তা-তো মিথ্যা। এরূপ লেখার মানে কি? ইহাতে কি দেবী মীরাকে খর্ব্ব করার জন্যে ভক্ত, ভক্তিদেবী ও শ্রীভগবানের নিকট (সূক্ষ্ণ রূপে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অপরাধ করা হয় না ? এসম্বন্ধে "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে বিস্তারিত সমালোচনার বাসনা রহিল।

যাক ৩০।৩৫ বছর পূর্ব্বে ভ্রমণ কালে রাঁচীতে চিত্রগৃহে (সিনেমায়) "মীরাবাঈ" অভিনয় দেখে জনসাধারণকেও বলতে শুনেছি "এমন অভিনয় (বই) দেখলে সবাই ভক্ত হয়ে যাবে" কথাটির সঙ্গে বাস্তবে মিল (মীরা ভজন প্রীতি) বর্ণে বর্ণে সত্য দেখতে পাচ্ছি।

আর সেই সুদূর দুর্গম প্রদেশ বাসিনী দেবী মীরাবাঈ বলেছেন "গৌর কৃষ্ণকী দাসী মীরা" তাই সাধারণের অবগতির জন্যে বেদ পুরাণ উপনিষদের ভুরি ভুরি প্রমাণ ছাড়া পুরীধামের সর্ব্বমান্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব মন্দিরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি নাভাজীর অভিমতে পরমেশ্বর এবং উপাস্য রূপে ভক্তমালার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ বর্ণনার অংশ দিলাম।

তৎপরে দিল্লী রাজস্থানে প্রসিদ্ধ শুক সম্প্রদায়ীর ষড়-ভূজাদি গৌরপদ। তারপরে দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ এবং বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের মীরা জী বিষয়ক পদটি ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক হৃদয় স্পর্শী পদ দু'টিও দিলাম।

ব্রজাচার্য্য শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টজি ও শ্রীললিতা সখীর জন্ম-ভুমি বর্ষানার পাশে উঁচাগ্রাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীমীরাদেবীর প্রেরণায় যাদৃচ্ছিক ক্রমে ললিতা সখীর জন্ম উঁচাগ্রাম শ্রীশ্রীবলদেব মন্দিরে উপস্থিত হয়ে মীরা দেবীর গুরুপ্রণালীটি পেয়েছি। তাহাও গ্রন্থ মধ্যে দিয়েছি।

শেষ বক্তব্য শিশুকে উৎসাহিত করার ন্যায় অযোগ্য জন-কে সুধীজন আশীর্ব্বাদ ও অভিমতাদি দান করেছেন। সেগুলি ৫ টি ভাষাতে এবং সংখ্যাতে অনেকগুলি। এখন প্রশ্ন—দুর্মূল্যের বাজারে ঐগুলি দিয়ে কলেবর বাড়িয়ে মুল্য বাড়ান কি ঠিক হবে? ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উত্তর ঃ—সুধী জনের বানী হিতকর ও শ্রুতি মধুর। অতএব গ্রন্থের অঙ্গ।

আর আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার একমাত্র এই গ্রন্থেই হিতৈষী ও বন্ধুবান্ধবগণের নাম স্মৃতি রূপে থাকুক। এই বাহুল্য জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# দেবী মীরাবাঈ যে গৌরভক্ত তার

★

## (ক) যুক্তি (খ) প্রমাণ (গ) মহদনুভব

বেদান্ত দর্শন বা কোন তাৎপর্য্য নির্ণয়ে এর বিষয় বলেছেন ৬ অঙ্গের কথা যথা—১. উপক্রম উপসংহার ২. অভ্যাস ৩. অপূর্ব্বতা ৪. ফল ৫. অর্থবাদ ৬. উপপত্তি।

আর আমার এই গ্রন্থে দেবী মীরাবাঈ যে শ্রীশ্রীগৌরভক্ত ও গৌড়ীয় (গৌড়েশ্বর) সম্প্রদায় ভুক্ত তা তিন অঙ্গের দ্বারা জানাচ্ছি—যথা ১—যুক্তি ২—প্রমাণ ৩—মহদনুভব।

(১) যুক্তিঃ—সুদূর দুর্গম (এবং) রাজস্থান বাসিনী দেবী মীরাবাঈ এর গৌরচন্দ্রিকা (রূপ) ভজন খানিতে কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ আচার্য্যগণের অনুরূপ বর্ণনা করে "ভনিতাতে গৌর কৃষ্ণ দাসী" বলেছেন। এছাড়া ৭ ও ৩৩নং ভজনে ও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের অভিন্নতা প্রকাশ করেছেন।

মীরা পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ পদাবলীর ভাবানুগামী। তা পরবর্তী গ্রন্থ—"উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ" গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখান হবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(২) প্রমাণঃ—সর্ব্ব সম্প্রদায় মান্য শ্রীস্বামী নাভাদাসজীর (আদি হিন্দি) ভক্তমালাতে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন লাভের বিষয় জানিয়েছেন।

আর ব্রজাচার্য্য শ্রীল নারায়ণ ভট্টজির শিষ্যের শিষ্যা মীরাবাঈ। এই শ্রীনারায়ণ ভট্টজি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ী তা স্থানান্তরে গুরুপরম্পরাতে দেওয়া হইয়াছে অবগতির জন্যে।

(৩) তৃতীয় মহদনুভবে পাওয়া যাচ্ছে যে দেবী মীরাবাঈ সুদূর দু হাজার মাইল দূরে দুর্গম মাড়বার মরুভুমিতে বসেই "নদীয়ার (শ্রীনবদ্বীপ ধামের) শ্রীগৌরলীলা দর্শন করেছেন। এই মহান্ পুরুষ সিদ্ধকোটি মহাত্মা প্রসিদ্ধ শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ নামাচার্য্য। ইনি সাহিত্যিক নহেন, কবিও নহেন। কেবল শ্রীনাম প্রভাবেই সব স্ফুর্ত্তি। অন্যান্য উত্তম বৈষ্ণবাচরণ স্মরণ মনন দীনতাদিগুণে ভূষিত ছিলেন তিনি।

দীন লেখক যখন নবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দিরে সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবার সমাধির সেবক। তখন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজজিকে অসংখ্য শিষ্য ভক্ত নরনারী সহ সংকীর্ত্তনে দর্শন করেছি, তাঁর কীর্ত্তনাকর্ষণে নাস্তিক পাষণ্ডকেও আকর্ষণ করে রাখত। তার উজ্জ্বল নিদর্শন "শ্রীগুরু কৃপার দান" সুবৃহৎ আকারে দুই খণ্ডে বর্ত্তমান। তার কিঞ্চিৎ নমুনা "মহৎ অনুভবে" পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## মহৎ অনুভব

সিদ্ধ কোটি মহাত্মা নামাচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের সুদীর্ঘ ৩৫ পৃষ্ঠা "শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ ও মীরাবাঈ" শীর্ষক আখর সম্বলিত কীর্ত্তনের সংক্ষেপ। শ্রীগুরু কৃপায় দান—২য় খণ্ড।

শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারো রে।
মুখ নিরখি মন বিচারো।
আমাদের রাধিকা-নয়ন রঞ্জন মুখ,
নিরখি মন বিচারো।
"গলে বনমালা সোহে"
লীলা নট সুরকো পহুঁ, রূপে জগমন মোহে॥"
একা মেনে আমি নই গো
যে দেখেছে সেই ভুলেছে একামেনে আমি নইগো
সে যে জগমনো মোহনিয়া।
রাস রস রঙ্গিয়া সে যে জগ-মনো মোহনিয়া
লীলা নট সুরকো পহুঁ
তুসরা ন কোই রে লীলানট সুরকো পহুঁ॥
তুসরা ন কোই মেরে তো গিরিধর গোপাল,
তুসরা ন কোই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(দুসরা ন কোই মেরে দুসরা ন কোই)
"মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরা ন কোই।"
"যাঁকে শিরপর মোর মুকুট মেরে পতি সোই।"
মেরো পতি সোই।
নঁদকী নন্দন প্যারো—মেরো পতি সোই।
পরানের পরাণ হ'লে
এ ভাষা প্রকাশ পায়,
বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা।
এযে যুগল উজ্জ্বল রসে রসা,
বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা,
এ ভাষার ব্রজললনার বুকে বাসা।
এ ভাষা, কুল ললনার বুকে বসে
--রসনা দ্বারে বাইরে আসে
কখনও কখনও আপন মণ্ডলী মাঝে
রসনা দ্বারে বাইরে আসে
কেউ জানতে পেত না।
বিশেষ-বিলাস রহস্য-মঞ্জরী গণের বুকে ছিল
প্রাণ রাধা রাধারমণের বিশেষ বিলাস রহস্য
মঞ্জরীগণের বুকে ছিল
আশা তো ছিল না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



একথা তো বাইরে আসার, আশা তো ছিল না,
কেমন করে বাইরে এল ?
এত গোপনে যদি বুকেছিল কেমন করে বাইরে এল ?
চির অনির্পিত অর্পণ লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই,
গরজেতে বাইরে এল,
গরজ বালাই হয়ে দাড়াল ।
এযে, ব্রজগোপী বোবার বুকে ছিল,
এ ভাষা মীরা কোথায় পেল ?
এ ভাষা তো মিলেনা ।
মঞ্জরী আনুগত্য বিনা—এ ভাষা তো মিলে না ॥
বুঝি, আনুগত্য হ'য়েছে
নৈলে,এভাষা কোথায় পেয়েছে, বুঝি, আনুগত্য হ'য়েছে
বুঝি সম্বন্ধ ঘটেছে
সেই বোবাদের সঙ্গে বুঝি সম্বন্ধ ঘটেছে
বুঝি তাদের সঙ্গ হ'য়েছে ।
বিলাস মঞ্জরী জীবে মীরার আনুগত্য হয়েছে
মধুর বৃন্দাবনে মীরার,—আনুগত্য হ'য়েছে
তাই মীরা এ ভাষা পেয়েছে ।
যুগল-উজ্জ্বল-রসে রসা-মীরা শুধু পায় নাই ভাষা
মীরা পেয়েছে লালসা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পরিণতি স্বরূপ ভোগের—মীরা পেয়েছে লালসা
পরাণ গৌরাঙ্গ ভোগের—মীরা পেয়েছে লালসা
শ্রীরূপ জীবের কৃপায়—মীরা পেয়েছে লালসা
ব্যাকুল হয়ে মীরা বলে
একবার দেখা দাও।

তোমার, পরিণতি স্বরূপে একবার দেখা দাও
তোমার পরিণতি মূরতি
নিত্য সংকীর্ত্তন রাসে স্থিতি তোমার, পরিণতি মূরতি
রাধা সঙ্গে বিজড়িত তোমার, আশ মিটান মূরতিতে
একবার দেখা দাও।

ভাবাবেশে বলে মীরা দেখা দাও প্রাণ গিরিধারী
হয়ে রাই সঙ্গে জড়াজড়ি—দেখা দাও প্রাণ গিরিধারী
আর ভালো লাগে না ছাড়াছাড়ি
নিরন্তর জড়াজড়ি
দেখব, গৌরাঙ্গ মাধুরী নিরন্তর জড়াজড়ি
শুনেছি সে রূপের কথা।

শ্রীজীব গোস্বামীর মুখে শুনেছি সে রূপের কথা
শুনে অবধি লোভ আছে
তোমার গৌর স্বরূপে লীলার কথা শুনে অবধি লোভ আছে
একবার দেখব বলে—শুনে অবধি লোভ আছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



একবার দেখা দাও।

জড়াজড়িতে ছাড়াছাড়ি দেখব অপরূপ মাধুরী
সর্ব্ব চিত্তৈক চোর—একবার দেখা দাও।
মহাভাবের আধার সৌন্দর্যের সার মাধুর্যের পার
একবার দেখা দাও।

দেখা দাও প্রাণ, গিরিধারী গৌর আমার
দেখা দাও প্রাণ গোরা শশী
এ মীরা তোমার চিরদাসী দেখা দাও প্রাণ গোরা শশী
মধুর নদীয়ায় ভাবাবেশে দেখে মীরা
ধাম এসে প্রকট হ'ল।
মীরার ভোগ লালসার সঙ্গে ধাম এসে প্রকট হ'ল।
বিহরিছে প্রাণ গোরা রায়।

মীরা দেখে নদীয়ায় বিহরিছে প্রাণ গোরা রায়
দেখে মীরা নয়ন ভরি—বিহরে গোরা রাসবিহারী
প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা
ভাগ্যবতী মীরার প্রীতিতে প্রাণভরে বল ভাই তোরা
মীরার চিত চোরা গোরা প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা
মীরার চিত চোরা গোরা
শ্যাম নবঘন রাই বিজুড়ী মোড়া
মীরার চিত চোরা গোরা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সংকীর্ত্তন রাসরঙ্গে ভোরা মীরার চিত চোরা গোরা
মীরার চিত চোরা গোরা প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা
মীরার গোরা অনুরাগে জয় গৌরহরি বোল।
গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল
নিতাই গৌরহরি বোল।

---

# "দেবী মীরাবাঈ" এর গুরু পরম্পরা (প্রণালী)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ
পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু
তাহার শিষ্য
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী
তাহার শিষ্য
শ্রীমৎ নারায়ণ ভট্টজি গোস্বামী
তাহার শিষ্য

↓ শ্রীমৎ মথুরা দাসজী ↓ শ্রীমৎ নারায়ণ দাসজী

তাহার শিষ্য
↓
শ্রীল মীরাবাঈ

শ্রীশ্রীনারায়ণ ভট্ট চরিতামৃত ৪৫ পৃষ্ঠাতে

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** উক্ত শ্রীল নারায়ণ ভট্টজী গৌড়েশ্বর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সম্প্রদারাচার্য্য এবং শ্রীমদ্রূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামীর আনুগত্যে ব্রজের বিশেষ কয়েকটির উদ্ধার ও প্রচলন কর্ত্তা, যেমন বর্ষানের শ্রীজী (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) ও দাউজি (শ্রীবলরাম) প্রভৃতি বিগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্ষাণের সেবাইত গোস্বামীগণ শ্রীমন্নারায়ণ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ও বংশ পরম্পরা। গোস্বামী গ্রন্থের আনুগত্যে ব্রজভক্তি বিলাস, ব্রজোৎসব চন্দ্রিকাদি বহু গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন শ্রীভট্ট গোস্বামীজী।

ব্রজের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাসলীলার ও চৌরাশী ক্রোশ বন যাত্রার আদি প্রবর্ত্তক ও, যা বর্ত্তমানে নানা ভাবে সকল সম্প্রদায়ে চল্‌ছে। রাস প্রচলনের ইতিহাস ও আছে।

সেই সব আমার পরবর্ত্তী গ্রন্থ "হিন্দি সাহিত্যে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ," এবং "উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাঁবাঈ" গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণিত হবে।

গোবর্দ্ধন গোফানিবাসী শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশ্রী-নিবাসাচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে "ব্রজধাম" পরিক্রমা করিয়েছিলেন। তা শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিস্তার স্থান মাহাত্ম্য সহ বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উক্ত শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী স্বপ্নাদেশে শ্রীধাম একচক্রাতে আসিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ সেবা প্রকট করেন, লেখক দীন শ্রীভগবান দাসের উক্ত শ্রীএকচক্রাধামে কয়েক বৎসর সেবাইৎ পদে ব্রতী হইয়া সেবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ষড়ভুজ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# আশীর্ব্বাণী

★

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস সিদ্ধ কোটি মহাত্মা শ্রীল তিনকড়ি গোস্বামী মহোদয়ের শুভাশীর্ব্বাণী।

পরম স্নেহাস্পদ পণ্ডিত শ্রীমান ভগবান দাস বাবাজী ভক্তি প্রাণা সাধিকা শ্রীমতী মীরাবাঈ এর শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদের উপর স্বরচিত আলোচনার পাণ্ডুলিপি অদ্য আমাকে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

তাহার গবেষণা মূলক পাণ্ডিত্য পূর্ণ সরস ও সুললিত আলোচনা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।

ইষ্টদেব যুগল শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই, শ্রীমানের ভক্তি তত্ত্ব বিষয়ে এরূপ অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক এবং সে দীর্ঘ জীবি হইয়া বৈষ্ণব জগতের এতাদৃশ সেবাব্রতে ব্রতী থাকুক। ইতি—

শ্রীরাধাকুণ্ড ( নিয়ম সেবা ) আশীর্ব্বাদক

ইং ১১।১১।৮২ শ্রীতিনকড়ি গোস্বামী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ শ্রীল প্রাণ কিশোর গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিনোদ কিশোর গোস্বামী এম, এ, পুরাণ রত্ন, সাহিত্যতীর্থ, ভাগবতভগীরথ মহাশয়ের শুভাকাঙ্ক্ষা

জয় নিতাই, জয় গৌর।

বৈষ্ণব জগতের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ আমাদের অতি কাছের জন। তাঁর গবেষণার শ্রমশীলতার ফল স্বরূপে মীরার ভজন ও তৎকালের সমসাময়িক পদকর্ত্তা মহাজনদের দিব্য প্রেম অবদানের মহিমামৃত প্রকাশিত হইতেছেন।

ব্রজবুলী ও রাজস্থানীয় ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণে এই দিব্য উপাদান রসগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অসাধারণ মেধাশক্তি সংগ্রহের শুচিতা এবং সাত্ত্বিক ভাবনার পরিমণ্ডলে এই গ্রন্থ রচনায় পাণ্ডিত্য ও প্রশংসনীয় রসগ্রাহিতার অনবদ্য মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছে। রাজস্থান শৌর্য্য বীর্য্যের ভূমি হইলেও সেখানে ভক্তিপ্রেমের নির্ঝরিণী মীরাবাঈয়ের পূত জীবন সমগ্র রাজস্থানের ভাষা সাহিত্য ও জনচিত্তকে রসায়িত করিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখীর দিব্য পথে বিচরণের মহৎ গৌরব প্রদান করিয়াছে। ভারতের বিপুল জন গোষ্ঠীর মানস সংগঠনে রাজস্থানী ভাষার সুবিপুল অবদান চিরগুণ অধ্যাত্ম পিপাসা মিটাইবার সামর্থ্য ধারণ করে মীরার ভজনালী সেই ভজনাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা, সুমধুর মনোহর মাধুরী আস্বা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



দনে পরম প্রেমময় শ্রীল ভগবানদাস কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবতভূষণ মহোদয়ের রসগ্রাহিতার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে আমার পূজনীয় পিতৃদেব প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজও "সন্ধানীর সাধুসঙ্গ" গ্রন্থে সাধিকা মহাপ্রাণা গিরিধারী সমর্পিতা মীরাবাঈয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। একালে বৈষ্ণব ভাবনার নিরলস সেবামূর্তি বাবাজী মহারাজের আবিষ্কার নব নব তথ্য সংযোজনায় মীরাবাঈয়ের জীবনেতিহাসের অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত আমাদের মণীষার উদ্যানে এক রসসমৃদ্ধ নব প্রেমকল্পতরুর আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চশত বর্ষ স্মরণ মঙ্গল প্রারম্ভে এই গ্রন্থ সৌরভ সাম্য মাল্যরূপে শ্রীশ্রীগৌরহরির চরণ তলায় সমর্পিত হউক। বাবাজী মহারাজের সুদীর্ঘ ভক্তিময় জীবন উত্তরোত্তর আরও মধুর সম্পদ বৈষ্ণব জগতের সাধনার ভাণ্ডারে সংযোজিত করুক এই প্রার্থনা রহিল মদীয় কুলাধি-দেবতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ প্রান্তে।

নিত্যশুভার্থী—
বৈষ্ণবদাসানুদাস
**শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## বৈষ্ণবাচার্য্য ভজন প্রবীন শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত শ্রীল জয় নিতাই দাসজী মহারাজের আশীর্ব্বাদ—

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে ভারত বর্ষই পূণ্যভূমি। এই ভারত বর্ষের মধ্যে রাজস্থান ( রাজপূতানা ) শৌর্য্য বীর্য্য জগৎ প্রসিদ্ধ, বিশ্ববিখ্যাত সেই রাজ বংশে দেবী মীরাবাঈ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নীরস মরুভূমিতে জন্মিয়া শ্রীগিরিধারীর সরস ভজন গানে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁর ভক্তি সঙ্গীত মহিমাতে বিশ্ববাসীর নিজজন রূপে পরিগণিত হইয়া আছেন মীরাবাঈ।

সুদূর বাসিনী মীরা যে শ্রীগৌরভক্ত তা আমাদের অনেকের আজানা ছিল। কল্যাণীয় শ্রীমান্ ভগবানদাস বাবা জীবনের সংগৃহীত বঙ্গানুবাদিত মীরা পদাবলীর পাণ্ডুলিপি শুনিয়া আর্য্যান্বিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম ও কেবল ভব ঘুরেরর মত ঘুড়িয়া বেড়ায়। এখন দেখিতেছি তা নয়, আসল দিকে লক্ষ্য আছে, এ ছাড়া নানা তালের মধ্যে শ্রীমান একাকী দীর্ঘ দিন শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা চালাইয়া আসিতেছে। কয়েক খানা গ্রন্থ ও প্রকাশ করেছে। দেবী মীরার দুর্গম জন্মভূমিতে যাইয়া যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে তা সত্যই প্রশংসার বিষয়।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ( বড় গুরু ভাই এর শিষ্য ) এইরূপ মহৎ কার্য্য করিতেছে, ইহাতে আমরা পরমানান্দিত। অপার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

করুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর ( শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর ) শ্রীচরণে শ্রীমানের সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় কামনা ও আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিক্ষু দাসাভাস

**জয় নিতাই দাস**

শ্রীগৌরহরি র্জয়তি

## ডক্টর শ্রীযুত ফকীর মোহন দাস

এম. এ. পি. এইচ ডি.

**সাহিত্যাচার্য্য উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়**

বানী বিহার, ভুবনেশ্বর, ( উড়িষ্যা )

রসরাজ মহাভাব মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত ব্রজরসের সরস পরিস্ফুরণ কখন কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়—এই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যখন ভক্তিপ্রাণা মীরাবাঈ এর পদাবলী অনুশীলন করিতেছি—তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমার পরম সুহৃৎ পণ্ডিতবর শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ ভাগবত ভূষণ মহোদয়ের ব্যাখ্যা সম্বলিত কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌর ভগবানের অবতার রহস্য এবং তাঁর স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ক মীরাবাঈএর পদাবলীর পাণ্ডুলিপি গুলি অকস্মাৎ আমার হস্তগত হয় এবং আমি অত্যন্ত ভাবাপ্লুত হৃদয়ে তাহা পাঠ করি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বাবাজী মহাশয়ের অনুভব সংশ্রিত সুললিত ব্যাখ্যা আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

মীরাবাঈর পদাবলীর অগণিত পাঠক পাঠিকা যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভক্তমাত্র মনে করে প্রকৃত সত্যকে অপলাপ করিত, তাঁহারা যদি পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা গুলি একবারও পাঠ করেন, তবে নিজদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অন্ততঃ সচেতন হইতে পারিবেন বলে মনে করি।

আমি পরম পাবন শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীফকীর মোহন দাস

ইং ১২।৭।৮৩

★

VRINDABAN RESEARCH INSTITUTE
Loi Bazar Vrindaban—2881121 (U. P.) INDIA
( Affitiated to Agra University )

Dated—29-9-1983

শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ

কৃষ্ণ প্রেমময়ী বিরহিনী মীরা রচিত ভক্ত গাঁথা।
রসিক ভক্তজনের হৃদয়ে রয়েছে সদা ঢাকা॥
ব্রজভাষা আর রাজস্থানী ভাষায় রচিত বাণী।
ভাগবত ভূষণ শ্রীভগবান দাসজী আনিলেন অমৃত ছানি॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বঙ্গভাষায় গূঢ়ার্থ ও টীকা মহাপ্রভুর দান।
বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালীর তরে, মধুময় অবদান॥
পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ আস্বাদনে ধন্য আজি আমি।
মীরাদেবী তাঁর হৃদয়ে বসিয়া লেখান রহস্য বাণী॥
"শ্রীপ্রার্থনা"র মত ঘরে ঘরে ইহা হউক সমাদৃত।
বাণী নয় ইহা প্রেমের মন্ত্র, সাহিত্যে রহিবে ধৃত॥

ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

গোপালচন্দ্র ঘোষ

গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ।

★

**শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস ভজন প্রবীন স্নিগ্ধ, প্রভুপাদ শ্রীমৎ ধীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী ভাগবত রত্ন মহোদয়ের শুভাকাঙ্ক্ষা।**

ভারতীয় সাধিকা মণ্ডলীর কথা স্মরণ করিতে গেলে যাঁহার নাম সর্ব্ব প্রথমে প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় তিনি আমাদের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া "মীরাবাঈ" আসমুদ্র হিমাচল তাঁর সঙ্গীত কুজনে বিমোহিত শ্রীশ্রীগিরিধারীজীর প্রিয়তমা ভাবনায় সিদ্ধা এই মহীয়সী নারীর গীতি আত্মনিবেদনে বৈষ্ণব সাধনার উজ্জ্বল ধারা অনুস্যূত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে "অনর্পিতচরী" প্রেমধারায় কলি-জীবকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই প্রেম যমুনার উচ্ছল মীরার গানে গানে প্রতিধ্বনিত বলিয়া মনে হয়।

আমাদের একান্ত সুহৃদ শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ এই গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধারার সঙ্গে মীরার ভজন গীতির ঐক্য আনুগত্য সম্মেলন এবং আস্থাপত্য ভাবনার সূত্র প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ইতি পূর্ব্বে আর কেহ এই কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, আমার কুলদেবতা প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা বাবাজী মহা-রাজের উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি। শ্রীগ্রন্থ সকলের প্রাণের সম্পদ হোক, জয় নিতাই। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস

**প্রভুপাদ শ্রীমৎ ধীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী**

**বর্ষাণা ভানুখোর জল মহলে একান্তে দীর্ঘ দিন ভজন নিরত শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংশ দার্শনিক অথচ সরস ভক্তি শাস্ত্র ব্যখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীমৎ মদন মোহন গোস্বামী মহোদয়ের মন্তব্য।**

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ বিজয়েতাম্।

প্রজ্ঞা প্রাসাদ মারুহ্য অশোচ্যঃ ! শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত বর্ষ পূর্ত্তি আরাধনা উৎসবে সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবার পরম্পরায় শ্রীমৎ ভগবান্ দাসজী রচিত "শ্রীনীরাবাঙ্গ' শ্রীভক্তি গ্রন্থটী সঙ্কলন সূচী সহজ বোধ্য ভাষা, উট্টাঙ্কন হিন্দি সাহিত্য ও ভাষা অনুবাদ ভক্ত, সাধক এবং ছাত্র গোষ্ঠীর আনন্দ বর্দ্ধক হইয়াছে। আমিও সমগ্র পাঠ এবং অনুবাদ দেখিয়াছি। সাধক কখনও বৈদগ্ধ খ্যাতি লোভার্থে উত্তম প্রকাশ করেন না, ইহা পরমার্থ বোধক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রী গৌর নিত্যানন্দের শ্রীচরণ কমলে ইহার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য এবং এই জাতীয় গ্রন্থের ক্রম প্রকাশ প্রার্থনা জানাই। পরিপ্রশ্ন ক্ষ গ্রন্থ সংসমাজে ভজন আনন্দ বিস্তার করুক।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দাসানুদাস
**শ্রীমদনমোহন গোস্বামী**

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# শোক প্রকাশ

প্রথম—

যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণায় মাদৃশজনের স্বপ্নের অগোচর এই দুরুহ কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী, সিদ্ধকোটি মহাত্মা তিনকড়ি গোস্বামি প্রভু, ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস সীতানাথ গোস্বামি প্রভু এবং গোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ড নিবাসী আদর্শ ত্যাগী বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্যামসুন্দর দাসজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীহস্তে শ্রীগ্রন্থ প্রত্যক্ষ সমর্পণ করিতে না পারার বেদনা আজীবন বহন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ঃ

একাধিক বদান্য প্রীতি ভক্তিমান মহোদয়ের নিকটে মুদ্রণার্থ সাহার্য্য প্রার্থনাতে হতাশ হওয়াতে মহোল্লাসময় শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চশত বর্ষ পূর্ত্তির আরাধনা মহা-পর্ব্বে উপকরণ-রূপে-ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতে না পারায় মর্মাহত।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# ❀ চিত্র সূচী ❀


১। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাতে ( মলাটের উপর ) ত্রিরঙ্গা দেবী মীরাবাঈ

২। ষড়ভুজ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

৩। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী ঝুলনে ( জয়পুর )
( শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি সেবিত )

৪। শ্রীমীরার শ্রীশ্রীগিরিধারীনাগর ( ত্রিরঙ্গা )

৫। ভক্তশিরোমণি দেবী মীরাবাঈএর মূর্ত্তি

৬। শ্রীমীরা হস্তে শ্রীশালগ্রামরূপে কালসর্প

৭। শ্রীশ্রীগিরিধর আগে নৃত্য পরায়ণা মীরাবাঈ

৮। মীরা জন্মভূমির মন্দির

৯। মীরা স্মৃতির মন্দির ( চিতোরগড় )

১০। রণছোড়জী দ্বারকা ধাম

১১। শ্রীনাথজী ( গোবর্দ্ধনধারী গোপাল )

১২। দীনহীন গ্রন্থকারের

১৩। যুগল বিগ্রহ

১৪। ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

১৫। মীরার বাসগৃহ জন্মভূমিতে

১৬। মেড়তা সিটিতে মীরার ভজন কুঠির

১৭। মীরার জন্ম রাজপ্রাসাদের সদর গেট

১৮। মীরাবাঈ নামীয় মন্দির আমের, ( জয়পুর )

১৯। সাধু সঙ্গে ভজন বিভোরা মীরাবাঈ।


★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# ❀ বিষয় সূচী ❀

★

## অকার ও ককারাদি ক্রমে ভজনের প্রথম চরণ।


অ — পৃষ্ঠা

১। অব তো হরিনামলৌ লাগী— ১

আ

২। আলীরী মহানে লাগে বৃন্দাবন— ২০

৩। আলীরে মোরে নৈনা— ৪৭

৪। আঁখিয়া হরি দরশন প্যাসী— ১০৫

ই

৫। ইয়া ব্রজমে দেখোরী— ৭০

এ্যা

৬। এ্যা মোহন কে— ৯৯

ক

৭। কাহ্না রসিয়া বৃন্দাবন বাসী— ৯৩

৮। কোই কহিও রে প্রভু আব— ১০১

৯। কোই কুহভী কহে মন লাগা— ১২২

গ

১০। গোবিন্দ কবহু" মিলে পিয়া মেরা— ৪৬


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri




| ঘ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১১। ঘড়ী এক নেহি আবড়ে— | ১২৪ |
| **চ** | |
| ১২। চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর— | ২৩ |
| ১২। (ক) জাগো বংশীবারে— | ৫৫ |
| **ত** | |
| ১৩। তেরে করণন্‌কী বলিহারী— | ৯৬ |
| **দ** | |
| ১৪। দরশ বিন দুখনা লগে নৈনা— | ১১৪ |
| **ন** | |
| ১৫। নাহি এইসো জনম বারবার— | ৭৫ |
| ১৬। নংদ নংদন বিল ভাই— | ৮২ |
| ১৭। নাতো নামকো জী মহাঁসু— | ১২৯ |
| **প** | |
| ১৮। পপইয়া রে পিয়কী বাণী— | ৪২ |
| ১৯। পগ ঘুঘুরু বাঁধ মীরা নাচীরে— | ৬৫ |
| ২০। পায়োরী মেহ তো রাম রতন— | ৩৭ |
| ২১। পিয়া বিনির হ্যো রহা ন জায়— | ১১৫ |
| ২২। প্যারে দরশন দীজো আয়— | ৫৩ |
| **ফ** | |
| ১৩। ফাগুণকে দিন দো চার রে— | ৯১ |


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri




| ব | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ২৪। বসো মোরে নয়নমে নন্দলাল— | ৪১–৪২ |
| ২৫। বরসৈ বদরিয়া সাবনকী— | ৪৪ |
| ২৬। বাদল দেখ ডরীহো শ্যাম— | ৪৪ |
| ২৭। বালা ম্যায় বৈরাগণ হুঁগী— | ১০৮ |
| **ভ** | |
| ২৮। ভজ মন চরণ কমল অবিনাশী— | ৭৯ |
| ২৯। ভজলে রে মন গোপাল গুণা— | ১৩২ |
| **ম** | |
| ২৯। মাই রী ম্যায় তো গোবিন্দ— | ২৪ |
| ৩০। মা ম্যায় তো গোবিন্দ সো— | ২৭ |
| ৩১। মাই মহানে সপনেমে— | ৭২ |
| ৩২। মুরলিয়া বাজৈ যমুনা— | ৯৪ |
| ৩৩। মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী— | ৫০ |
| ৩৪। মীরা মগন ভই হরিকে— | ৩৯ |
| ৩৫। মেরে তো গিরিধর গোপাল— | ১৭ |
| ৩৬। মোহি লাগী লগন গুরুচরণনকী— | ২৯ |
| ৩৭। ম্যায় (তো) গিরিধরকে ঘর— | ৫৭ |
| ৩৮। ম্যায় গোবিন্দকে গুণ গানা— | ৬৮ |
| ৩৯। মেরে নৈনাঁ নিপট বংকট— | ১১৮ |


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পৃষ্ঠা

র

৪০  রাণাজী ম্যায় স াঁ'রে— ১১২

৪১। হরিনাম (রামনাম) রস— ১২০

শ

৪২। শ্যামনাম রস -- ৬৭

স

৪৩। সখী রীলাজ বৈরণ— ১১৭

য৪। সাধন করণ চাহিয়ে— ১৫

হ

৪৫। হমরে হপনাম বাঁকেবিহারী— ৬১

৪৬। হারী তুম হরো জনকী ভীড়— ২২

৪৭। হরি বিন না সবৈরীমাই— ৩১

৪৮। হরি মেরে জীবন প্রাণ — ১০৩

৪৯। হেরী ম্যায় তো প্রেম— ৭৪

৫০। হোরী মেলত হ্যায় গিরিধারী— ৩৫

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# মৎকর্তৃক সংগৃহীত সহায়িকা
## গ্রন্থ ও রচনা পঞ্জী

১। আদি ভক্তমাল (হিন্দী) শ্রীস্বামী নাভাজী লক্ষ্ণৌ সংস্করণ

২। " " টীকা শ্রীপ্রিয়াদাসজী

৩। শ্রীগুরু কৃপার দান(বাংলা)শ্রীপাদ রামদাসবাবাজী মহারাজ

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (বাংলা) শ্রীপাদ হরিদাসজী মহারাজ নবদ্বীপ

৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ( লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধারক )

৬-৭। ভক্তনারী, ভজন সংগ্রহ (হিন্দি) গোরখপুর গীতা প্রেস

৮। মতবালী মীরা (হিন্দি) শ্রীমৎ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী প্রয়াগ

৯। মীরাবাঈ (হিন্দি) মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য কাশীধাম

১০। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যজীকী (হিন্দি) শ্রীসরসমাধুরীজী জয়পুর

১১। শ্রীশ্রীচৈতন্য পদাবলী (হিন্দি) বিশ্বেশ্বর দাস জয়পুর

১২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পদাবলী(হিন্দি)শ্রীযুত দীনবন্ধুদাসজী নাসিক

১৩। মীরাবাঈজীকে ভজন (হিন্দি) " মথুরা

১৪। হিন্দি সাহিত্যে অদ্বিতীয় মীরা " দিল্লী

১৫। সাহিত্যরত্ন সহায়ক (হিন্দি) প্রয়াগ বিশ্ব বিদ্যালয় প্রয়াগ

১৬। আধুনিক কবি মহাদেবী (হিন্দি) " " প্রগাগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



১৭। সন্তোকী বাণী হিন্দি, শ্রীবৃন্দাবন ধাম
১৮। ভজন সাগর হিন্দি, কলিকাতা
১৯। মীরাজীকে ভজন হিন্দি, কলিকাতা
২০। কাব্য সংকলন হিন্দি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ব বিদ্যালয় লক্ষ্ণৌ
২১। ব্রজাচার্য শ্রীনারায়ণ ভট্ট হিন্দি শ্রীপ্রভুদয়াল মিতল মথুরা
২২। মথুরা ইংরাজী ম্যার সাহেব
২৩। ব্রজাচার্য্য পত্রিকা হিন্দি শ্রীপাদ বাবা
২৪। ব্রজ একাডমী বাংলা
২৫। সন্ধানীর সাধুসঙ্গ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী কলিকাতা
২৬। ভক্ত চরিত্র বাংলা
২৭। স্বরলিপি হিন্দি শ্রীমৎ দিলীপ কুমার রায় পুণা
২৮। সন্ধ্যামণি বাংলা কবিশেখর কালিদাস রায় কলিকাতা
২৯। সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম হিন্দি
৩০। বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা
৩১। মীরা ভজন মালা হিন্দি গঙ্গা বুক ডিপো মথুরা
৩২। মীরার ভজন স্বরলিপি বাংলা সুধাময় গোস্বামী নবদ্বীপ
৩৩। নারায়ণ-ভট্ট চরিতামৃত হিন্দি
৩৪। রাসলীলানুকরণ ও শ্রীমন্নারায়ণ ভট্ট উ. প্র. ব্রজধাম

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# মীরাবাঈ সম্বন্ধী গ্রন্থ ও লেখক তালিকা

## কাশী ধামস্থ "মীরা বাণী প্রচার মন্দিরের" হিন্দি "মীরাবাঈ হইতে"

১। ভক্তমাল শ্রীশ্রী হিন্দি
২। মীরা শ্রীশ্রীমহাবীর সিংহ মহলোত হিন্দি
৩। মীরা মাধুরী শ্রীব্রজরত্নদাস হিন্দি
৪। মীরাবাঈকে ভজন হিন্দি প্রচারক পুস্তকালয় হিন্দি
৫। মীরা মন্দাকিনি শ্রীনরোত্তম দাস স্বামী হিন্দি
৬। ভক্ত মীরা ব্যথিত হৃদয় হিন্দি
৭। মীরাবাঈকী জীবনী ঔর প্রীতি সীতাশরণ ভগবানদাস হিন্দি
৮। " " " " উর্দ্দু
৯। মীরা শ্যামপতি পাণ্ডেয় হিন্দি
১০। ভজন মীরাবাঈ লালা শ্রীপ্রসাদ মাহেশ্বরী হিন্দি
১১। ভজন মীরাবাঈ গুরাদিত্য খান্না হিন্দি
১২। মীরা পদাবলী বিষ্ণু কুমারী শ্রীবাস্তব হিন্দি
১৩। মীরাবাঈকা কাব্য মুরলীধর শ্রীবাস্তব হিন্দি
১৪। মীরাবাঈ কে ভজন মনোহরলাল মিশ্র হিন্দি
১৫। মীরাবাঈ কে ভজন বি. এম. হিন্দি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



১৬। মীরাবাঈ কে ভজন গোরখপুর হিন্দি

১৭। মীরাবাঈ কী পদাবলী পরশুরাম চতুর্বেদী হিন্দি

১৮। মীরাবাঈ ডাঃ কিশোরীলাল হিন্দি

১৯। মীরা এক অধ্যয়ণ পদ্মাবতী শরণম্ হিন্দি

২০। ব্রজচন্দ্র চকোরী শ্রীকৃষ্ণ প্রভাকর ও বাঁকেবিহারী হিন্দি

২১। মাড়নার রাজ্যকা ভূগোল জগদীশ সিংহ গহলোত হিন্দি

২২। সুরদাস এক বিশ্লেষণ " " হিন্দি

২৩। ভক্ত নরসী মেহতা " " হিন্দি

২৪। শ্রীগুরু পরম্পরা প্রভাব শ্রী নিবাসাচার্য্য হিন্দি

২৫। পুষ্টি মার্গ শ্রীমাধব হিন্দি

২৬। মীরা সুধাসিন্ধু স্বামী আনন্দ স্বরূপ হিন্দি

২৭। মীরা শ্রীধর নাথ শর্মা এম. এ. হিন্দি

২৮। মীরাবাঈকে ভজন প্রকাশক হিন্দি পুস্তকালয় হিন্দি

২৯। মীরাবাঈ স্বামী রাম দেবানন্দ বাংলা

২০। মীরা জীবনী ও ভজনাবলী জগদীশ্বরানন্দ বাংলা

৩১। মীরাবাঈ প্রীতিকণা দত্ত জায়া বাংলা

৩২। রাজস্থান বিজয়রত্ন মজুমদার বাংলা

৩৩। রাজস্থান যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা

৩৪। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনধারা ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা

৩৫। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা

চারু বন্দোপাধ্যায় বাংলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



৩৬। শ্রুতাঞ্জলি দিলীপ কুমার রায় বাংলা

৩৭। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলা

৩৮। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলা

৩৯। আর্য্য মহিলা উপেন্দ্র কুমার ঘোষ বাংলা

৪০। মীরাবাঈ বিজন ঘোষ দস্তিদার বাংলা

৪১। মীরা ব্রজনন্দন সিংহ বাংলা

৪২। শ্রীচৈতন্য উপদেশ রত্নমালা ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ বাংলা

৪৩। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা

৪৪। দি ষ্টোরী মীরাবাঈ বাকেবিহারী ইংরাজী

৪৫। ” কর্ণলি ইংরাজী

৪৬। মীরাবাঈ অনাথ বসু ইংরাজী

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# ❀ দেবী মীরাবাঈ মহিমা ❀

## শ্রীমৎ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য মহোদয়
## হিন্দি মীরাবাঈ হইতে।

★

### ১। নাভাজী

ভক্তি নিশান বজাইকে কাহু ঁতে নাহী লজী।
লোক লাজ কুল শৃঙ্খলা তজি মীরা গিরধর ভজী॥

### ২। প্রসিদ্ধ প্রাচীন কথা

ছুয়ো ধনে স্থু দাতু বধতো, দাতু স্থু করমা তুরস।
করমা সীরে কবীর নামদে, সাবাঁ সু ঁ মীরা সরস॥

### ৩। পণ্ডিত শোভালাল শাস্ত্রী দশোরা

কো মীরা সম পরম দয়াল।
শ্রীহরি ভক্তি সুলভ জিহি কীহ্নী ঘর ঘর এ্যা কলিকাল।
লখি পড়ি শুনি সুচরিত মীরাকে তরেউ হজারন পাপী।
অমল প্রেমকী ধ্বজা বিশ্বমহঁ অবিচল মীরা থাপী॥

### ৪। শ্রীব্যাসজী

মীরাবাঈ বিনু কো ভক্তনি পিতা জানি ভরলাবৈ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## ৫। ধ্রুবদাসজী

লাজ ছাড়ি গিরিধর ভজী করী ন কছু কুল কানি।
সোই মীরা জগ বিদিত প্রকট ভক্তি কী খনি॥

## ৬। সন্ত তুকারামজী

জীবকে জীবন, একাজনার্দ্দন পাঠক কাহ্নু, মীরাবাঈ।

## ৭। রাঘবদাস দাদুপন্থী

লোক বেদ কুল জগত সুধ সূচি মীরা শ্রীহরি ভজে।

## ৮। পুরোহিত হরিনারায়ণ

গোপীন কীসী প্রীতি রীতি কলিকাল দিখাই।

## ৯। নাগরজী দাসজী

গিরিধর ধনী কভুবো গিরিধর মাত পিত সুত ভাই।
যে এঁ্যা হরৈ ক্কে হ্যাংহাং রৈহো রাণাজী এ্যায়ৌ কহে মীরাবাঈ॥

## ১০।

বিষকা প্যালা ঘোরীকে, রাণা ভেজ্যো ছান।
মীরা আয়ো রাম কহি হো গয়ো সুধা সমান॥

## ১১। জনলক্ষণজী

নীর ক্ষীর জ্যো মিল গ্যা সজনী পরমানন্দকী ওড়।
"জন লক্ষণ" সাংচী জু জগতমে ধনি মীরা বাঠোর॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## ১২। শ্রীনান্দ দাসজী

জননী মীরা কৃষ্ণ ভক্তকী ব্যাহী নাড় চিত্তৌড়।

## ১৩। শ্যাম সহারী সুধলে জাবো

নন্দরাম ব্রাহ্মণ কা লড়কা বাবা মাস কথ জাই।

## ১৪। মীরাকে ইবগুণ গাবো।

## ১৫। প্রাণধনজী

রাণো জী জেরে দিয়ো সু ম্যায় জানী।
কুংচল লের আগন মে ডারো নোক সো বারে বাণী।
রাণাজী বিষকা প্যালী মেলো ঝোলী মীরা রাণী॥

## ১৬। সুন্দরদাস কায়স্থ

শ্রীমীরাকো করৌ প্রণাম হরিকে ভক্তন্‌মে মরনাম।
তিনকো প্রেম বরাণি নহি জায়, সাগর তামে জাত সমায়॥

## ১৭। ভক্ত নরসী মেহতা

মীরাবাঈ না বিষ অমৃত কীধা বিতুরণি আরোগ্যা ভাজীবে॥

## ১৮। পাঞ্জাবকেসরী লালা লাজপত রায়

এ্যা তো রাজপুতানামে আনিত বীর বীরাঙ্গনাত্র ঔর। ধর্ম্ম পরায়না গুণবতী রাজ মহিলী এ হো গই হ্যায়, পরন্তু চিত্তৌরকী রাণী পদ্মিনী জৈসে বীরবালা ঔর মীরাবাঈকে সমান ধর্ম্মপরায়ণা ( ভক্তিমতী ) তুসরী কোই ভী নহি হুই হ্যায়॥

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## সংগৃহীত মীরার ভজন পদাবলীতে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদসংখ্যা—১, ৭ ও ৩৩

যুগল ও শ্রীশ্রীরাধানুগত্য সূচক পদসংখ্যা

৪, ৭, ১২, ২৩, ৩২ এবং ৩৪।

এবং

## মথুরা গঙ্গা বুকডিপোর প্রকাশিত "মীরার ভজনমালা"

★

১। শ্রীশ্রীরাধাসহ বিহার বর্ণনা পৃষ্ঠা ৫৯

২। যুগল নাম পৃষ্ঠা ৬২ পদ সংখ্যা—১০০

৩। যুগল ভোজন বিলাস বর্ণনা পৃষ্ঠা ৭১ পদসংখ্যা ১১৪

৪। শ্রীরাধানাম পৃষ্ঠা ১০২ পদসংখ্যা ১৫৮

৫। শ্রীরাধানাম পৃষ্ঠা—১০৪ ও ১০৬ পদসংখ্যা—১৬০, ১৬৪

৬। গোপী আনুগত্য পৃষ্ঠা—১১৪ পদসংখ্যা ১৭৪

৭। শ্রীরাধা ও গোপীসহ হোলী পৃষ্ঠা—১২০ পদসংখ্যা ১৮৪

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ক পৃষ্ঠা—১/৩ পদসংখ্যা—১৮৭

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন ঃ—

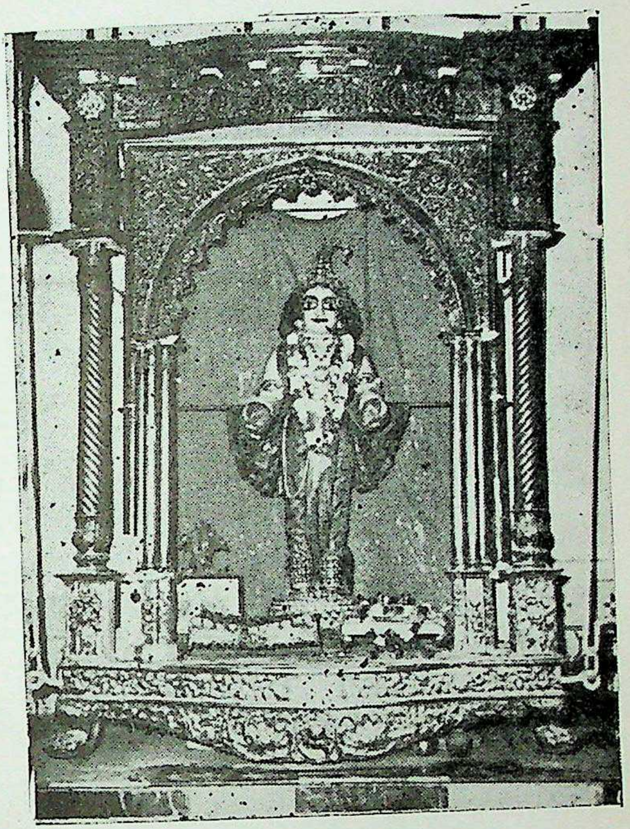

ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
( শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত )

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

* শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গিরিধারী শরণম্ *

# সচিত্র-মীরার ভজন

## শ্রীল দেবী মীরাবাঈ-এর ভজন সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদের গৌরচন্দ্রিকা

★

অব তো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো ইহ মাখন চোরা নাম ধর্য়ো বৈরাগী॥
কিত ছোড়ি ইহ মোহন মুরলী-কিত ছোড়ি সব গোপী।
মুড় মুড়াই ডোরী কটি বাঁধি মাথে মোহন টোপী॥
মাত-যশোমতি মাখন কারণ-বাঁধে জাকো দাম।
শ্যাম কিশোর ভয়ে নব গৌরা চৈতন্য জাকো নাম॥
পীতাম্বর কো-ভার-দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ।
গৌরকৃষ্ণ কী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ॥ ১॥

---

সংক্ষেপার্থ ঃ এই কলিকালে স্বয়ং শ্রীহরি-হরিনামরস-মাধুরী নিজে আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসীকে প্রদান করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যিনি জগতে ননীচোর নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই বৈরাগী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পরিচিত। ইনি তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন মোহন মুরলী ও প্রিয়তমা গোপীগণকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন? মনোহর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করিয়া মস্তকে মনোহর টুপী ধারণ করিয়াছেন। মা যশোদারাণী বাৎসল্যপ্রেমমিশ্রিত রজ্জু দিয়া যাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন। সেই নবঘন শ্যামসুন্দরই নবগৌরাঙ্গ-রূপে আসিয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার পীতাম্বর বসনকে জানাইবার জন্যই অনুরাগরঞ্জিত রঙ্গীন গেরুয়া বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। সেই গৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণের দাসী মীরার মুখে সর্ব্বদা নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী নাগর বাস করিতেছেন।

এই পদখানিতে রাজস্থান চিতোরেশ্বরী মহারাণীদেবী শ্রীল মীরাবাঈ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ বর্ণনা করে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের যুগাবতারের কথা এবং গৌরাঙ্গ স্বরূপের বৈশিষ্টের বিষয় বলেছেন।

**আস্বাদন কণা :** অব তো এই বিশেষ কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি নিজ নামামৃত আপনি আস্বাদন করে কলিহত জীবগণকে প্রদান করতে এসেছেন। কেননা, কলিহত পাপ তাপাচ্ছন্ন অজিতেন্দ্রিয় অন্নগত প্রাণ চঞ্চলচিত্ত জীবের পরম কল্যাণের এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।

## শ্রীল মীরা পদাবলীর অনুবাদ—

তাই কলি জীবের জন্য অতি সহজ সাধ্য শ্রীহরিনাম যজ্ঞের বিধান করলেন। শুধু বিধান নয়, "আপনি আচরি ধর্ম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

জীবেরে শিখায়"। স্বয়ং শ্রীহরি ( রাধাকৃষ্ণ একীভূত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ) হরিনাম কীর্ত্তন করে জীব জগৎকে উপদেশ শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। "কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ, নামৈব পরমাগতিঃ,"

"হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার।
নাম বিনা কলিযুগে, গতি নাহি আর॥"

শ্রীভগবান্ যুগে যুগে যুগধর্ম প্রবর্ত্তন করতে কখনও অংশ কখনও কলারূপে আসেন প্রয়োজন মত। আবার এমন বিশেষ কোন কারণে স্বয়ং শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হলেন, সেটি আবার যুগাবতারের সময় হলেও পৃথক্ যুগাবতার হয় না। অবতারীর অন্তর্গত তখন যুগাবতার। যুগাবতার প্রধানতঃ ৩টি কাজ করেন, (১) দুষ্টের দমন, (২) শিষ্টের পালন এবং (৩) যুগধর্ম প্রবর্ত্তন।

যথা— পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
শ্রীগীতা উপনিষদ্

স্বয়ং ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
স্বয়ং ভগবানের নহে ভূভার হরণ।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহার॥ চৈঃ চঃ

অবতার লীলা বীজ তিনি। স্বয়ং ও অংশ কলার পরিচয় শাস্ত্রে এইরূপ পাওয়া যায়। যেমন যুগাবতারগণকে সময়ের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অপেক্ষা করতে হয়, শক্তি প্রকাশের। অর্থাৎ যথাসময়ে অসুর-মারণ ও যুগধর্মাদি স্থাপন কর্ম করেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবানের স্বতন্ত্রতাতে কালাদির কোন অপেক্ষাই নাই। ঋষিদের ন্যায় মীরা বলেছেন,—

অব তো.........। এবার বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে স্বয়ং রূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই এ কলিযুগে পৃথক্ যুগাবতারের প্রয়োজন নাই। স্বয়ং ভগবান্ ও যুগধর্ম প্রবর্তক (সাধারণ) ভগবানের পার্থক্য এই যে সাধারণ যুগধর্ম প্রবর্তক ভগবান্ জগতে সময়ে অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়ে বেশ কিছুদিন পরে যথাসময়ে যুগধর্ম স্থাপন ও প্রচার করেন। চারিটি যুগধর্ম এইরূপে শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ"॥

যুগাবতারগণ দুষ্টদমন করে (১) সত্যযুগে ধ্যান, (২) ত্রেতাতে যজ্ঞ, (৩) দ্বাপরে পরিচর্য্যা (পূজার্চ্চনা) (৪) কলিতে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যুগ স্থাপন ও প্রচার করেন। আর স্বয়ং ভগবানের মুখ্য প্রয়োজন অসমোর্দ্ধ প্রেমরসাস্বাদন ও আনুষঙ্গিক গৌণ প্রয়োজন শ্রীনাম প্রেম বিতরণ। রাগমার্গীয় ব্রজপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নিজে আস্বাদন করে জগৎবাসীকে প্রদান, নিজের অপূর্ণ ৩টি বাসনা পূরণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে না হৈল পূরণ,
কি করিব না পাইয়া ওর॥
রাই কান্তি অঙ্গে ধরি, রাই প্রেম গুরু করি,
নদীয়ায় হোওল উদয়॥" চৈ০ চ০

অতএব এ কলিযুগে যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর স্বতন্ত্রতা আছে। যে হেতু তিনি মহাপ্রভু। মূল প্রভুর পরিচয় শাস্ত্রে এই প্রকার "অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্ব্বকারণ কারণম্", কর্ত্তুমন্য-থাকর্ত্তুং যঃ স প্রভুঃ" মহান্ চাসৌ প্রভুশ্চেতি মহাপ্রভুঃ। অবতার সার গোরা অবতার। তাই বলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সর্ব্ব সমর্থ হলেও এমন কিছুর আচরণ করেন না যাতে উৎশৃঙ্খলতার সুযোগ থাকবে। বরং আচরণে নিজেই আদর্শ রেখে তারস্বরে ঘোষণা রেখে যান।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাৎ কর্মচেদহম্।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অব তো হরিনাম লৌ লাগী, বর্তমান এই কলিযুগে ইদানীং পীততাং গতঃ। পরের মুলপদ—"শ্যাম কিশোর ভয়ে নব গৌরা চৈতন্য যাকে নাম।" শ্রীনন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সময়ে গর্গাচার্য্য বলেছিলেন—আপনার ছোট ছেলেটির অসংখ্য নাম। যুগে যুগে নানারূপে অবতীর্ণ হন। সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ তথা এই প্রকার কলিযুগে পীত অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হবেন। ইদানীং এখন দ্বাপরে হে নন্দমহারাজ তোমাদের গৃহে কৃষ্ণরূপে এসেছেন, তাই প্রধান কৃষ্ণ নাম।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ চৈ° চ°

আটাইশ বারের দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে সপরিকরে ভৌমবৃন্দাবনে নরলীলা করতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন। আমাদের ভাগ্যে এবার এই ব্রহ্মাণ্ডে।

যুগাবতার বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥

আনন্দময় স্বয়ং ভগবানের কার্য্য সর্ব্বদা কেবল আনন্দ লীলা রসাস্বাদন। তাই তাঁর হাঁসা কাঁদা, চলা বলা সবই সুন্দর, মধুর ও আনন্দের।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং,
নয়নং মধুরং হষিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরম্॥

যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার, ঠিক তারপর কলিযুগেই শ্রী-গৌরাঙ্গরূপে আসেন। চৈতন্য যাকে নাম, যাঁর শ্রীচৈতন্যাদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

অনন্ত নাম। শ্রীমীরাজীর অব শব্দের তাৎপর্য এ বিশেষ কলি-যুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আচণ্ডালে নাম প্রেম প্রদানে কৃতার্থ করেছেন।

কলিতে ছন্নরূপে অবতীর্ণ তাই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি যুগপৎ গুপ্ত ও ব্যক্ত। যাহা অনন্ত শাস্ত্রে পার্ষদ, সিদ্ধ ও সাধকের লিপিতে পরিপূর্ণ। শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি—কলৌ ছন্নঃ যদভব। দশমের "শুক্ল রক্তস্তথাপীতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে জানা গেছে। মধ্যে মধ্যে আরও যুক্তি প্রমাণাদি পাওয়া যাবে। যাহা হোক নির্বি-বাদ যে নামী স্বয়ং নিজ নাম আগে প্রকট করে গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ ছদ্মবেশীরূপে।

তাই গ্রহণের ছলে হরিনামে জগৎ পরিপূর্ণ করেই অব-তীর্ণ হয়ে নানা ছলে নাম করাতেন নদীয়া বাসীকে। তার পরে হরিনামের তরঙ্গে জগৎকে প্লাবিত করেছেন, ইহা আচার্য্যদের এবং মীরাবাঈ এরও অভিমত। তিনি শ্রীনাম প্রেমদাতার বিশেষ পরিচয় জানিয়েছেন—"সব জগকো ইহ মাখন চোরা নাম ধর্যো বৈরাগী।" অর্থাৎ সারা বিশ্বে যিনি মাখম চোর বলে বিখ্যাত, অর্থাৎ গোকুল বৃন্দাবনে শ্রীনন্দগৃহে তথা সকল গোয়া-লিনীগণ মাখম চুরি করায় যাঁর মাখম চোর নাম রাখেন ( ননী-চোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী )। তিনিই আজ পুরাপুরি বৈরাগী সন্ন্যাসী সেজে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেছেন। বড় মজার কথা যে, তিনি যখন যে কাজটি করেন, তার চূড়ান্ত করে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ছাড়েন। তাই সে "রসিকেন্দ্র চূড়ামণি তার মনে নাই, বিরহিণী পারা কাঁদে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে ছ'নয়নে ধারা"। কিন্তু সাধু হলেও পাকা চোর তো বটে, স্বভাব ছাড়তে পারে নাই। তবে এবারের চুরির রূপটা অন্য রকম। তা কাশীবাসী ষাট হাজার দণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর সর্ব্বস্ব অপহরণকারী চোর চূড়ামণি সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতাপের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন।—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জা প্রহসন সমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যো বা ভূবন্নহহ সহজ প্রাণ দেহার্থ ধর্ম্মা
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥

সরস্বতীপাদ বলেছেন—আমি মহা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, তাই বৈদিক ও লৌকিক আচারে আমার যে গাঢ় নিষ্ঠা, উচ্চহাস্যে সম্ভ্রম এবং উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্তনাদিতে যে লজ্জা, এমনকি শরীর ধারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সকলই বল পূর্ব্বক অপহরণ করেছেন সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগৌরাঙ্গ চৌর।

অপর সাধক ভক্ত কবি অদ্ভুত চুরির সন্ধান দিচ্ছেন তার পদে—

"তোদের গৌর বিষম চোর রে গৌর বিষম চোর।
যার পানে চায় প্রাণ কেড়ে লয় না মানে বাধা তোর॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ব্রজের প্রসিদ্ধ মাখন চোরকে কেনা জানে ? জগতে চোর নানা জাতীয় আছে। ইতর ব্যক্তি হতে আরম্ভ করে ব্রজবালক এমন কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নায়ক আনন্দ কন্দ শ্রীগোবিন্দও চুরি করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাউকে অপহারক বোঝাতে হলে নামোল্লেখ করতে হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপালকে বুঝাতে কেবল মাখন চোর বা ননীচোর বললেই সমস্ত জগদ্বাসী শ্রীনন্দনন্দন মা যশোদা দুলালকেই জানবে। বুদ্ধির অগোচর কি রস আছে ব্রজবাসীর এ মাখনে ও মাযশোদার স্তন দুগ্ধে। যাক এছাড়াও চোর চূড়ামণির অনেক চৌর্য্যাপবাদ আছে।

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং ব্রজাঙ্গনানাং দুকূল চৌরম্।
অনেক জন্মার্জিত পাপচৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং ভজামি ॥

এযে অদ্ভুত চোর গো, অদ্ভূত চোর। যা হোক্, এখন কথা এই যে চুরিতে স্বার্থ আছে, তাই দূষিত। যে কারণ সাধারণ চৌর্য্য কথনে শ্রবণে পাপ বা অনিষ্ট হয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন ননী চোরার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে পাপ তাপ বিনষ্ট হয়ে ভগবৎ প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ইহার। লৌকিক জগতের চোরা অপবাদ অবাঞ্ছনীয়,লজ্জার ঘৃণার আর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দকন্দ সর্ব্বগুণাকর শ্রীভগবানের নিকট সেই চোরা নাম কত গর্ব্বের, তা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ চরিত্রে দেখুন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন ।

.....................................

ক্ষীর লহ নাম যার মাধবেন্দ্রপুরী ।
তব লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করেছে চুরি ॥
মাধবেন্দ্র পুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল ক্ষীর চোরা হরি ॥

সেই হতে রেমুণার গোপীনাথের নাম প্রসিদ্ধ হল ক্ষীর চোরা গোপীনাথ । কেমন করে বুঝব আমরা এ লীলা রহস্য রস । মীরাবাঈ রাজপুতানায় বসে জগৎকে শুনিয়ে বলেছেন জগৎ বিখ্যাত চোর আজ পাকা সাধু বৈরাগী নাম ধারণ করেছেন গো । ইনি রাসেশ্বরী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণী ও অসংখ্য গোপী গণকে কোন দায়ে কোথায় ছেড়ে এসেছেন ? কোথায়ই বা কুল নাশা সর্ব্বস্বধন মোহন মুরলীটি ছেড়ে এসেছেন ?

অমনি প্রেমিক গেয়ে উঠলেন—"প্রেমেতে ঋণী হয়েছে তারা তাই হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে । বাঁশী নাই নাম সাধবে কিসে বদনে তাই গুণ গায় ।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানালেন—গোপীকার অনুরূপ না পারে ভজিতে । অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥" শ্রীব্রজদেবীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণ এত বেশী ঋণী হয়ে পড়লেন যে দেশান্তরী হয়ে পলায়ন ছাড়া উপায় নেই ! পালিয়েও নিশ্চিন্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হতে পারলেন না। তাই চোর চূড়ামণি একেবারে রং ঢং সব বদলিয়ে পাকা নৈষ্ঠিক কঠোর সন্ন্যাসী ( সাধু ) সেজে বসলেন। "মুড় মুড়াই.........মাথে মোহন টোপী" সুন্দর চাঁচর কেশ মুণ্ডন করে গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন। কিন্তু রেহাই পেলেন কি? শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ সাজা সন্ন্যাসীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে জানালেন জগৎকে—

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

বৃন্দাবনেশ্বরীর অসীম প্রীতিরস সাক্ষাতে ভোগে পরিতৃপ্তি না পেয়ে আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ ভরে ভোগ করতে যিনি চুরি করেছেন, ধরা পড়ার ভয়ে পরম প্রেয়সীর অঙ্গকান্তি দ্বারা নিজ কৃষ্ণবর্ণকে একেবারে ঢেকে গৌরাঙ্গ হয়েছেন, সেই দেব চূড়ামণি "চিত চোরা প্রাণ গোরা" শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব আমাদের অতিশয় করুণা করুন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তো কপট সন্ন্যাসীই বলেছেন ( সন্ন্যাস কপটং ), শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর আরও দারুন কথা জানিয়েছেন—ইস্—দেখ দেখ সখি লম্পটের গুরু ঠাকুর, সন্ন্যাসী সেজে বেড়াচ্ছেন। বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপরমণীকে আলিঙ্গন

Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



করায় তাঁদের স্তনের কুঙ্কুমে পরিধেয় পীতবস্ত্র গেরুয়া হয়ে গেছে, গোপীদিগের গাঢ় আলিঙ্গনের জন্যে ওর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গৌরাঙ্গিনী গোপীদের সঙ্গে রাস রসে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণবর্ণ কাঞ্চন নিন্দিত দ্যুতি গৌরাঙ্গ হয়ে গেছেন।

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাস কিমস্যারুণং
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্তি রাসরসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপু।
তাসাং গাঢ়করাভি বন্ধন রসোল্লাসোদ্গম দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পট গুরোঃ সন্ন্যাসীবেশং ক্ষিতৌ॥

মাতা যশোমতি পদে বিশেষ জানাচ্ছেন—ব্রজেশ্বরী মা যশোদারাণী বাৎসল্য প্রীতির মূর্ত্তিস্বরূপে অনাদিকাল থেকে যাকে পুত্ররূপে লালন-পালন করে আসছেন, সেই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাত্মিকা রতি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের যে কোন একটির এমন প্রভাব যে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যকেও পরাভূত করে। রতির নামান্তর ভাব।

সন্তান হিতকারী পিতামাতা সন্তানের কল্যাণের জন্য শাসন পূর্ব্বক শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে থাকেন।

ইহ জগতের শৃঙ্খলা, আর মাধুর্য্যাশ্রয়ী ভক্তের নিকটে শ্রীভগবানও পরাভূত। তাই মা যশোদা নিজ গোপজাতির সম্পত্তি মাখন অপচয়কারী শিশু পুত্রকে শাসন দ্বারা শিক্ষা দিবার জন্যে প্রেম মেশান দড়ি দিয়ে যাঁকে বেঁধেছিলেন, সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীশ্যামসুন্দরই কলিতে নব গৌরাঙ্গরূপে এসেছেন, শ্রীচৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) যাঁর প্রধান নাম।

তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ হলেও ভক্তের নিকট চিরদিনই বাঁধা। কিন্তু ঐশ্বর্য্য মেশান দুর্ব্বল প্রেমে তাঁকে বাঁধতে পারা যায় না। অপর ভক্তের হাতের বন্ধন যে তাঁর সুখের, তা বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন তিনি, যথা—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।"

"...............যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥" ইত্যাদি

পীতাম্বর কো......বসৈ—পদ সমাপ্তিতে মীরা জানাইলেন যে, পীতাম্বরধারী তাঁর গিরিধারী লালই অরুণাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পণ্ডিত কুলাচল উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের প্রধান সভাপণ্ডিত মহাবৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভাষায়—

"অরুণাম্বরধর-চারু কপোলং
ইন্দুবিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥

দ্বাপরের পীতাম্বর ধারীই এই কলিকালে মুখ্যরূপে বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাশ্রয়ী (অরুণাম্বরধারী) গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে—

"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় শাস্ত্রোক্ত—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চেতি ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনাঃ॥

ভগ অস্তীতি ভগবান। অর্থাৎ যাহাতে উক্ত ছয়টি ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তিনিই ভগবান। বৈরাগ্য যে একটা ঐশ্বর্য্য তা আমরা অনেকেই জানি না।

যাক এই বৈরাগ্যাঙ্গীকৃত শ্রীভগবান তো আর বিলাসীর প্রিয় পীতাম্বর পরিধান করতে পারেন না। ধরা পড়ারও ভয় আছে। অথচ পীতাম্বরকে ভুলতেও পারেন না। তাই ব্যঙ্গ রূপে পীতাম্বর স্মারক উদ্দীপক অরুণ বর্ণ অত্যুজ্জ্বল গেরুয়া পরি-ধেয় বস্ত্র ও বৈরাগ্যের কৌপীন পরিধান করেছেন। সার্ব্বভৌমের ভাষায়—

"বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেক পুরুষপুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

অনাদির আদি পুরাণ পুরুষ যিনি, তিনিই এই কলিতে বৈরাগ্য ধর্ম এবং বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। করুণাসাগর সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের শ্রীচরণে শরণাগত হই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীল দেবী মীরাবাঈ ও তার প্রাণের……ভনিতা দিয়ে পদ শেষ করছেন সেই গৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণদাসী আমি ( মীরা ) অথবা আমি শ্রীকৃষ্ণদাসী ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাসীও। তাই আমার জিহ্বাতে সব সময়েই শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করছেন।

---

সাধন করণা চাহিয়ে ( মনুয়া ) ভজন করণা চাহিয়ে।
প্রেম লাগানা চাহিয়ে (হরিসে) প্রীত লাগানা চাহিয়ে ॥
(কেবল) নিত নাহেনেছে হরি মিলে তো জলজন্ম হোই।
" ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বহুৎ বাদুড় বাদ্‌রাই ॥
" তৃণ ভখনকে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
" স্ত্রী ছোড়কে হরিমিলে তো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা ॥
" দুধ পিনেছে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা ॥
মীরা কহে বিনা প্রেমছে নেহি মিলে নন্দলালা ॥ ২ ॥

---

অর্থ ঃ—ওরে মূঢ়মতি মন, চৌরাশী লক্ষ্য যোনির মধ্যে এমন কি দেব দেহ হতেও এই মানব দেহ শ্রেষ্ঠ। কেন-না দেব দেহ ভোগের। ভোগের আবেশ থাকলে ভজন সাধন করা যায় না। পশু পাখী জন্মে বিবেকাদি জ্ঞানের অভাব হেতু ভজন হ'তেই পারে না। আর প্রীতি হীন হয়ে সাধনানুষ্ঠান করলেও শ্রীহরিকে লাভ করা যাবে না। শ্রীহরিকে না পেলে দুঃখ নাশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ও আনন্দ লাভ হবে না। যা কেবল মানবের নয়, জীব মাত্রেরই কাম্য।

তাই মীরাদেবী ভজন সঙ্গীতের মাধ্যমে জানিয়েছেন—শ্রীগিরিধারী গোপালকে পেতে সাধন করতে হবে। ভজন করতে হবে, কি ভাবে? প্রেমের সঙ্গে। ভক্তির বিশেষণ—প্রেম। ভক্তি শাস্ত্রে—(১) সাধন ভক্তি, (২) ভাব ভক্তি, (৩) চরমে প্রেম ভক্তির বিষয় জানিয়েছেন। প্রথমে সেই কষ্ট সাধ্য সাধনাও পরে প্রেমের সঙ্গে শ্রীহরিকে না ডাক্‌লে পাওয়া যায় না—তারই কয়েকটি উদাহরণ ও প্রশ্নোত্তর মুখে জানাচ্ছেন, যথা—প্রেমভক্তি ছাড়া যদি প্রতিদিন তিন বেলা শুধু স্নান করলেই হরি পাওয়া যেত, তা হলে জলজন্তুরাই শ্রীহরি লাভ করত। অথবা আমিও তাহলে শুধু দিনে নিয়ম করে স্নান কেন? আমি শ্রীহরি লাভের জন্য জলজন্তু রূপে জন্ম লব। প্রেমিক ভক্তেরই ইষ্টদেবের দর্শন ও সেবা সবই ইষ্টপ্রীতির জন্যে সর্ব্বাবস্থাকেই বরণ করতে রাজী হাসি মুখে। তাই পুনঃ বলেছেন—ফলাহার সাধকের সুনামের কথা। কিন্তু ইষ্ট লাভের অগ্রগতির লক্ষণ ভক্তি বিহীন ফলাহার নিষ্ফল। শুধু ফল আহার করে থাক্‌লে যদি হরি পাওয়া যেত, তাহলে বাদুড় প্রভৃতি পাখী এবং বাঁদর আদি জন্তুরাই হরিলাভ করত। ঘাস খড় তৃণাদি ভক্ষণ করে জীবন কাটালে যদি শ্রীহরি লাভ হত, তাহলে তৃণ ভোজী হরিণ ছাগলাদির ঈশ্বর প্রাপ্তি হত। আর স্ত্রী পরিত্যাগ করলে যদি ইষ্ট লাভ হত, তাহলে নপুংস-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

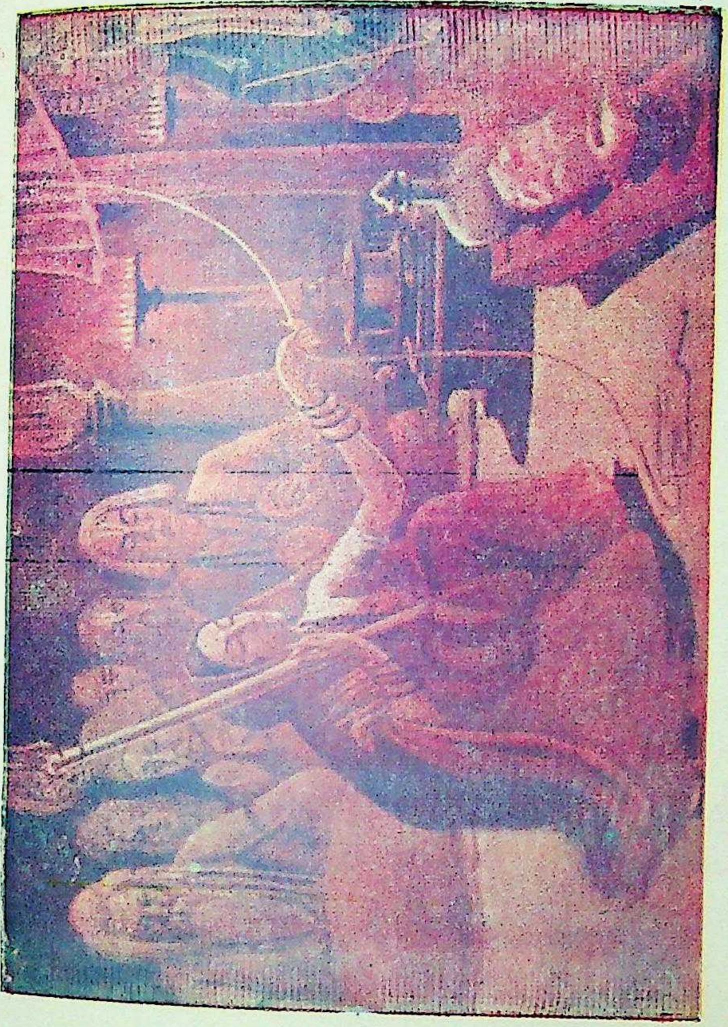

সাধুসঙ্গে ভজন বিভোরা মীরা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



করেই শ্রীহরি লাভ হত। পরিশেষে বলছেন—কেবল দুগ্ধ পান করে থাক্‌লে যদি শ্রীহরি লাভ হত, তাহলে দুগ্ধপায়ী শিশুরা এবং বৎসাদির শ্রীহরিলাভ হত।

সব শেষে দেবী মীরা বলছেন—সাধন, ভজন, জপ,তপ ও আহার শুদ্ধি যাহাই কিছু কর-না কেন? প্রীতিভক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র প্রেমভক্তিবশ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীযশোদানন্দন শ্রীবৃন্দাবন বিহারীকে পাওয়া যাবে না।

### গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসজীর বাণী :—

চতুরাই চুলেকী ভাড়্‌মে যাই
ভাটী পড়ে আচার।
রাম ভজনকে প্রেম বিনা
চার জাত চাষার ॥ ২ ॥

---

### তাল—ঝঁঝোটী তাল দাদরা :—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই ॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
ছাঁড়ি দই কুলকী কানি কহা করিহৈ কোই ॥
সংতন ঢিগ·বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।
চুনরীকে কিয়ে টুক ওড় লীহ্নী লোই ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মোতি মুঁগে উতার বনমালা পোই।
অঁসুবন জল সীংচি সীংচি প্রেম বেলি বোই ॥
অব তো বেল ফৈল গই আনন্দ ফল হোই।
দুধকী মথনিয়া বড়ে প্রেমসে বিলোই ॥
মাখন জব কাঢ়ি লিয়ো ছাছ পিয়ে কোই ॥
ভকতি দেখি রাজী হুই জগৎ দেখি রোই ॥
দাসী মীরা লাল গিরিধর তারো অব মোহী ॥ ৩ ॥

---

এই ভজন গানখানিতে দেবী মীরা নিত্য সম্বন্ধের কথা জানিয়েছেন। আনুষঙ্গিক দেহ-গেহাদি পরিজন সবই অনিত্য। অতএব বৈরাগ্যের পর প্রয়োজন তত্ত্ব প্রীতি প্রেমের কথা বলে সাধকোচিত ভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণ প্রার্থনা করেছেন।

**অর্থ ঃ**—শোন সকলে, আমি দিবা নিশি যে ময়ূর মুকুট ধারী শ্রীগিরিধারীর গুণ গানে মত্ত থাকি, সেই গিরিধারী নাগর আমার ( নিত্য ) পতি। তিনি অপর কেউ নন্। জীব মাত্রই যে প্রকৃতি তা সর্ব্বমান্য শ্রীগীতা উপনিষদে জানিয়েছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জন পূর্বোক্ত পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ভিন্ন আমার উত্তম প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি অনন্ত জীব রূপে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আছে। প্রকৃতি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব উপাসনাতে শ্রীগুরু রূপা সখীর আনুগত্যে প্রকৃতি স্বরূপে ( মঞ্জরী স্বরূপে ) পরম পতির সেবার প্রাধান্যতা প্রচলিত ।দেবী মীরাও সেইকথাই বলিয়াছেন তার পদে, জগতের মায়িক সম্বন্ধের মাতপিতা ভাই বন্ধু স্বজনাদি সকল নাটকাভিনয়ে মঞ্চে দেখা গেলেও পরিশেষে কেহ আপন নয়। তাই সকলকেই ছেড়ে দিয়েছি। এমতাবস্থায় পরচর্চ্চা করা স্বভাব সেই অজ্ঞানান্ধ কুলকানি, কানাকানিরা আমাকে কিছুই করতে পারবে না।

সাধু ভক্ত সঙ্গ করতে করতে লোকলজ্জা সম্ভ্রম আমার আর নেই। বিলাস ব্যসনের বস্ত্র অলঙ্কারের মোহও নাই। বস্ত্রখণ্ডকে সংযুক্ত করে পরিধান করি। আর বহুমূল্য হীরা, পান্না, মণি, মুক্তা পরিত্যাগ করে বন ফুল মালা গেঁথে প্রিয়তমের প্রসাদী রূপে ধারণ করে সুখ লাভ করি। ভক্তির অঙ্গ শ্রীবিগ্রহের নির্মাল্য ধারণ।

অন্তরে নয়ন জল সেচন করে যে প্রেমরূপ বেলফুল রোপন করেছি। তা এখন প্রকাশ হয়েছে জগতে "মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর" ইহাতে পরমানন্দ ফল হয়েছে আমার তেমন, যেমন মিষ্টি ফুলগন্ধে মন মাতোয়ারা হয়।

( আমি ) ভক্তি দুগ্ধকে মন্থন করে যখন মধুররস রূপ মাখন তুলে নিলাম। তখন কেউ কেউ অবশেষ ঘোল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পান করেন। হিন্দিতে ঘোলকে "ছাছ" বলে। ইহাতে এইরূপ ধ্বন্যর্থ বোঝায় যে দুগ্ধ অমৃত, তার সার হচ্ছে মাখন, বাঁকী শেষ আস্বাদ্য অংশ ঘোল। তদ্রূপ ভক্তি দুধের মাখম "মধুররস" কান্তাভাবে সেবন। বাঁকী সাধারণ ( শান্ত, দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য ভক্তিতে ঈশ্বরোপাসনা ঘোল স্থানীয়।

তাই পরিশেষে প্রেমী বা ভক্তজনের হৃদয়ের স্বাভাবিক সরল ভাবের কথাই বললেন, জগদ্বিখ্যাত দেবী মীরাবাঈ ভক্তজনের ভক্তি দর্শনে সুখী হই, আর ভক্তিহীন জগৎ দেখ্‌লে দুঃখে ক্রন্দন করিতেছি। অতএব হে গিরিধারীলাল তুমি আমাকে বিয়োগ, রূপ বিরহ সাগর হতে উদ্ধার কর তথা জগদ্বাসীকেও উদ্ধার করে সেবাদানে কৃতার্থ কর ॥ ৩ ॥

---

রাগ বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তাল-তিতাল।

আলীরী মঁহানে ( মোহি ) লাগে বৃন্দাবন নীকো।
ঘর ঘর তুলসী ঠাকুর পূজা দরশন গোবিন্দজীকো।
রতন সিংহাসন আপ বিরাজৈ মুকুট ধর্‌্যো তুলসীকো।
কুঞ্জন কুঞ্জন ফিরত রাধিকা শবদ শুনত মুরলীকো ॥
নির্ম্মল নীর বহত যমুনামে ভোজন দুধ দহিকো।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর হরিভজন বিনা
নর ফীকো ॥ ৪ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পদখানিতে জগদ্বন্দ্য দেবী মীরা বলেছেন—ভজন বিহীন শ্রেষ্ঠ নরদেহের কোন গুরুত্ব নেই এবং সেই ভজনটি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেবজীরই মহামাধুর্য্য ও মনাকৃষ্টতাতেই।

অর্থ ঃ—সখি রে, শ্রীবৃন্দাবন ধাম আমার বড় ভাল লাগে। কেননা যে ব্রজধামে বৃন্দাধিষ্ঠিত, অতএব প্রতি গৃহে গৃহে শ্রীতুলসীদেবীর মনোরম বেদি ও শ্রীযুগল বিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন। তাছাড়া শ্রীবৃন্দাবনে নবযুবরাজ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এর নিত্য দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীরাধাগোবিন্দজী শ্রীতুলসী খচিত মুকুট ধারণ করতঃ উজ্জ্বল রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। যে শ্রীবৃন্দাবনের মধুর মুরলী ধ্বনিতে অভিসারিকা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অন্বেষণ করে থাকেন। যে চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতে অমৃত বিনিন্দিত নির্মল সুশীতল জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং ভোজনের জন্য দুধ দই পাওয়া যায়।

ভনিতাতে মীরা বলছেন—আমার প্রভু শ্রীগিরিধারী নাগর আর তিনিই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরির ভজন বিনা মানবের জীবন শূন্য হাল্কা, অর্থাৎ তার কোন গম্ভীরাদি মহিমা গুরুত্বই নেই ॥ ৪ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ-কল্যাণ-তাল রূপক।

হরী তুম হরো জনকী ভীর।
দ্রোপদীকী লাজ রাখী তুরত বড়ায়ো চীর ॥
ভকত কারণ রূপ নরহরি ধর্য্যো আপ শরীর।
হিরণ্যাকুশ মারি লীন্হো ধর্য্যো নাহি ধীর ॥
বুড়তো গজরাজ রাখ্যো কিয়ো বাহর নীর।
দাসী মীরা লাল গিরিধর চরণ কমল পর সীর ॥ ৫ ॥

---

এই পদখানিতে শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তনান্তে তাঁর শ্রীচরণে শরণ নেওয়ার বিষয়ে ঈঙ্গিত করেছেন।

অনুবাদঃ—হে দয়াল হরি তুমি জীবের বিশেষতঃ শরণাগত ভক্তজনের দুঃখ দূর করে থাক। তাই কুরু পাণ্ডব সভাতে দুষ্ট দুঃশাসনের নিকটে লাঞ্ছিতা দ্রোপদীর কাতরাহ্বানে অনন্ত বস্ত্র রূপ ধরে তাঁর লজ্জা নিবারণ করে ভক্তজনের মহিমা জগতে জানিয়েছেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদের জন্যেই অত্যদ্ভুত শ্রীনরসিংহ রূপ ধারণ করে অবিলম্বে ভক্তদ্রোহী হিরণ্য কশিপুকে বধ করেছিলে।

গ্রাহ গ্রস্ত হয়ে জল নিমগ্ন প্রায় শরণাপন্ন গজরাজকে সুদর্শন চক্রে কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করে জলে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেছিলে। তোমার এইসব শরণাগত জন রক্ষাকারী লীলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



গাথা কীর্ত্তন করতে করতে তোমার সেবিক দাসী মীরাও তোমার অভয় শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করছে ॥ ৫ ॥

---

রাগ সুহা—তাল তিতালা ।

চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর ।
গঙ্গা জমুনা নিরমল পানী সীতল হোত শরীর ।
বংশী বজাবত নাচত কাহ্নো সঙ্গ লিয়াঁ বলবীর ॥
মোর মুকট পীতাম্বর সোহৈ কুণ্ডল ঝলকত হীর ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণ কমল পরসীর ॥ ৬ ॥

---

**অর্থ** ঃ—হে আমার মন, ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসার মরুক্ষেত্র হ'তে পবিত্র এবং সুনির্মল গঙ্গা যমুনার সুশীতল তীরে গমন কর । গঙ্গা যমুনার নির্মল শীতল পবিত্র জলে শরীরের তাপ ও পাপ নষ্ট হয়ে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে ।

বৃন্দাবনে শ্রীযমুনার তীরে তীরে দাদা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন এবং নৃত্যপদে মনোহর লীলা করে থাকেন ।

শ্রীবৃন্দাবনে কথা গানং নৃত্যং গমনমপি । (ব্রহ্মসংহিতা) আর গঙ্গাতীরে শ্রীনবদ্বীপ ধামে দাদা নিত্যানন্দ চন্দ্রকে লয়ে হরি সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করেন শ্রীগৌরাঙ্গ ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



যমুনা তীর বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে পীতাম্বর, শিরে চূড়ায় ময়ূর পাখায় শোভিত এবং কর্ণে কুণ্ডলের হীরক জ্যোতি ঝল্‌মল করছে।

গঙ্গাতীর বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের পরিধানে ধবল পট্টবস্ত্র মস্তকে চাঁচর কেশের ঝুঁটীতে কুন্দ মালতী মালার ধবল ছবিতে স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণ ঝরে পড়ছে। দেবী মীরা তার প্রভু গিরিধারী নাগরের লীলা মাধুর্য্যে বিহ্বল হয়ে তাঁর শ্রীচরণে অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম নিবেদন করছেন ॥ ৬ ॥

---

রাগ মাড়—তাল তিতালা ঃ—

মাইরী মৈ তো গোবিন্দ লিয়ো মোল।
কোই কহৈ ছানে কোই কহে চুপকে
মৈ লিয়োরী বজংতা ঢোল ।।
কোই কহে মহঁগো, কোই কহে সস্তো,
লিয়োরী তরাজু তোল।
কোই কহে কারো, কোই কহে গোরো,
লিয়োরী মোলক মোল ॥
কোই কহে ঘরমে, কোই কহে বনমে,
রাধাকী সংগ কিলোল।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
আবত প্রেম কৈ মোল ॥ ৭ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পদখানিতে ( ভজন গান খানিতে ) কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবী মীরাবাঈ শ্রীগোবিন্দ স্বরূপ এবং শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখের পর আপন অভিমত অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ স্বরূপ এবং পাওয়ার উপায় একমাত্র প্রেম বিনিময় বলেছেন। আবার স্বরূপতঃ শ্রীগোবিন্দই যে এই কলিযুগে "শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু" "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ", তাহা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

ওগো জগদ্বাসী শোন সকলে—আমি গোবিন্দকে কিনে নিয়েছি। এ সম্বন্ধে ( গোবিন্দ লাভ বিষয়ে ) কেউ বলে থাকেন, গোবিন্দ লাভ হয় সতর্কতায়। আবার কেহ বা বলে থাকেন গোপনেই গোবিন্দ লাভ হয়ে থাকে। মীরা বলছেন—আমি কিন্তু ঢাক ঢোল বাজিয়ে জগৎকে জানিয়ে শ্রীগোবিন্দকে নিয়েছি।

এই শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে কেহ বলেন—শ্রীগোবিন্দ পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার, কেউ বা বলেন অনায়াসেই গোবিন্দ লাভ করা যায়। মীরা বলছেন—আমি শ্রীগোবিন্দকে একেবারে দাঁড়িপাল্লায় ( প্রেম বিনিময়ে সমান ) ওজন করে নিয়েছি।

শ্রীগোবিন্দস্বরূপ সম্বন্ধে কেহ বলেন—গোবিন্দ কাল, মানে নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ( কৃষ্ণবর্ণ ) আবার কেহ বলেন—গোবিন্দ, গৌরবর্ণ অর্থাৎ এই কলিতে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অবতীর্ণ। গৌরকৃষ্ণ একই স্বরূপ বলেই তন্ত্রে শ্রীগোপাল মন্ত্রে দু'টি ( শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ ) ধ্যানের বিষয় একথা বলেছেন—

"এবমঙ্গ বিধিং কৃত্বা মন্ত্রী ধ্যায়েদ্ যথাচ্যুতম্।
কলায় কুসুম শ্যামং দ্রুত হেমনিভং তু বা ॥"

সবারই কথা ঠিক,ভাব অনুযায়ী সর্ব্বশাস্ত্রে প্রমাণ আছে। মহাজন পদাবলিতেও এই প্রসিদ্ধ রয়েছে।

কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ।
নয়নান্দের মনে আন নাহিক জানে
হামারী গদাধরের প্রাণ ॥"

মীরাবাঈ বলেছেন—আমি অমূল্য সুদুর্ল্লভ সেই পরতত্ত্ব বস্তুকেই খরিদ করে নিয়েছি। "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ পরতত্ত্বং পরমিহ"। এ সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন ?

এই শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তি লাভ সম্বন্ধে কেহ বলেন—ঠিক মত ভজন করতে পারলে ঘরে বসেই শ্রীগোবিন্দকে (রাধাগোবিন্দকে) পাওয়া যায়। অপর কেহ বা বলেন—তাঁকে বনে ( শ্রীবৃন্দাবনে ) গিয়ে প্রীতির সঙ্গে সাধন ভজন করলে ও ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে পাওয়া যায়।

দেবী মীরা জানাচ্ছেন—শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধাসঙ্গ অভিলাষী। এতএব শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে অনায়াসেই তাঁকে শ্রীগোবিন্দকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পাওয়া যায়। শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকাতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—

"রাধিকার চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।"

সেই শ্রীগোবিন্দজীই মীরার (আমার) প্রভু গিরিধারী নাগর, এবং তাঁকে (শ্রীগোবিন্দকে) একমাত্র প্রেমের বিনিময়েই পাওয়া যায়! ৭ ॥

---

মাই মৈ তো গোবিন্দ সো অটকী।
চকিত ভয়ে হৈ দৃগ, দোউ মেরে লখি শোভা নটকী॥
শোভা অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ভূষণ বনমালা তটকী।
মোর মুকুট কটি কিঙ্কিনি রাজৈ ছুতি দামনি পটকী॥
রমিত ভই হো সাবরেকে সঙ্গ লোক কহে ভটকী।
ছুটি লাজ কুলকানি, লোক ডর রহো ন ঘর হটকী॥
মীরা প্রভুকে সঙ্গ ফিরতী কুঞ্জ কুঞ্জ লটকী।
বিন গোপাল দিন রজনী কো জানে ঘটকী॥ ৮॥

---

এই পদখানিতে শ্রীগোবিন্দ রূপ মাধুর্য্যে বিভোরা হয়ে প্রিয়তম প্রাণনাথ সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরণ কারিণী মীরা নিজাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সখি গো, আমি তো গোবিন্দ প্রেমে বাধা পড়ে গেছি। কেন ? কেমন করে—বলছেন, দেখ সেই নটবর শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ শোভাতে আমার নয়ন দু'টি চমৎকৃত।

শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনকারীর অতৃপ্ততার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীগণের আস্বাদনে চরম বর্ণনাতেপাই।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাম্ পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

নয়নের অতৃপ্ততার বিষয় মৈথিল মহাজন শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর সখী ভাবাবেশে পদাবলীতে প্রকাশ করেছেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু।
তবু নয়ন তিরপিত নাহি ভেল॥"

তাঁর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, তাতে আবার গলদেশে বনমালা শোভার বৃদ্ধি করছে।

শ্রীগোবিন্দের বনমালার বিবরণ এইরূপ।—

সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোজ্জলাপাদলম্বিনী।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা॥

মস্তকে চূড়াতে ময়ূর পাখা ও কটিতে কিঙ্কিণী অলঙ্কারে শোভিত এবং পরিধেয় পীত বসন যেন স্থির বিদ্যুৎ পুঞ্জের উজ্জ্বল আলোক আভায় ঝল্‌মল করছে।

শ্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে প্রেমানন্দে বিভোর থাকাতে কুল পরিবাদ লজ্জাদি চলে গেছে। কোন বোধই নাই তার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



লোক ভয় আর ঘর ও বাইরের চিন্তা নাই। আমার এই অবস্থার মর্ম না বুঝে সাধারণ লোকে ভ্রষ্টাচারী বলে থাকে।

মীরা ( আমি, নিজ প্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ হতে কুঞ্জান্তরে মনের আনন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াই।

সেই প্রভু শ্রীগিরিধারী গোপাল এর সঙ্গ বিনা ( বিরহে ) দিন রাত এমন কি শারীরিক বোধ সোদও থাকে না।

কৃষ্ণ প্রেমীজন ইষ্ট বিরহে দশম দশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুবৎ হয়ে থাকেন।

এই পদে ভক্ত শিরোমণি মীরাবাঈ শাস্ত্রোক্ত দশম দশা-রই বিষয় জানিয়েছেন—

যথা উজ্জ্বলনীলমণিতে—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মদো মোহো-মৃত্যুর্দ্দশাদশঃ ॥

**অর্থ ঃ**—ইষ্ট লাভার্থ চিন্তা, নিদ্র হীনতা, উদ্বেগ, বিশীর্ণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, দৈহিকতাপ, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা ও স্পন্দন শূন্যতা এই দশ অবস্থা বা দশা ॥ ৮ ॥

---

শ্রীগুরু মহিমা—

## রাগ ধানী তাল তিতালা

**মোহি লাগী লগন গুরু চরণনকী।**
**চরণ বিনা কছু নহি ভাবৈ জগমায়া সব সপননকী ॥**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভৌ-সাগর সব-সুখ গয়ো হৈ ফিকর নহী তরননকী।
মীরাকেপ্রভুগিরিধরনাগর আস ওহী গুরু সরননকী ॥৯॥

---

মধুর ভাবসিদ্ধা দেবী মীরাবাঈ ও শ্রীগুরুকরণের অত্যাবশ্যকতা ও শ্রীগুরু মহিমা বর্ণনা করেছেন এই পদখানিতে।

শ্রীগুরুচরণ আমার মহাশুভক্ষণে লাভ হয়েছে। শ্রীগুরু কৃপায় আমার দিব্যজ্ঞান ( সাধ্য সাধনতত্ত্ব ) লাভ হয়েছে। তাতে জগতের ভোগসুখাদি স্বপ্নের মতবোধ হওয়াতে জগতের কিছুই ভালই লাগে না। শ্রীগুরু কৃপায় লভ্য সেবা বিনা সকল বিষয়ই স্বপনের মত জাগতিক মায়া মোহ।

শ্রীগুরু কৃপায় ভগবদনুগ্রহে ভবসাগর শুকিয়ে গোস্পদ তুল্য হয় আশ্রিতজনের পক্ষে "ভবাম্বুধির্বৎস পদং" অর্থাৎ শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলেছেন---হে গোবিন্দ! এই অপার সংসার সাগর তোমার ভক্তদের নিকট গোস্পদ তুল্য শুক্‌না হয়ে যায়।

অতএব বহির্ম্মুখী জীবের ন্যায় দুঃখ সমুদ্র পার হওয়ার কোন চিন্তাই থাকে না। অথবা শ্রীগুরুদেব কৃপা করে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় দেন, সেই শ্রীচরণ পদ্মরূপী ভেলা অবলম্বনে দুস্তর সংসার সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দময় শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে সাধনান্তে গমন করে থাকেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বিদ্যাপতির ভাষায়—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতরে
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়াপদপল্লব করি অবলম্বন
তিল আধ দেহ দীনবন্ধু॥"

মীরাবাঈ বলেছেন—তাঁর প্রভু শ্রীশ্রীগিরিধারীলাল এবং তাঁকে এক মাত্র শ্রীগুরুচরণাশ্রয়েই পাওয়া যায়। তাই সদ্‌গুরু চরণ আশ্রয় করে একান্ত ভাবে সাধককে সাধন ভজন করতে হবে গুরু উপদেশ মত ॥ ৯ ॥

---

রাগ শুদ্ধ সারাং, তাল তিতালা।

হরি বিন না সরৈরী মাই।

প্রাণ মেরা নিকস্যা জাত হরি বিন না সরৈ মাই॥
মীন দাদুর বসত জলমে জলসে উপজাই।
তনক জলসে বাহর কীনা (মীন) তুরত মর জাই॥
কান লকরী বন পরী কাঠ ঘুন খাই।
লে আগন প্রভু ডার আয়ে ভসম হো জাই॥
বন বন ঢুড়ত ম্যায় ফিরি মাই সুধি নেহি পাই।
একবের দরশন দীজে সব কসর মিটি জাই॥
পাত জ্যো পিলী পড়ী অরু বিপৎ তন ছাই।
দাসি মীরা লাল গিরিধর মিল্যা সুখ ছাই॥ ১০॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পদখানিতে দেবী মীরা, ভক্ত প্রেমীজনের ইষ্ট বিরহের দুঃসহ অবস্থা বর্ণনার পরে মিলনেই পরমানন্দের কথা বলেছেন। রসশাস্ত্রের অভিমত ও "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগ পুষ্টিমশ্নুতে" অর্থাৎ বিরহই মিলনকে মধুরতম করে। বিরহ না হলে মিলন সুখেরও চমৎকারিতা হয় না।

**আস্বাদনকণা ঃ**—তাই মীরা বলছেন—আমার গিরিধারী হরি ছাড়া হলে অচল আমি। প্রাণ যেন আমার বেরিয়ে যায় হরি ভিন্ন হলে, সময় আর কাটতে চায় না।

মাছ ও ব্যাঙ এ দুয়ের জন্ম জলে এবং জলেও বাস করে থাকে। কিন্তু মাছকে জল ছাড়া করলে বা জল ছাড়া হ'লে আছাড়ী পিছাড়ী করতে করতে মরে যায়। ব্যাঙ এর কিন্তু সে অবস্থা হয় না, জল ছাড়াও সে বেঁচে থাকে। এ দৃষ্টান্তে একান্তী প্রেমীজনের অবস্থার বিষয় জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। যদিও ইহাতে বিরহীজনের বেদনার তীব্রতা বোধ অসম্ভব। যেমন বন্ধ্যা নারী প্রসব যন্ত্রনার কথাই বোঝে না।

"নহি গুর্ব্বীং প্রজানাতি প্রসববেদনাম্।"

সেইরূপ জগদীশ্বর হতে সকলের জন্ম হলেও অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তি সংসারে ঘাত প্রতিঘাতে মুহুর্মুহুঃ মুহ্যমান হয়েও সুখের আশায় মায়া মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে মৃত্যু কবলে পড়ে শেষ হয়ে হয়ে জন্ম জন্মান্তর ঘুরে মরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"
(চৈঃ চরিতামৃত)।

পূর্ব্বে বিচারে অপরাধীকে বাঁশে বাঁধিয়া নদী বা বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধরা হত বার বার, প্রাণে মারা হত না। তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তির প্রাণান্ত কষ্ট হত, উহাই নরক যন্ত্রণা, আর জলোপরি দম ছাড়িয়া যে স্বস্তি, উহাই স্বর্গ সুখের উপমা। সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শ্রীগীতোপনিষদ্—১৫।৭

ইহারা যে অমৃতময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যাধীশ্বরের সন্তান তা জানে না। "অমৃতময়স্য পুত্রাঃ"।

কিন্তু বিকসিত চেতন জীবের মধ্যে যাদের ক্রমোন্নতিতে ভগবৎ বশীকরী প্রেমলাভ হয়েছে, তারা জন্মদাতার (প্রিয়তমের) বিরহে দশম দশা প্রাপ্ত হয়। প্রেম প্রাপ্ত জন দশম দশায় মৃত-বৎ হয়ে থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জীব হলেও প্রেমভক্তি হীন জন জগতের সুখে সুখই মনে করে থাকে। চিৎকণ জীবের চারিটি অবস্থার বিষয় শাস্ত্রে জানিয়েছেন—(১) লুপ্ত চেতন (২) সুপ্ত চেতন (৩) মুকুলিত ও (৪) বিকসিত চেতন।

ভক্ত শিরোমণি মধুর ভাব সিদ্ধা দেবী মীরাবাঈ—প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত ও ভক্তিহীন জগ মানবের বোধের নিমিত্তই অনুভূত এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

বিরহে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌ছেন উদাহরণ দিয়ে—বনে মরা গাছ পড়ে থাক্‌লে ঘুনে খেয়ে নষ্ট করে দেয়, আর আগুণ লাগিয়ে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভজনহীন জীবন মৃতবৎ। মহাজন পদাবলীতে—

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইনু
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস।"

"মনের স্মরণই প্রাণ"। তাই বিরহখিন্না মীরাবাঈ বল্‌ছেন—প্রভু গিরিধারী বিরহ আগুণ দিয়েছেন—তাতে জ্বলে পুড়ে মরছি।

ব্যাকুল হয়ে বিরহ আগুন নেভাবার জন্য ঘনশ্যাম মেঘের সন্ধানে বনে বনে ( বৃন্দাবনে ) খুঁজে বেড়াই, প্রার্থনা করি—হে শ্যামসুন্দর গিরিধারী তুমি দর্শন দাও, তাহলে আমার সব দুঃখ মিটে যাবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পতনোন্মুখ বৃক্ষের পাতা হলুদ রং ধরে পতন সংকেত করে বৃক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ে নষ্ট হয়।

শ্রীভগবৎ প্রাপ্ত প্রেমীজন বিরহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবান্তর্গত বৈবর্ণাবস্থার পর পতন অর্থাৎ দশম দশা মানে মৃতবৎ হয়ে থাকেন। জীবের তো মরণ নাই। বিশেষতঃ জাত প্রেমীজন তবে ইষ্টবিরহে মৃতবৎ হয়ে থাকেন।

ভনিতাতে দাসী অভিমানে মীরা বলছেন—আমার প্রভু গিরিধারী লালকে পাইলেই তার দর্শনামৃত সঞ্জীবনীতে বিরহ-মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে সুখে ছেয়ে যাবে; অর্থাৎ সুখময় হয়ে যাই ॥১০॥

---

রাগ হোলী ঝঁঝোটী, তাল—চর্চরী।

হোরী খেলত হায় গিরিধারী।

মুরলী চংগ বজত ডফ ‘ন্যারো, সংগ জুবতী ব্রজনারী ॥
চন্দন কেশর ছিড়কত মোহন, অপনে হাত বিহারী।
ভর ভর মুঠ গুলাল লাল দেত চহুঁ দিশি সবনপৈ ডারী॥
ছৈল ছবীলো নবল কাহ্ন সঙ্গ, শ্যামা প্রাণ-পিয়ারী ॥
গাবত চার ধামার রাগ তঁহ দৈ দৈ করতারী।
ফাগ-জো খেলত রসিক সাবরো বাঢ়্যো রস ব্রজভারী॥
মীরা কুঁ প্রভু গিরিধর মিলিয়া মোহন লাল বিহারী ॥১১॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এইপদে মীরাবাঈ শ্রীরাধা ও ব্রজ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারীর হোলি লীলা বিহারে নিজেও মিলিত হওয়ার কথাই বলেছেন। তাতে মীরাবাঈ এর শ্রীরাধা এবং ব্রজগোপীর আনুগত্য প্রকাশ হচ্ছে।

**আস্বাদনকণা ঃ**—আনন্দ লীলাময় আমার প্রভু গিরিধারী নাগর শ্যামসুন্দর হোলী খেল্‌ছেন।

উৎসবময় শ্রীবৃন্দাবনে হোলী উৎসবে মুরলী চঙ্গ এবং ডফ্ এর ( ব্রজের প্রসিদ্ধ চপ্ নাম হোলী-গানের বাদ্য যন্ত্র) বাজ্‌না বাজ্‌ছে। খেলার সঙ্গিনী সব ব্রজগোপীগণ।

শ্রীমদনমোহন গোপীনাথ নিজ হাতে চন্দন,কেশর মিশ্রিত আবির মুঠো মুঠো করে চতুর্দ্দিকে সকলের উপর ছুড়ে মারছেন। নবঘন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে প্রাণপ্রিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণী সঙ্গিনীগণকে নিয়ে হোলিতে আবির ও রং খেলছেন।

সখিগণ করতালি দিয়ে চার রকম ধামার রাগে হোলি গান করছেন।

রসিক নাগর শ্রীশ্যামসুন্দর ফাগু খেলছেন। তাতে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ রস সাগর উৎথলে উৎথলে উঠছে।

মীরাবাঈ বল্‌ছেন—এই হোলী উৎসব আনন্দের দিনে আমি ও আমার প্রভু গিরিধর নাগরের সঙ্গে মিলে হোলী লীলার আনন্দ সাগরে ভাস্‌ছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ শ্রীরঞ্জনী, তাল তিতালা।

পায়ো জী মৈ তো রাম (শ্যাম নাম)
হরিনাম রতন ধন পায়ো।
বস্তু অমোলক দী···সদ্‌গুরু কিরপা কর অপনায়ো॥
জনম জনম কী পূঁজি পাই জগমে সভী খোবায়ো।
খরচৈ নহি কোই চোর ন লেবৈ দিন দিন বড়ত সদা॥
সৎকী নাব খেবটিয়া সৎগুরু ভব সাগর তর আয়ো।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর হরখ হরখ জস গায়ো॥১২॥

---

**আস্বাদনকণা** ঃ—ওগো, আমি তো শ্যাম বা হরিনাম রত্ন ধন পেয়েছি। সদ্‌গুরুর করুণাতেই সাধনের শ্রীনাম মন্ত্রাদি পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেব এই অমূল্য বস্তু শ্রীহরিনাম দীক্ষা মন্ত্রাদি দিয়ে কৃপা করে সম্বন্ধের বাঁধনে বেঁধে আপন করে নিয়েছেন।

ইহা জীবের জন্ম জন্মান্তরের মূল ধন। কিন্তু এই মায়া মোহময় জগৎ সংসারের মোহে পরমধন তথা দয়া দাক্ষিণ্য বিবেকাদি সব হারিয়ে ফেল্‌লাম।

এই হরিনাম বা প্রেমধন বড় বিচিত্র ধন। জগতের ধন রত্নাদি অনর্থ সৃষ্টি করে, চোর দস্যুতে চুরি করে নেয়। তাই মহৎজন বলে থাকেন—অর্থ উপার্জ্জনে কষ্ট, রক্ষা করতে হয় সাবধানে কষ্টে আবার ব্যয় হলেও দুঃখ হয়ে থাকে। অতএব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সর্ব্বাবস্থাতেই কেবল দুঃখদায়ী অর্থকে ধিক্কার। "বিগর্থং ক্লেশ-কারিণম্।"

আর সদ্‌গুরুর কৃপার এ অদ্ভুত ধন রত্ন দান। শ্রীগুরু দেবের দেওয়া শ্রীহরিনাম ধন যত দান করা হবে, যতই ভোগ করা হবে অর্থাৎ যতই শ্রীহরিনাম মুখে কীর্ত্তন গান করা যাবে, ততই এ ধন বাড়বে, মানে শ্রীনামকীর্ত্তন করতে আকাঙ্ক্ষা জাগাবে শ্রীনাম মাধুরীতে। অন্তে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অলঙ্কারে ভূষিত করে আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে রাখ্‌বে।

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।"

শ্রীনাম মহিমাতে মন প্রাণকে ভরিয়ে দেয়, তাই ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না নাম সুধা পানে। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমহা-প্রভুর অদ্ভুত বাণী "লক্ষপতি না হলে তার ঘরে বা হাতে ভোজন করেন না।"

এই লক্ষপতি জাগতিক অহংকার মায়া মমতা ও অনর্থ সৃষ্টি কারী ধনের মালিক লাখপতি নয়। মহাধন প্রীতির সহিত নিত্য লক্ষ হরিনাম গ্রহণ কারী ব্যক্তি। এই জাতীয় ব্যক্তি জাগতিক ধনী হোন বা নির্ধন হোন তার গৃহে বা হাতে সেবা গ্রহণ করেন।

এখানে তার্কিক বিতর্ক করতে পারেন—তার উত্তরে, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, জিজ্ঞাসু জনই পরমার্থ লাভের অধিকারী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মহাভারতের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অভিমানী দুর্য্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ করে, বিদুরের ঘরে সামান্য উপচার গ্রহণ করেছিলেন।

এই হরিনামই আবার কাম ক্রোধাদি মহাহিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ দুঃখ জ্বালাময় অপার সংসার সাগর উত্তীর্ণ করে আনন্দময় ধামে পৌঁছাবার একমাত্র অবলম্বন (নৌকা)। সদ্‌গুরু কাণ্ডারী হয়ে পার করে দেন।

মীরা বলছেন—শ্রীনামাশ্রয়ে ভজন মাহাত্ম্যে ভব সাগরের পরপারে গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগিরিধারী নাগরকে পেয়েছি এবং মনের আনন্দে বারংবার তাঁরই মহিমা গুণ গান করি ॥ ১২ ॥

---

## রাগ খাম্বাজ, তাল কহরবা।

মীরা মগন ভই হরিকে গুণ গায়।
সাঁপ পিটারা রাণা ভেজ্যা মীরা হাত দিয়া জায়।
নহায় ধোয় জব দেখন লাগী, সালিগরাম গই পায় ॥
জহর প্যালা রাণা ভেজ্যা মীরা হাত দিয়া জায়।
নহায় ধোয় জব পীবন লাগী হোগই অমর অচায় ॥
সুলী সেজ রাণানে ভেজী দীজো মীরা সুবায়।
সাঁঝ ভই জব সোবন লাগী মানো ফুল বিছাই ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**মীরাকে প্রভু সদা সহাই রাখে বিঘন হঠাই ।**
**ভজন ভাবমে মস্ত ডোলতী গিরিধর পর বলি জায় ॥১৩॥**

---

এই ভজন খানিতে দেবী মীরাবাঈ সাধুগুরু শাস্ত্রানুমোদিত শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রয়েই নির্ভয়ে পরমানন্দে থাকার উপায় বলেছেন ।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাণীতে—

"আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ ।"

শ্রীহরিপ্রেমে বিভোরা হয়ে মীরা ( আমি ) শ্রীহরিগুণ গান করি । তা না সইতে পেরে রাণা বিক্রমাজীৎ ঈর্ষাতে ( আমার ) জীবন নাশ করতে মহাবিষধর সাপ সুরম্য পাত্রে শ্রীশালগ্রাম বলে পাঠিয়ে দেয় । আমার প্রাতঃ কৃত্য শৌচ স্নানাদি সেরে পেটিকা খুলে দেখি সত্যিই আমার শ্রীগিরিধারীর বিলাস মূর্ত্তি শ্রীশালগ্রাম শিলা । সিংহাসনে বসালাম সেবা করতে ।

আর একদিন শ্রীচরণামৃত বলে মহাবিষ (হলাহল) পাঠান রাণা । যথা নিয়মে স্নানাদি সেরে পান করতে গিয়ে দেখি সত্যিই অমৃত ।

বার বার তৃতীয় বারে আমাকে মারতে শূলী সেজ (বিষাক্ত ছুঁই দিয়ে তৈরী সুরম্য বিছানা, যাতে শয়ন মাত্র বিষ ক্রিয়াতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

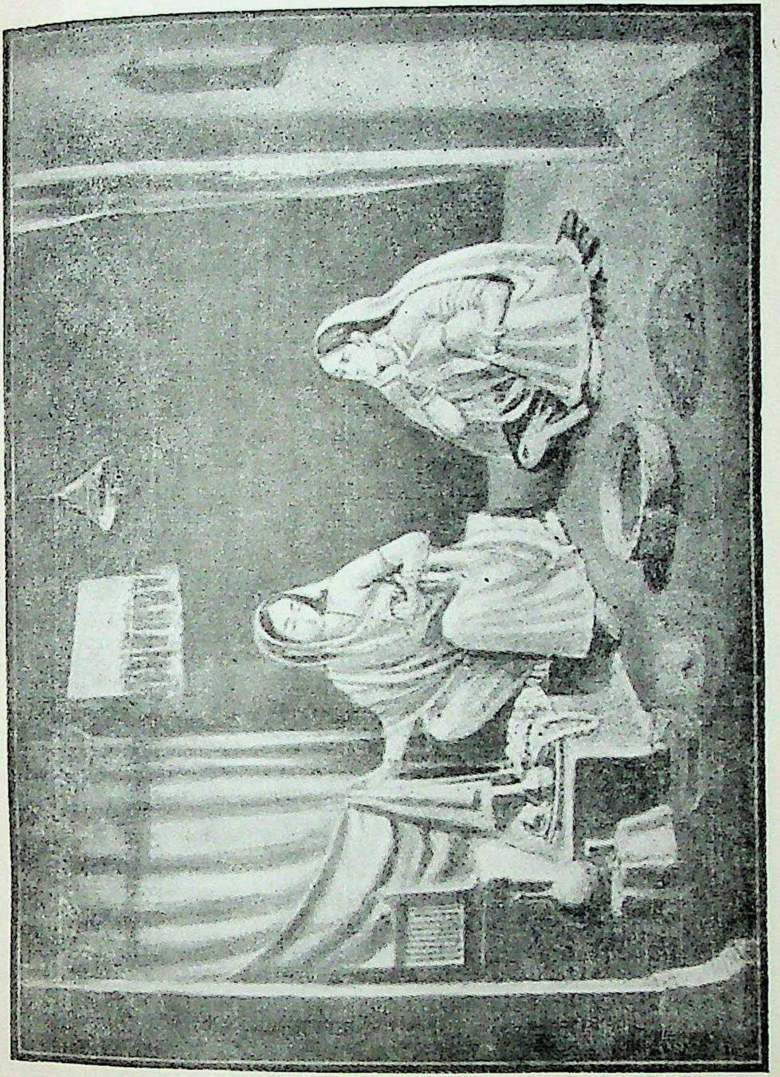

কালসাপ ; মীরা হচ্ছে শ্রীশালগ্রাম শিলারূপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মৃত্যু নিশ্চিত ) রাণা পাঠিয়ে দেয়। সেবিকারা যথাস্থানে রেখে দেয়।

দিবসের সর্ব্ব কর্ম সমাপণান্তে রাত্রিতে সেই বিছানাতে শয়ন করতে গিয়ে দেখি সত্যিই ঠিক যেন সুখের ফুল শয্যা।

মীরাবাঈ জানাচ্ছেন—( আমার ) প্রভু গিরিধারী নাগর সব সময়েই আমার একমাত্র সহায়, তাই সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, আর আমি ( মীরা ) গিরিধারীর জয় গানে বিভোর হয়ে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে থাকি ॥ ১৩ ॥

---

## রাগ হামীর, তাল তিতালা
## উৎকণ্ঠায় দর্শন প্রার্থনা

বসো মোরে নয়নমে নন্দলাল।
মোহনী মূরতী শ্যামরী সূরতি নৈনা বিশাল ॥
অধর সুধারস মূরলী রাজত উর বৈজন্তী মাল।
মোর মুকুট মকরাকৃত কুণ্ডল ঔর তিলক দিয়ে ভাল ॥
ছুদ্র (ক্ষুদ্র) ঘটিকা কটিতট শোভিত নূপুর শবদ রসাল।
মীরাকে প্রভু সন্তন সুখ দাই ভকত বৎসল গোপাল।১৪॥

---

হে নন্দলাল! তুমি আমার নয়নেই নিবাস কর। কে-না তোমাকে চোখে চোখে রাখতে চায়? ভুবন মনোহর তোমার ঘনশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি। আকর্ণ বিস্তৃত কমল নয়ন দু'টির কি মাধুরী? তাহাতে আবার সুন্দর অধরে মধুর মূরলী এবং বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তী ও বনমালার শোভাতে জগৎকে মোহিত করছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তোমার মস্তকে রত্নখচিত মোহন চূড়ায় ময়ূর পাখার চন্দ্রিকা, কর্ণযুগলে মকরাকার ছ'টি কুণ্ডল এবং ললাটে কস্তুরী কেসরের তিলক ঝল্‌মল করছে।

তোমার কটিবন্ধে কিঙ্কিণী জালের ও রাঙ্গা শ্রীচরণে সোনার নূপুরের সুরসাল মনোহর ধ্বনিতে জগৎকে মধুময় করছে।

এইরূপ তুমিই মীরার (আমার) প্রভু, সাধুগণের সুখ-বিধানকারী ও ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীগিরিধারী গোপাল।

সুরসাগরে ইহার অনুরূপ বর্ণনা পদ আছে। যথা—

বসো মেরে নয়ননমে নন্দলাল।
সাঁবরী সূরতি মাধুরী মূরতি রাজীব নয়ন বিশাল।
মোর মুকুট মকরাকৃত কুণ্ডল ঔর তিলক দিয়ে ভাল।
বাজুবন্দ জহরকে ভূষণ নূপুর শবদ রসাল।
সুরদাস প্রভু মোহন পিয় ভক্তনকে প্রতিপাল ॥ ১৪ ॥

---

রাগ সাবনী কল্যাণ, তাল তিতালা
( ভাবোন্মত্ততায় প্রলাপোক্তি, রাজস্থানী ভাষা )

পপইয়া রে পিবকী (পিয়কী) বাণী ন বোল।
সুনি পাবেলী বিরহিনীরে থারী রালেলী পাঁখ মরোর ॥
চাঁচ কটাঊঁ পপইয়রে উপর কালোর লূন।
পিয় মেরা ম্যায় পিয়কীরে তু পিয় কহৈ স কূণ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



থারা শবদ সুহাবনারে জো পিয় মিলা আজ।
চাঁচ মঢ়াউ থারী সোওনীরে, তু মেরে সির তাজ ॥
প্রীতমকুঁ পতিয়া লিখুঁরে কাগাতুঁ লে জায়।
জাই প্রীতমসু য়ু কহৈ রে থাঁরী বিহরণ ধান ন খায় ॥
মীরা দাসী ব্যাকুলীরে পিয় পিয় করত বিহায়।
বেগি মিলো প্রভু অন্তরযামী তুম বিনু রহ্যৌ
ন জায় ॥ ১৫ ॥

---

এই ভজন খানিতে বিরহাবস্থায় মিলনোৎকন্ঠিত মীরাবাঈ এর প্রলাপোক্তি—

আস্বাদনকণা :—ওরে পাপিহা তুই আর প্রিয়তমের কথা বলিস্‌নে। তোর প্রিয় প্রিয় ডাক শুনে বিরহ জ্বালায় অধীর হয়ে তোর পাখা মুচড়ে ধরব। ঠোঁট কেটে তার উপর নূন্‌ ছিটিয়ে দেব।

শ্রীশ্যামসুন্দর গিরিধারী আমার প্রাণ প্রিয়তম; আমি প্রিয়তমের (শ্রীগিরিধারী লালের) তুই প্রিয়তম, প্রিয়তম বল-ছিস্ সে আবার কিরে? আবার বল্‌ছেন—তোর প্রিয় প্রিয় ডাক বড় মিষ্টি রে। যদি তোর ঐ প্রিয় প্রিয় ডাকের শুভ সূচনায় প্রিয়তমকে পাই, তাহলে তোর ঠোঠ দুটো সোনা দিয়ে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেব, তোকে মাথার মনি করে রাখব। যিনি হরি মিলিয়ে দেন, তিনি নমস্য। পুনঃ ভাবান্তরে বলছেন—ওরে কাক,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আমি প্রিয়তমকে পত্র লিখছি, তুই নিয়ে গিয়ে প্রাণনাথকে এই সংবাদ বল্‌বি যে—তোমার বিরহে মীরা অনশনে আছে। তোমার বিরহে কাতরা হয়ে সেবিকা দাসী মীরা হে প্রিয়তম। হে প্রিয়-তম! হে প্রিয়তম! ডাক ছাড়ছে।

অবশেষে সকলের ভরসা ছেড়ে নিজেই বল্‌ছেন—হে প্রিয়তম! হে অন্তরযামী প্রভু তুমি অতি শীঘ্র এসে দর্শন দাও। আমি আর যে থাকতে পারছি না।

বিরহে উন্মত্ততাতে উল্টো পাল্টা আলাপের নাম প্রলাপ ॥ ১৫ ॥

---

## রাগ সুরদাসী মল্লার, তাল তিতালা।

(ঝুলনাদি বর্ষা বিহার লীলা বর্ণনা।)

বরসৈ বদরিয়া সাবনকী
সাবনকী মনভাবনকী।
সাবনমে উমগ্যো মেরো মনবা
ভনক সুনী হরি আবনকী।
উমর-ঘুমড় চহুঁ দিসিসে আয়ো
দামণ দমকে ঝর লাবণকী।
নান্হীং নান্হীং বুঁদন মেহা বরসৈ
শীতল পবন সোহাবনকী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
আনন্দ মঙ্গল গাবনকী ॥ ১৬ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা ঃ**—শ্রাবণের ঘনমেঘ হ'তে অনবরত বৃষ্টি ধারা ঝরছে। মনোহর শ্রাবণ মাসে মন প্রাণ মাতান সুখকর সময় বর্ষাতে চাষী সুখে চাষ করে শরীর ধারণ ও পুষ্টীর ধান্যাদি রোপণে আনন্দ লাভ করে।

আর ভক্ত ও প্রেমীজন আত্মা ও মন পুষ্টীকারী বর্ষা বিহার ঝুলনাদি লীলা স্মরণ মননে আনন্দে বিভোর থাকেন।

বর্ষাবিহারের জন্য শ্রীহরির (শ্রীগোবিন্দের) আগমনের সংকেত ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাই, মন আমার উতলা হয়েছে শ্রাবণ মাসেতে।

বর্ষার মেঘ গুলো কি সুন্দর মনোহর ভঙ্গিতে উল্টো পাল্টা চারিদিক থেকে ঘুরে ফিরে আসছে ও যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে মেঘগুলোয় বিদ্যুৎ চম্‌কে লাবণ্যের ধারা বহিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল বিন্দুরূপে যেন স্নেহ প্রীতি বৃষ্টি হচ্ছে। সাথে সাথে সুখস্পর্শ মৃদু শীতল বায়ুও বইছে।

মীরাবাঈ বলেছেন—আমার প্রভু শ্রীশ্রীগিরিধারী নাগ-রের (লালের) মঙ্গলজনক ও আনন্দ দায়ক বর্ষাবিহার ঝুলনাদি লীলা কীর্ত্তন গান করার দিনই শ্রাবণ মাস। এই সময়ে ভারতে সর্ব্বত্রই ঝুলন যাত্রানুষ্ঠান প্রসিদ্ধ। এই লীলামৃত পানই জীবের জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা ছাড়া বাঁচিয়াও মরা। "জীবন্মৃত গোবিন্দদাস" সে লীলামৃত পান বিনে, যদি খায় অন্ন-পানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ নব জলধর　　　　　　　　জগৎ জীবশস্য পর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার" ॥ ১৬ ॥

---

## রাগ ভীম পলাশী, তাল তিতালা

( বিরহে দর্শন প্রার্থনা )

গোবিন্দ কবহুঁ মিলে পিয়া মেরা।
চরণ কমলকো হঁস হঁস দেখু রাখু নৈনা নেরা।
নিরখনকুঁ মোহি চার ঘনেরো কব দেখুঁ মুখ তেরা।
ব্যাকুল প্রাণ ধরত নহি ধীরজ মিল তু মিত সবেরা ॥
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর তাপ তপন বহুতেরা ॥১৭॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—কতক্ষণে আমি প্রিয়তম গোবিন্দকে লাভ করব ? মনের সুখে হাঁসতে হাঁসতে চরণ কমল দু'টি দর্শন করব এবং চোখের সামনেই রাখব অর্থাৎ নিকটে রেখে প্রাণভরে দর্শন করব।

তোমার দর্শনের আশায় চাতকের মত চেয়ে আছি। কতক্ষণে তোমার চাঁদমুখখানি দেখতে পাব ?

মন প্রাণ আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, ধৈর্য্য আর ধরতে পারছি না। অতএব হে প্রাণবন্ধু ! তুমি শীঘ্রই দর্শন দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরাবাঈ বল্‌ছেন—( হে আমার প্রভু গিরিধারী) তোমার বিরহের অসহ্য জ্বালা আর সইতে পারছি না।

এই ভজনখানি শ্রীশ্রীগৌর ও গৌরগণের ভাবানুগামী। যথা শিক্ষাষ্টকের—

"যুগায়িতং নিমেষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দ বিরহেণ মে" ॥ ১৭ ॥

---

রাগ কামোদ, তাল ত্রিতালা

আলীরী মেরে নৈনাঁ বাণ পড়ী।
চিত্ত চড়ো মেরে মাধুরী সুরত ঔর বীচ আন অড়ী।
কবকী ঠাঢ়ী পন্থ নেহারু অপনে ভবন খড়ী॥
কৈসে প্রাণ পিয়া বিনু রাখুঁ জীবন মূল জড়ী।
মীরা গিরিধর হাত বিকানী লোগ কহে বিগড়ী॥ ১৮ ॥

---

**আস্বাদনকণা** ঃ—সই রে আমার নয়ন পথে বাণ ডেকেছে। রূপ মাধুর্য্য সুষমার বন্যার বেগ মনকে প্লাবিত বা ডুবিয়ে হৃদয় পূর্ণ করে কণ্ঠে এসে আটকে আছে।

কবে থেকে ( নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ ) নিজ গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে আশাপথ পানে চেয়ে অপেক্ষা করছি, ভুবন আলো করা প্রাণ বন্ধুর জন্যে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



কতক্ষণে প্রাণনাথ আস্‌বেন ? আর যে বিলম্ব সইছে না, প্রাণ যায় যায়।

হে প্রিয় সখি ! তুমি আমায় বলে দাও তো, জীবনৌষধি প্রাণ প্রিয়তম বিনা কেমন করে বেঁচে থাকি।

আমার অবস্থা কেউ বোঝে না, আমি ( মীরা ) জগৎ স্বামী পরম পতির শ্রীচরণে বিকেয়েছি ( আত্ম সমর্পণ করেছি, আত্ম নিবেদন ) তাঁরই বিরহে ছট্‌ফট্‌ করছি।

আমার এ ভাব আচরণ দেখে পরমার্থ ভাবনা দৃষ্টি হীন লোকে বলে আমি ভ্রষ্টাচারী ( ব্যভিচারী ) হয়েছি।

কামী ও প্রেমীজনের বাইরে হাব-ভাবাদি এক রকম বলে অজ্ঞানীজন সাধারণ প্রেমীজনকেও নিজ ভাবানুরূপ মনে করে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত। যথা—

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥"

"কামের তাৎপর্য্য নিজ (ইন্দ্রিয়) সম্ভোগ কেবল।

প্রেমের স্বভাব কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য প্রবল ॥" চৈঃ চঃ।

ভক্তনারী পুস্তকে কৃপাসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সী মীরাবাঈ এর জীবনীতে পাওয়া গিয়াছে—

এক দুরাত্মা, ভক্তশিরোমণি দেবী মীরাবাঈকে অবাধে ভক্তজন সাধারণ সঙ্গে ভজন কীর্ত্তন করতে দেখে মুগ্ধ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



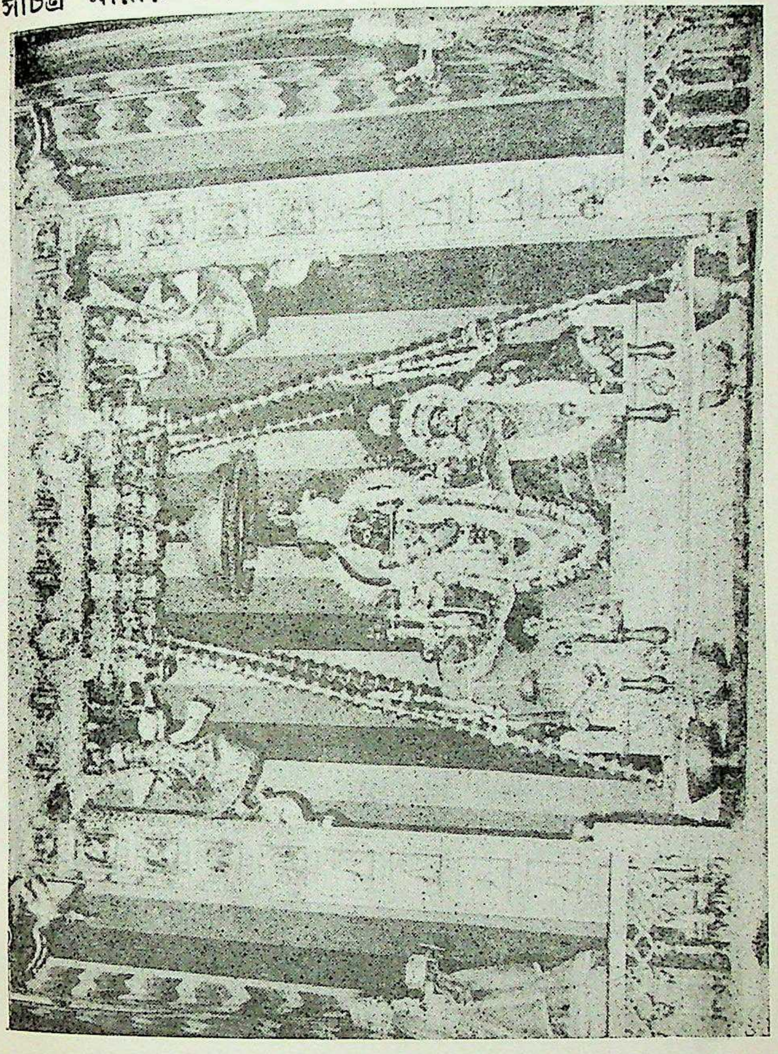

ঝুলনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী, জয়পুর
( শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রকটীকৃত ও সেবিত )

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অতিশয় কামান্ধ হওয়াতে কাম ভোগের লোভে অধীর হয়ে একদিন মীরাবাঈ এর নিকটে এসে বলেন "আমি গিরিধারীর সখা, আপনার সঙ্গ করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

দেবী মীরাবাঈ বলেন—ভাল কথা, আপনাকে যখন পাঠিয়েছেন তখন আপনি তার নিজ জন। অতএব প্রিয়তমের জনকে সেবা দ্বারা সুখী করা কর্ত্তব্য। আপনি বিশ্রাম করুন, ভোজন করুন।

তারপর ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিছানাদি পাতিয়া বল্লেন—আসুন মহারাজ।

তখন সেই দুষ্ট ব্যক্তি মীরার কানের কাছে গিয়ে বলেন—এত লোকের মধ্যে কি স্ত্রী পুরুষ সঙ্গ করা হয়।

দেবী মীরাবাঈ বললেন—আচ্ছা, বলুন তো—এমন কোন স্থান আছে যেখানে আমার গিরিধারী নাই। তা ছাড়া চন্দ্র, সূর্য্য, দিক, দেশ, কাল, ধর্ম্ম সকলেই জীবের কর্মের সাক্ষী থাকেন।

মীরাবাঈ এর তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানোপদেশ কথা শুনে দুরাত্মা ধর্ম্মাত্মায় পরিবর্ত্তন হলো।

দেবীর চরণে কাঁদিতে কাঁদিতে কৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন "অদ্ভুত এই ভক্ত স্পর্শ মণির প্রভাব।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরাবাঈজীর করুণায় ভক্তজীবন লাভ করে ধন্য হলেন। উচ্চকোটি মহাত্মার সঙ্গ প্রভাব এইরূপ—

"ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" ॥ ১৮ ॥

---

## রাগ সহানা, তাল চর্চরী

(সাধকোচিত প্রার্থনায় লোক শিক্ষা)।

মীরাকো প্রভু সাঁচী দাসী বানাও।
ঝুঠে ধন্ধোসে মেরা ফন্দা ছুটাও।।
007383
লুটেহী লেত বিবেককা ডেরা।
বুধি বল যদপি করু বহু তেরা।।
হায়! হায়!! নহি কছু বস মেরা।
মরতী হুঁ বিবস প্রভু ধায়ো সবেরা॥
ধর্ম্ম উপদেশ নিত প্রতি শুনতী হুঁ।
মন কুচাল্‌সেভী ডরতী হুঁ।।
সদা সাধু সেবা করতী হুঁ।
সুমিরণ-ধ্যানমে চিত ধরতী হুঁ।।
ভক্তি মারগ দাসীকো দিখলাও।
মীরাকো প্রভু সাঁচী দাসী বানাও॥ ১৯॥

---

আস্বাদনকণা :—হে প্রভু গিরিধারী—আমাকে তোমার সত্যিকারের সেবিকা দাসী করে নাও।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই মায়াময় অনিত্য জগতের মমতা বন্ধন হতে মুক্ত করে নিত্য সেবানন্দে ডুবিয়ে রাখ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দস্যুগণ (আমার) বিবেকের, শম, দম, তিতিক্ষাদি এবং জ্ঞান ও ভক্তি আদি সকল সম্পদ লুটপাট করে নিচ্ছে, অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির প্রভাবে তাদের অধীন হয়ে ভাল মন্দ বিচারহীন পশু তুল্য হয়ে পড়েছি।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও মায়ার বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি না। ক্ষুদ্র জীব শক্তিতে মায়ার কবল মুক্ত কঠিন ব্যাপার।

একমাত্র মায়াধীশের শরণ নিতে পারলেই নিস্তার পাওয়া যায়---যথা গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের বাণী--

"দৈবী-হ্যেষা-গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে---

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥

( চৈতন্য চরিতামৃত )।

মায়িক জীবের জ্ঞানোদয় হ'লে যেরূপে শ্রীভগবচ্চরণে সকাতরে প্রার্থনা করে থাকেন, সিদ্ধ এবং পরিকরগণও তদ্রূপে দৈন্য প্রকাশ করে থাকেন। এটাই বৈচিত্রী।

মায়িক জগতে সামান্যতেই গর্বে ফেটে পড়েন। আর পরমার্থ ভক্তি রাজ্যে যিনি যতই উর্দ্ধে উঠেন, তিনি ততই প্রেম-ধনে ধনী হয়ে বিনীত হন।

"ফলেনানমন্তি বৃক্ষাঃ" নীতিশাস্ত্র। এইসব লক্ষণ ভক্তের।

যাক্ মধুর ভাবসিদ্ধা দেবী মীরাবাঈ অদ্ভুত ভাব তরঙ্গে ব্যাকুল হয়ে প্রিয়তমের শ্রীচরণে কাতরে প্রার্থনা করছেন—হায় গিরিধারী শ্যামসুন্দর প্রভু! কি করব কোন সামর্থ্যই নাই যে আমার, মায়ার হাত থেকে কেমন করে বাঁচব? মরে গেলাম, সত্বর এসে বাঁচাও, বাঁচাও প্রভু।

আমি নিয়মিত প্রতিদিন ধর্ম উপদেশ কথা শুনি, অসৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ সঙ্গকে অন্তর থেকেই ভয় করে দূরে থাকি। সাধু সেবাও সব সময়ে করে থাকি। ইষ্ট দেবের শ্রীচরণে ধ্যান দ্বারা মনকে লাগিয়ে রাখছি, তথাপি ঠিক থাকতে পারছি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তাই কাতরে নিবেদন করছি—তুমি আমাকে ( সেবিকা দাসী মীরাকে তথা সাধকমাত্রকে ) বিশুদ্ধ ভক্তিপথে নিয়ে চল।

পুনরায় শ্রীচরণে বার বার সকাতরে বল্‌ছি—হে প্রভু গিরিধারী নাগর তুমি আমাকে প্রকৃত দাসী সেবিকা তৈরী করে নাও। আমি কিছু জানি না, বুঝি না।

দেবী মীরাবাঈ এর এই ভজন খানির সার শিক্ষা—সাধন সতর্কতা সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর প্রভুর কৃপাতেই মায়াতীত হয়ে সেবকত্ব লাভ করা যায়।

তাই বলেন—শ্রুতি স্মৃতিতে—"যমেবৈষঃ বৃণুতে তেনৈব লভ্য।" ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

---

## রাগ আসাবরী, তাল তিতালা

( বিরহে দর্শন প্রার্থনা )।

প্যারে দরশন দীজো আয়,
তুম বিনা রহো ন জায়।
জল বিন কমল, চংদ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখে বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরুঁ রৈন দিন,
বিরহ কলেজো খায় ॥
দিবস ন ভুখ নীদ নহি রৈনা,
মুখসো কহত ন আবে বৈনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



কহাঁ কহুঁ কছু কহত ন আবৈ
মিলকর তপন বুঝায় ॥
কেউ তরসাও অন্তরযামী
আয় মিলো কিরপাকর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুম্হারে পায় ॥ ২০ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—হে প্রিয়তম প্রাণনাথ! তোমার বিরহে আমার প্রাণ যায় যায়। শীঘ্র এসে দর্শন দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

দেবী মীরা প্রেমী ভক্তগণের বিরহের অবস্থাটির বিষয় জানাচ্ছেন—দেখ ওশোন, জল থেকে তুল্‌লে পদ্ম যেমন শুকিয়ে মলিন হয়ে নষ্ট হয়। চাঁদের অভাবে রাত্রি যেরূপ ঘোর অন্ধকারে ভীষণ হয়, তেমনি (আমার পক্ষে) তোমার অদর্শন পরিপূর্ণ পৃথিবী শূন্য ও অন্ধকার পূর্ণ।

তাই অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরি ফিরি, দারুণ বিরহে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে খায়। দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, রাত্রিতে নিদ্রাও নাই।

বিরহ ব্যথায় এত কাতর যে মুখে কথা বলার শক্তিও নাই। কি করব, কোথায় যাব, কিছু বল্‌তে ও বুঝতে পারছি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

হে অন্তর্যামি প্রভু! তুমি কি আমার ( বিরহী জনের ) অবস্থা বুঝতে পারছ না ? হে প্রাণনাথ! অনুগ্রহ করে শীঘ্রই এসে দর্শন দাও।

জন্ম জন্মান্তরের সেবিকাদাসী মীরা তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণতা হয়ে দর্শন ভিক্ষা করছে ॥ ২০ ॥

---

## রাগ প্রভাতী, তাল তিতালা

( প্রভাতে মা যশোদার গোপাল জাগান )।

জাগো বংশীবারে ললনা জাগো মোরে প্যারে।
রজনী বীতী ভোর ভয়ে হ্যায় ঘর ঘর খুলে কিবারে।
গোপী দহী মথত সুনিয়ত হ্যায় কঁগণাকে ঝন্‌কারে ॥
উঠো লালজি ভোর ভয়ে হ্যায় সুর নর ঠারে দ্বারে।
গ্বাল বাল সব করত কুলাহল জয় জয় শবদ উচারে ॥
মাখম রোটী হাতমে লীনী গউওনকে রখবারে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর শরণ আয়াকুঁ তারে ॥ ২১ ॥

---

**আস্বাদনকণা** :— দিবানিশি স্মরণ মনন কীর্ত্তন ভজন পরায়ণা মীরাবাঈ তাঁর গিরিধারী নাগরের বাল্যলীলা স্ফূর্ত্তিতে প্রাতে মা যশোদা রাণীর শ্রীবাল গোপাল জাগানোর সর্ব্বমনো-রম বাল্যলীলার চিত্রটি অঙ্কিত করে উপহার দিয়ে গেছেন জগদ্বাসীকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



প্রাতঃকালে যশোদা মা অঞ্চলের নিধি গোপালকে জাগাচ্ছেন—বাবা গোপাল নীলমণি আমার, বৎস বংশীধারী আমার উঠ উঠ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়। উঠে দেখ বাবা প্রভাত হয়েছে, আর রাত নাই। আর কেউ ঘুমোচ্ছে না, গোকুল বাসী সবাই উঠে দরজা খুলেছে। প্রাতঃ কর্মে সবাই লেগে পড়েছে।

ঐ শোন—গোপীরা দধি মন্থন করছে। তাঁদের হাতের কঙ্কণের মধুর ঝঙ্কার ধ্বনির সঙ্গে তালে তালে তোমার গুণ গান করছে।

বাবা কানাই সকাল হয়েছে উঠ, উঠে দেখ প্রভাতকালে তোমাকে দেখতে দেবতা, মানব, মুনি ঋষি দরজাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

তোমার সখার দল হৈ চৈ করছে—আর বল্‌ছে, আমাদের ভাই কানাই এর জয় হোক, কানাইয়া ভাইয়ার জয় জয় হোক, জয় হোক বার বারই বল্‌ছে।

গোপবালকগণ মাখন মিশ্রি হাতে নিয়েই অপেক্ষা করছে, তাদের প্রাণের ভাই কানাইকে খায়াইয়ে খাবে বলে।

মীরাবাঈ বলছেন— যিনি তাঁর প্রভু গিরিধারী নাগরের শরণ নেবেন ( শরণাগত হবেন ) তাঁকে দুঃখময় সংসার সাগর হতে উদ্ধার করে এইরূপ ( বাললীলাদি ) লীলা আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে রাখেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ গুণকলী, তাল তিতালা

( অভিসারিকা মীরার উক্তি, রাণার প্রতি )

ম্যায় তো গিরিধরকে ঘর জাউঁ।
গিরিধর হমারো সাঁচো প্রীতম্ দেখত রূপ লুভাউঁ॥
রৈণ পড়ে তবহী উঠ্ জাউ, ভোর ভয়ে তব উঠি আউঁ।
রৈণা দিনা ওয়াকে সংগ খেলুঁ, জ্যুঁ ত্যুঁ তাহি রিঝাউঁ॥
জো পাহরাবৈ সোই পহিরু জো দেই সোই খাউঁ।
মেরী উন্‌কী প্রীতী পুরাণী ন্তন পল ন রহাউঁ॥
জহাঁ বৈঠাবে তিতহী বৈঠুঁ, বেচৈ তো বিক জাউঁ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর বার বার বলি জাউঁ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—অজ্ঞানান্ধ মীরার দেবর রাণা বিক্রমাজীৎ মনে করেছিলেন কঠোর শাসনে আয়ত্তে আস্‌বে। তাই মীরার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন একের পর এক। প্রথমে বোন উদাবাঈ ও মীরার সহচরী পৃথুলাকে দিয়ে বুঝিয়ে রাজনিয়মে বিলাস ব্যসনে পর্দ্দানবীশে থাক্‌তে বলেন। তাতে অকৃত কার্য্য হয়ে শম, দম, দণ্ড ও ভেদনীতি অবলম্বন করলে, নিষ্কাম ভক্ত ও প্রেমীজনের নিশ্চয়তা এবং নিজের স্থির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরাবাঈ বলেন—রাণা ! তুমি আমাকে যাই বলনা কেন ? আমি তো শ্রীগিরিধারীর নিকট যাবোই। কেননা, তিনিই আমার সত্যিকারের প্রিয়তম।

তাঁর মন প্রাণ জুড়ান লোভনীয় মনমোহন রূপ দর্শনে কৃতার্থ হব। অতএব দিনে নানা কারণে তাঁর নিকটে যেতে না পারলেও মনে প্রাণে শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবা ও সঙ্গ সুখ ভোগ করব। কিন্তু রাত হলেই অমনি অভিসার করব। প্রাতঃ হলেই আবার ফিরে আসব তার সঙ্গসুখের নেশা নিয়ে।

দিবানিশি তাঁরই ( শ্রীগিরিধারীর ) সঙ্গে বিহার করব, যাতে তিনি সুখ পান, সেই ভাবেই সুখী করব তাঁকে।

সাধক জীবনীতে রাত্রিকাল সাধকের সাধনার প্রশস্ত সময়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাতেও রাত্রির বিশেষ মহত্ত্ব যেমন রাস, নিত্যরাস। সেবাকুঞ্জ এবং নিকুঞ্জবনে নিত্যবিলাসাদি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরাদিতে রাত্রিতে শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন রাস।

শ্রীগীতা উপনিষদ্ শাস্ত্রেও রাত্রিকাল সাধকগণের পক্ষে দিনরূপে বর্ণনা করেছেন, যথা—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ইহার অর্থ দুরকম ১ম বহিরর্থ দিনে জীবসমুদায়ের কর্ম চঞ্চলতার বাতাবরণে ভজনসাধনের প্রতিকূল বোধে অথবা সাধারণের নিকটে গোপনের জন্য দিনে নিদ্রা যান। প্রসিদ্ধও আছে, "ভজন ও ভোজন" গোপন।

২য়—আভ্যন্তরীকার্থ— সাধারণ মনুষ্যাদি জাগতিক দেহ-গেহাদি ধনাদিতে সচেতন, পরমার্থ বিষয়ে অচেতন। অতএব দিনেই রাত্রি। আর ভক্তিসাধক ও যোগীগণ রাত দিন সব সময়েই পরমার্থ বিষয়ে সজাগ। অতএব দিন এবং বিষয় বৈভব দেহ গেহাদি সম্পার্কে বিস্মৃত। তাহাই প্রেমী ভক্তগণের রাত্রি।

দেবী মীরার অন্য ভজন পদে—"**প্যারে দরশন দীজ্যো আয়······জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী ত্যায়সে তুম দেখে বিন সজনী।**"

মহাজনের আচরণে শ্রীপাদরূপ সনাতনাদি চরিত্রে—"ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা·········চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বাণী—"দৃষ্ট শ্রুত এবং মনের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিত বিষয়ই স্বপ্ন রূপে প্রকাশ পায়।

যা হউক, রাণা তুমি যদি বল, ভোজন আচ্ছাদনের জন্যও কষ্ট পাবে। তার জন্য আমি প্রস্তুত বহু পূর্ব্ব হতেই হয়ে আছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তিনি ( গিরিধারী ) আমাকে মোটা সোটা বস্ত্র যা দেবেন তাই পরিধান করব, আর প্রসাদীরূপে যা দেবেন, তাই সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করব।

তাঁর সঙ্গে প্রীতি ভালবাসা আমার শুধু এ জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের। অতএব গিরিধারীকে ছেড়ে ( পলমাত্র ) অল্প সময়ও থাক্‌তে পারব না।

আমার ( আমাদের ) যিনি প্রভু ( স্বামী ) প্রিয়তম। মায়ার মোহে তাঁকে আমরা চিন্‌তে বা জান্‌তে পারছি না। তাই অস্থানে ভাল বাস্‌তে প্রেম প্রীতি করতে যাচ্ছি স্থায়ী হচ্ছে না। আঘাতের পর আঘাত পেয়েও ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে পারছি না। আর সত্যিকারের প্রিয়তমকে ভুলে থাকাটাকে কিছুই মনে করি না। জাগতিক প্রীতি ভালবাসা অনিত্য, তাই ক্ষণে হচ্ছে ও ক্ষণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,—"হোয় হোয় মিটজাসী, ঝুঠা প্রেম জগৎক্য।" বাস্তব প্রেম কিন্তু নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নাশ হয় না।

যা হোক, কৃষ্ণপ্রাণা দেবী মীরাবাঈ বলেছেন—শোন রাণা আমার নিজ সত্তা কিছুই নাই। শ্রীগিরিধারী লাল যদি আমাকে কোথায় বিক্রয় করেও দেন, তাতে আমি বিক্রীত হয়ে গিয়েও আমার প্রভু গিরিধারী নাগরের অনন্ত মহিমা গুণ কীর্ত্তন করব আত্মহারা হয়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ ললিত, তাল তিতালা

হমরো প্রণাম বাঁকে বিহারীজীকো।
মোর মুকুট মাথে তিলক বিরাজৈ কুণ্ডল ঝল্‌কারীকো॥
মধুর অধর পর বংশী বজাবৈ, রীঝ রীঝাবৈ রাধা-
প্যারীকো।
এহ ছবি দেখ মগন ভই মীরা, মোহন গিরিবর-
ধারীকো॥ ২৩॥

---

ত্রিভঙ্গভঙ্গিম যুগলস্বরূপকেই মীরা প্রণাম নিবেদন করছেন এই পদে।

হে গিরিধারী অখিলজন মনমোহন তোমার ত্রিভঙ্গ বাকা মূর্ত্তিকে বার বার প্রণাম করি। প্রণামই ভক্তিসাধনার প্রাণ। প্রণাম শব্দের অর্থ বিশেষরূপে নত হওয়া, তাহা আবার কায়, মন, বাক্য সহ শারীরিক নততা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদি প্রণামের রূপ ও মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মসংহিতাতে স্তবে জানিয়েছেন। শ্রীগীত গোবিন্দের প্রসিদ্ধ জয়দেবী পদে জানা যায় শুধুই প্রণামের কথা—"তব চরণে প্রণতা বয় হে" ইহার নাম "শরণাগতি"।

রুক্মিণীদেবীও তাঁর অভীষ্ট সংবাদ বহনকারী ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোত্তম প্রণামই প্রদান করেছিলেন, "নাপশ্যৎ প্রিয়মন্যৎ ননাম সা।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তাই এই মহামহিম প্রণাম, প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মধুরভাবসিদ্ধা গিরিধরগত প্রাণা দেবী মীরাবাঈ প্রিয়তমের মনমোহক রূপ বর্ণনার পূর্ব্বে পরম প্রতিভরে প্রণাম করেছেন।

দেখ দেখ আমার গিরিধারীর মস্তকের মুকুটে নব ময়ূর পুচ্ছের আভাতে "নবমেঘে সৌদামিনীর ( বিদ্যুতের ) শোভাকে মলিন করে দিচ্ছে। ললাটে কেসর ও কৌস্তুরীর তিলক এবং কর্ণযুগলে দোদুল্যমান রত্নখচিত কুণ্ডল দু'টি গণ্ডস্থলের সুচিক্কণ প্রভায় প্রতিফলিত হয়ে রূপ-ঝলমল করছে।

তাতে আবার বিম্বফল সদৃশ লাল টুক্‌টুকে সুন্দর অধরে মোহন রাধানামে সাধা বংশী সুরে প্রাণপ্রিয়তমা শ্রীশ্রীরাধারাণীকে আপ্যায়িত করছেন।

মীরাবাঈ বলছেন—তাঁর শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী নাগরের সেই মনমুগ্ধকর মদনমোহন শ্রীরাধাগিরিধারীর রূপ দর্শনে বিভোরা হয়ে আছেন।

---

**বিঃ দ্রঃ** মীরা ভজনাবলীর এই পদখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ— ১ নং শ্রীমতী মীরাদেবীর ভজনপদে "শ্রীরাধার নাম বা আনুগত্য নাই" এই সংশয়ের নিরসন করে। এ দীন দাসের ক্ষুদ্র সংগ্রহে আরও কয়েকটি ভজনপদে শ্রীরাধারাণীর নাম এবং আনুগত্যের বিষয় পাওয়া গেছে। তাছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গদাসী যখন বলেছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তখন শ্রীরাধাদাসী হতে কি বাকী থাকল ? শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের বাণী—

"যথা যথা গৌর পদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোপসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥"

সরস্বতীপাদ জানিয়েছেন—অসংখ্যপুণ্যকারী ব্যক্তির শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ চরণকমলে যে পরিমাণ ভক্তি লাভ করিবেন। ঠিক সেই মাত্রায় শ্রীশ্রীরাধাচরণারবিন্দে সেই ভাগ্যবানের (গৌর ভক্তের) হৃদয়ে অকস্মাৎ (তৎক্ষণাৎ) শ্রীরাধাসুধাসমুদ্র হৃদয়ে পদসুধারাশি উছলি উঠিবে।

২ নং (ক) "মেরো প্রণাম বাঁকেবিহারীজিকে" ভজনের "শ্রীবাঁকেবিহারীজী"। (খ) "আলী ম্‌হানে লাগে বৃন্দাবন নীকো" ভজনের "শ্রীগোবিন্দজী"। এবং (গ) নিপট বংকট (বাকা) ছবি অটকে" ভজন খানির "শ্রীমদনমোহনজী"।

এই তিন পদানুযায়ী দেবী মীরাবাঈ বৃন্দাবনে (এসে) ঐ তিন মন্দির দর্শন করেছিলেন—এই মতকে নিরাশ করে। কারণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (নাতি) শ্রীবজ্রনাভ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন। গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল (গোবর্দ্ধনধারী গোপাল) ও শ্রীহরিদেব এইরূপ ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ বহু বিগ্রহ স্থাপন করেন। যা পরে আমাদের আচার্য্য গোস্বামী-গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় লুপ্ত ব্রজধামে আসিয়া শ্রীগোবিন্দ…

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



গোপাল দেবাদি প্রকাশিত ও সেবিত হন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদের শ্রীগোপাল ( শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ) বর্ত্তমানে উদয় পুর রাজ্যে শ্রীনাথ নামে সেবিত হইতেছেন।

তখনকার দিনে বিষ্ণু-উপাসক মাত্রই ভাই ভাই আপন ছিল। তাই সেবা বিষয়েও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

যাক দেবী মীরাজি নিশ্চয় বৃন্দাবন মধ্যস্থলে শ্রীরাধাগোপী নাথ ও অন্যান্য বিগ্রহও দর্শন করেছিলেন। সেই সব পদে পাওয়া যায় না বা সকল বিগ্রহের নামে পৃথক্ পদ রচনার প্রেরণা পান নাই, অথবা মীরাবাঈ এর এ বাকেবিহারী শ্রীগোপীনাথ হবেন। কারণ এই পদে "রীঝাবৈ রাধাপ্যারীকো" শব্দ থাকাতে যুগল বিগ্রহই বুঝাচ্ছে।

আর শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী একক মূর্ত্তি, বামে শ্রীরাধা নাই। অতএব মীরাবাঈ এর এ বাকেবিহারী যুগল শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথই স্থির সিদ্ধান্ত।

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবের অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে সাত দেবালয় প্রসিদ্ধ।

তন্মধ্যে আবার শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন প্রসিদ্ধ ॥ ২৩ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

পগ-ঘুঁঘুর বাঁধী মীরা নাচীরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ পীলু, তাল কহরবা

( প্রেমোন্মত্তা মীরার নিজাবস্থা বর্ণনা ) ।

পঁগ ঘুঁঘুরু বাঁধ মীরা নাচী রে ।
ম্যায় তো মেরে নারায়ণ কী আপহি হো-গই দাসী রে ।
লোগ কহে মীরা ভই বাবরী শাস কহত কুল নাশী রে ॥
বিষ কা প্যালা রাণাজী ভেজা পীবত মীরা হাঁসি রে ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর সহজ মিলে অবিনাশী রে ॥

॥ ২৪ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—ভাবোন্মত্তা মীরা নিজপ্রিয়তম শ্রীগিরিধারী নাগরেরসম্মুখে মোহিনী সাজেসজ্জিতা হয়ে পায়ে নূপুরবেঁধে নৃত্য করেন তাঁকে সুখ দিতে । এই প্রেমোন্মত্ততাতে রাজপরিবারের নানা অপবাদ, অসূর্য্যম্পশ্যা চিতোর রাজ মহিষীর রাণীর ভক্ত জন সাধারণের সঙ্গে মিশে ভজন কীর্ত্তন গানে বিক্ষুব্ধ রাণা বিক্রমাজিতের প্রেরিত হিংসাত্মক মহাবিষ পান করে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভক্তের মহিমা সকলকে জানিয়েছেন এই ভজন খানিতে ।

আমি ( মীরা ) প্রিয়তমের সম্মুখে পায়ে নূপুর পরে নেচে থাকি । ( ভক্তির অঙ্গ ইষ্টদেবের সামনে নৃত্য কীর্ত্তন করা ) জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, শক্তির কর্ত্তব্য শক্তিমানের সেবা করা । অজ্ঞানী জীব তা না করে কষ্ট পায় । প্রেমীজন স্বীয় প্রভুর ( স্বামীর ) সেবানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরাবাঈ জানিয়েছেন বা বল্‌ছেন—আমি তো আপনা হতেই ( মূল )* নারায়ণের দাসী হয়ে গেছি। দাসীর (সেবিকার) কর্ত্তব্য প্রিয়তমের সুখ বিধান করা। নৃত্যগীতেই তিনি খুসী হন্। ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তের সাধক এবং সিদ্ধজীবনেও নৃত্য কীর্ত্তনের প্রকাশ দেখা যায়। "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।" শ্রীভাঃ১১।২।৪০পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোজন ও শয়ন সময়ে দেবদাসীর নৃত্যগীতের প্রাচীন রীতি আছে।

এসব মর্ম না বুঝে জনসাধারণে বলে আমি (মীরা) পাগলিনী হয়ে গেছি। শাশুড়ী বলেন কুল কলঙ্কিনী মান মর্য্যাদা সব নাশ করল। রাণাবিক্রমাজিৎ আমাকে মেরে ফেল্‌তে বিষ পাঠালেন। আমি নির্ভয়ে তা সেই বিষ হাঁসিমুখে পান করলাম। অনিষ্টের ভয় তাদের যারা অবিনাশী প্রভুর সন্ধান পান নাই। আমি কিন্তু সেই অবিনাশী প্রভু শ্রীগিরিধারীকে নাগররূপে পেয়েছি। আমার আবার কিসের ভয়?

---

* শ্রীনারায়ণ শ্রীগোবিন্দের বিলাস মূর্ত্তি। নারায়ণের নাভিজাত ব্রহ্মা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁকে মূল নারয়ণ পরমেশ্বর কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি নামে শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতাতে স্তব করে জানিয়েছেন। যথা উক্ত—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"নরের অয়ন যাতে তুমি নারায়ণ
অতএব তুমি হয় মূল নারায়ণ" ॥ ২৪ ॥
( চৈতন্য চরিতামৃত ) ।

---

## রাগ রাগশ্রী, তাল তিতালা

( শ্রীহরিনাম গ্রহণের উপদেশ ) ।

**শ্যাম (রাম) নাম রস পীজৈ মনুআঁ। হরিনাম রস পীজৈ।**
**তজ কুসংগ সৎসঙ্গ বৈঠ নিত হরি চর্চ্চা সুনি লীজৈ॥**
**কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ কুঁ বহা চিত্তসে দীজৈ।**
**মীরাকে প্রভু গিরিধরনাগর তাহিকে রংগমে ভীজৈ ॥২৫**

---

**আস্বাদনকণা ঃ** এই ভজন গান খানিতে দেবী মীরাবাঈ গৌড়ীয় আচার্য্য গণানুগত ভাবে কলিযুগ ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম গ্রহণ করার কথাই বলেছেন। আনুষঙ্গিক "অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ বৈষ্ণবাচার।"

"সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তে ষড়্ভিভক্তিঃ প্রসীদতি।"
( উপদেশামৃত )।

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা মনকে কাম, ক্রোধাদি শূন্য করে শুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য ময় ভক্তি যাজন করতে বলেছেন।

রে মন। তুমি পরম মধুর অনাদি কালের ভবক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক শ্রীহরিনামসুধারস ( হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ) রসগ্রাহী জিহ্বাতে পান কর, শ্যাম নামামৃত পান কর ॥

সঙ্গে সঙ্গে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গে মধুমাখা শ্রীহরির নাম রূপ লীলা কথা শুনবে ॥

আর ধীরে ধীরে শরীর নিবাসী অথচ আত্মার শত্রু কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে মন থেকে দূর করে দিবে। সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তনে সব দূর হয়ে থাকে।

"শুনিয়া গোবিন্দ রব,　　　আপনি পালাবে সব,
সিংহরবে যেন করিগণ।"

মীরাবাঈ বলছেন—সকলে আমার প্রভু গিরিধারীনাগরের রসে অভিষিক্ত হয়ে কৃতার্থ হও।

শ্রীগোবিন্দ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি, অতএব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবময় হলেও আপন ভাবানুযায়ী মধুর ভাবেরই সঙ্কেত বুঝায়।

( আপন আপন স্থানে পিরিতি সবাই টানে ) ॥২৫॥

---

## রাগ জৌনপুরী, তাল তিতালা

**ম্যায় গোবিন্দকে গুণ গানা।**
**রাজা রুঠে নগরী রাখৈ হরি রুঠ্যা কহুঁ কানা ॥**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাণা ভেজা জহর পিয়ালা ইমরিত করি পী জানা।
ডবিয়ামে ভেজা জো ভুজঙ্গম সালিগরাম কর জানা॥
মীরা তো অব প্রেম দিবানী সাঁবলিয়া বর পানা ॥২৬॥

---

আস্বাদনকণা ঃ ভজনানন্দে স্বচ্ছন্দ বিহারকারিণী মীরা রাজাদেশ না মেনে চল্‌লে ভীতি প্রদর্শন কারিণী রাণা নিযুক্তা উদাবাঈ এর প্রতি ( মীরার ননদ ) মীরাবাঈ এর উক্তি।

দেখ—আমি এমন কোন তো অন্যায় আচরণ কিছু করি নাই, যাতে রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে।

আমি জগৎ মঙ্গলকারী শ্রীগোবিন্দের গুণ গানই করে থাকি। এতে তোমাদের রাণা অকারণে রুষ্ট হয়ে বহিষ্কার করে দেয়, দেবে। তাই বলে সেই ভয়ে (ছোট একটি রাজ্যের অস্থায়ী অধিকারী রাণার ) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের অপ্রিয়াচরণ করতে পারব না।

নিতান্তই যদি তোমাদের রাণা রুষ্ট হন্ তাহলে অন্যরাজ্যে আশ্রয় পাব। কিন্তু হরি রুষ্ট হলে যে ত্রিভুবনের ( স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের ) কোথাও ঠাঁই পাব না। প্রাণ হণনের মৃত্যু ভয় ? তাও তো কয়েক বারের চেষ্টা হয়েছে।

একবার স্বর্ণপাত্রে কালকূট বিষ শ্রীচরণামৃত বলে পাঠিয়েছিলেন। আমি তা অমৃতরূপে পান করেছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তার পরেও যখন মহাক্রোধান্ধ হয়ে মহাবিষধর সর্পকে স্বর্ণ পেটিকাতে ( বাস্কে ) করে সেবিকা হাতে পাঠিয়েছিলেন শালগ্রাম বলে।

আমিও "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" আমার প্রভু সর্ব্ব জীবের মধ্যে বিরাজ করছেন। এই বুদ্ধিতে প্রভু গিরিধারীর কৃপা শক্তিতে সাপকেও শ্রীশালগ্রাম শিলারূপ করেই পূজা করলাম।

দেবী মীরাবাঈ জানালেন—আমি তো সব ভয় ভীতির বহু উর্দ্ধে মধুর প্রেম প্রীতিতে শ্রীশ্যামসুন্দরকে পতিরূপে পেয়ে পরমানন্দে বিভোর হয়ে আছি॥ ২৬॥

---

## রাগ মধুমাঘ সারংগ, তাল তিতালা
( ব্রজভাব মহিমা বর্ণনা )।

ইয়া ব্রজমে কছু দেখ্যো রী টোলা।
লে মট্‌কী সির চলে গুজরিয়া
আগে মিলে বাবা নন্দজীকে ছোনা।
দহিকো নাম বিসরি গয়ো প্যারী
লে লেহুরী কোই শ্যাম সলোনা॥
বিন্দ্রাবনকী কুংজগলিয়োমে
আঁখ লগায় গয়ো মনমোহনা।
মীরাঃকে প্রভু গিরিধর নাগর
সুন্দর শ্যাম সুধর রস্ লোনা॥ ২৭॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা ঃ** মীরাবাঈ ব্রজভূমির প্রেম বৈচিত্র্য রীতি প্রত্যক্ষ করে বলেছেন এই ভজনখানিতে। শ্রীবৃন্দাবনে এখনও মহাজন বুলি প্রসিদ্ধ আছে—"যো রস বরষে বরজমাহী, ইয়াকো দরশন ত্রিভুবনমে নাহী" অর্থাৎ ব্রজভূমিতে যে বিশুদ্ধ প্রেমরস বর্ষা হচ্ছে সর্ব্বদা, ঐ রস ( প্রেম প্রীতি ) ত্রিভুবনের ( স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালের) কোথায়ও পাওয়া যায় না।

দেবী মীরা বলছেন—আমি এ ব্রজ বৃন্দাবনে এসে এখান কার কিছু অদ্ভুত ভাব দেখলাম। কিরকম ? দেখলাম গোপী-গণ দুধ, দইএর ভাড় মাথায় নিয়ে বিক্রয় করতে রাস্তায় বেরিয়েছে পথে শ্রীনন্দনন্দনকে দেখতে পেল। অমনি সব ( দই, দুধ বিক্রির কথা ) একেবারে ভুলে গিয়ে বল্‌তে লাগল, ওগো, তোমরা নব কিশোর নটবর শ্যামসুন্দরকে নাও গো, নাও। তা ঠিকই বটে, প্রেমিক ভক্ত বৈষ্ণবগণই প্রেমানুরূপের বিনিময়ে শ্রীগোবিন্দকে দান করতে পারেন। গোপীগণ শ্রীগোবিন্দকে কেনা বেচা কর-বেন এতে আশ্চর্য্যের কি আছে।

দীন লেখক—"মীরা ভজনাবলী, লীলাশুকের ভাব তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত বর্ণনার ন্যায় মীরাদেবীরও ভাব প্রবাহেই ভজনা-বলী রচিত হয়েছে, একথা প্রারম্ভেই স্বতঃ স্ফূর্ত্তরূপে উল্লেখ করেছে।

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীগোবিন্দ-দামোদর স্তোত্রেও অনুরূপ বর্ণনা আছে শ্রীবৃন্দাবনের—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"বিক্রেতুকামা কিল গোপকন্যা-
মুরারি পাদার্পিত চিত্তবৃত্তি।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচৎ
গোবিন্দ দামোদর-মাধবেতি॥"

**অর্থ** ঃ—ব্রজগোপীগণ দই দুধের পসরা মাথায় নিয়ে বিক্রয় করতে বেরিয়েছে। তাঁদের মাথায় আছে দই দুধের পাত্র, আর মনটি রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে। তাই গোয়ালিনীগণ দই নেবে গো, দুধ নেবেগো, মাখন নেবে গো, বলা ভুলে গিয়ে গোবিন্দ-দামোর-মাধবকে নাও গো বলে বেড়াচ্ছে।

মধুর ভাবসিদ্ধা মীরাবাঈ ও সেই একই ভাবের কথাই ভজনে ব্যক্ত করেছেন। মনমোহন শ্রীরাধামদন মোহন বৃন্দাবনের কুঞ্জ গলিতে পেয়ে প্রেমীজনকে নয়ন কোনে কটাক্ষ হেনে তৃষ্ণা বাড়িয়ে গেছেন।

মীরা বল্‌ছেন—আমার প্রভু গিরিধারী নাগরই অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি চিরসুন্দর শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর। তাঁকে শুদ্ধা ভক্তিতে লাভ করে সেবাসুখে সুখী হও॥ ২৭॥

---

## যথা রাগ ও যথা তাল

(শিশুমীরাবাঈ এর মায়ের নিকট স্বপ্নে বিবাহের কথা)।

**মাইরী, মঁহানে সুপনেমে বরী গোপাল।**
**রাতী পীতী চুনড়ী ওড়ী হাত মেহন্দী* রসাল॥**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**কাঁই ঔর কো বরু ভাঁবরী মহানে জগজঞ্জাল।**
**মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর করো সগাই হাল ॥২৮॥**

---

**আস্বাদনকণা ঃ** কৃপাসিদ্ধা মীরাবাঈ তাঁর নিত্য স্বামীকে স্বপ্নে পরিণয়ের কথা মাকে জানাচ্ছেন এই ভজন খানিতে।

মাগো, গিরিধারী গোপাল আমাকে স্বপ্নে পত্নীরূপে বরণ করে নিয়েছেন।

আমি সুন্দর সুন্দর কাপড় চোপড় ও গহনা পড়ে ওড়নী চাদর গায়ে দিয়েছি। মেহন্দীতে হাত দু'টি শোভিত করেছি।

জাগতিক বাসনানুসারে কেহ অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করতে অগ্নি ব্রাহ্মণ শালগ্রামকে সাক্ষী করে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে, করুক।

আমার কাছে তা, নশ্বর জগতের ঝঞ্ঝাট ছাড়া কিছু নয়। তাই মীরা বল্‌ছেন—আমার পরিণয়ের বিষয়ে আমার প্রভু শ্রীশ্রীগিরিধারী নাগরের সঙ্গেই শীঘ্রই ব্যবস্থা কর।

* মেহন্দী—রাজস্থানী ( মাড়োয়ারী ) রমণীগণের বিবাহাদি উৎসব পর্ব্বে মেদী নামক গাছের পাতার রসে হাত চিত্রিত করাকে মেহন্দী বলে ॥ ২৮ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ জোগিয়া, তাল দীপচন্দী

( দুর্বোধ্য প্রেমীজনের অবস্থা বর্ণনা ) ।

হেরী ম্যায় তো দরদ দিবানী,
মেরে দরদ না জানৈ কোয় ।
ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানৈ জো কোই ঘায়ল হোয় ॥
জৌহরী গতি জৌহরী জানৈ কী জিন জৌহর হোয় ।
সূলী উপর সেজ হমারী কিস্‌বিধ সেবন হোয় ॥
গগন মঁডল পর সেজ পিয়াকী কিস্ বিধ মিলনা
হোয় ।
দরদকী মারী বন বন ডোলু বৈঁদ মিল্যা নেহি কোয় ।
মীরাকে প্রভু পীর মেটেগী জব বৈঁদ সাঁবলিয়া
হোয় ॥ ২৯ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—হায়রে—আমি যে শ্রীকৃষ্ণবিরহ বেদনার পথ যাত্রী। আমার সেই ব্যাথার বিষয় কেউ ( সাধারণে কৃষ্ণ প্রেমবিহীনজন ) জানে না। তা জানবে কেমন করে ?

বিরহ বেদনা কিনিদারুন, সেই বোঝে যে ব্যক্তি প্রিয়-বিরহ ব্যথা পেয়েছে। বিষের জ্বালা যন্ত্রণা সেইজন জানে, যে ব্যক্তিকে বিষধর সর্পে দংশন করেছে। বিষের যন্ত্রণা কি ভীষণ ? প্রাকৃত কবিরও অনুভবোক্তি—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিতের বেদনা ভার।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশিনি যারে॥

প্রিয়তম বিরহ শূলের উপর যে আমার শয্যা। নিশ্চিন্তে আমি কেমন করে শয়ন করব ? বহু উপরে গগন মণ্ডলে (বিচ্ছেদ-রূপ দূরে) প্রিয়তমের শয়ন পালঙ্ক। তাঁর সঙ্গে কেমন করে (আমার) মিলন হবে ? বিরহ বেদনাতে অধীর হয়ে আমি বনে বনে এদিকে ওদিকে নানা স্থানে ছুটাছুটি করে বেড়াই।

আমার রোগের চিকিৎসক একজন কাহাকেও পেলাম না। বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমী ভক্তজনের অন্তরের ব্যথা বেদনা অন্যে জানে না, বোঝে না।

ভক্তশিরোমণি দেবী মীরাবাঈ নিজের জ্বালা যন্ত্রণার শান্তির উপায় ও চিকিৎসকের নাম নিজেই জানাচ্ছেন যে মীরার দুঃখ কষ্ট তখনই মিটে যাবে, যখন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর গিরিধারী বৈদ্যরাজের সঙ্গ (দর্শন) লাভ করবে॥ ২৯॥

---

রাগ হমীর, তাল রূপক।

(তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ)।

**নহি এইসো জনম বারংবার।**
**ন জানুঁ কছু পুণ্য প্রগটে মানুষা অবতার॥**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বড়ত ছিন ছিন ঘটত পল পল জাত নলাগে বার।
বৃক্ষকে জুঁ্য পাত টুটে লগে নহি পুনি ভার॥
ভৌ সাগর অতি জোর কহিয়ে অনঁত উড়ি ধার।
হরিনামক্য বাঁধ বেড়া ঔতর পারলে পার।
জ্ঞান চোসর মংজ চোহটে পাসা সার॥
সাধু সংত মহংত জ্ঞানী চলত করত ফুকার।
দাসী মীরা লাল গিরিধর জীবনা দিন চার॥ ৩০॥

---

আস্বাদনকণা :—এমন দুর্ল্লভ মানব জন্ম আর হবে না। জানি না কি পুণ্যে মানব দেহ পাওয়া গেছে। শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বলেছেন মনঃশিক্ষাতে—

"না জানি কি পুণ্য ফলে মানুষ উত্তম কূলে
তাহে ভারত বরষে জনম।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুর বালকগণকে উপদেশ ছলে বলেছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি শিশুকাল হতেই ভাগবতধর্ম (ভক্তিধর্ম্ম) আচরণ করবে। কেননা, জগতে মানব জন্ম পাওয়া বড় কঠিন। কতদিন এই মানব দেহ থাকবে তার নিশ্চয় নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অথচ এই মানব জন্মেতেই প্রকৃত অর্থ ( পরমার্থ ) উপাসনাদি দ্বারা সেবকত্ব লাভ করে—সৎ চিৎ আনন্দময়ের সেবাতে সুখী হওয়া যায়। আবার পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল জীবন কখন শেষ হবে ঠিক নাই—

"নলিনীদলগত জল মতিতরলম্
তদ্ববৎ জীবনমতিশয় চপলম্।"

বৈষ্ণব পদ কর্ত্তা গেয়েছেন—

"ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্ল্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভব সিন্ধু রে॥"

অতএব কৌমার অর্থাৎ একটু জ্ঞানোদয় হলেই ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রমে দীক্ষা গ্রহণানন্তর ভক্তির নবধা অঙ্গ যাজন করিবে। জন্ম হলে এক দিকে বাড়ে অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে বড় হয়, আর এক দিকে কমে যায়—মানে পরমায়ুর গোনা দিনের ক্ষয় হয়ে যায়। যে দিন যায়, সেদিন আর ফিরে আসে না।

যেমন গাছের পাতা খসে পড়লে আর জোড়া লাগে না। জ্ঞানপ্রদ কি সুন্দর গ্রাম্য প্রবাদ—

"মা বল্‌ছেন আনন্দে ছেলে আমার বড় হচ্ছে।
যমও বল্‌ছেন হাঁ আমার দিকে এগিয়ে আসছে॥"

অপার সংসার সাগরের প্রবল তরঙ্গাঘাত দুঃখ শোক কর্ম-ময় খরতর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ইহার হাত থেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বেঁচে সেবা সুখময় আনন্দ ধামে ( গোকুল বৃন্দাবনে ) নিবাস করতে হরিনামের ভেলায় সংসার সাগরের পরপারে গমন কর।

পদকর্ত্তা লোচন ঠাকুর গেয়েছেন—

"কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলি যুগ রে চৈতন্য অবতার॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু'বাহু পসারী॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপন কর্ম দোষে॥"

এই সংসাররূপী চৌরাস্তাতে জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপী পাশা খেলাতে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পাশা ফেলে জয় লাভ কর।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পাদ বলেছেন—"জ্ঞাতে তত্ত্বে ক্ব সংসারঃ" ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে॥"

জগতের কল্যাণার্থে সাধু, গুরু বৈষ্ণবগণ শ্রীহরি স্মরণানন্দে গমন করছেন ও সকলকে ডেকে ঐ উপদেশ করছেন।

মীরাবাঈ বল্ছেন—এই জগতে জীবন অল্পদিনের জন্য। আর আমি কিন্তু হে গিরিধারী তোমার ( নিত্য ) সেবিকা দাসী। মীরার অপর ভজনে—

"এই সে বরক্যে কো বরে, যো জন্মে ঔর মর জায়।
হামারে গিরিধরকে বরিয়ে অমর হো জায়॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অনুরূপ পদ—

ঐসো বসংত নহি বারংবার। তে পাই মানুষা দেহ সার ॥
এই ঔর্থর বৃথা ন খোয়। ভক্তি বীজ হিয় ধরতী বোয় ॥
সত সংগত কো সীঁচ নীর। সৎগুরুজীসো করৌ সীর ॥
নীকী বার বিচার দেখব। পর ন রাখ যাকুঁ জু সেব ॥
রখবারী কর হেত খেত। জব তেরী হোবে জৈত জৈত ॥
খোট কপট পংখী উড়াব। মোহ পিয়াস সবহী জলার ॥
সমঝ বাড়ী নট্ট রংগ। প্রেম ফুল ফুটল রংগ রংগ ॥
পুহুপ গূঁথ মালা বানাব। আদি পুরুখ কুঁ জা চড়াব ॥
তো সহজোবাঈ চরণদাস। তেরে মনকীপূরে সকল আস ॥৩০॥

---

## রাগ ছায়ানট, তাল তিতালা

( সাধারণ উপদেশ )।

ভজমন চরণ কঁমল অবিনাশী।
জেচাই দীসে ঘরণ গগন বিচ, তেতাই সব উঠ জাসী।
কহা ভয়ো তীরথ ব্রত কীহ্নে, কহা লিয়ে করবত কাশী ॥
ইন দেহকা গরব ন করনা, মাটীমে মিল জাসী।
এ সংসার চহরকী বাজী সাঁঝ পড্যাঁ উঠ জাসী ॥
কহা ভয়ো হায় ভগয়া পহর্যাঁ, ঘর ত্যজ ভয়ে সন্ন্যাসী।
জোগী হোয় জুগত নাহি জানি, উলঠ জনম ফির আসী ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অরজ করুঁ অবলা কর জোড়ে, শ্যাম তুম্‌হারী দাসী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, কাটো জমকী ফাঁসী ॥৩১॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—ওরে মন ! তুমি নশ্বর দুঃখময় জগৎ সংসার হতে নিত্য পরম সুখ স্বরূপ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ মননাদি ভক্তি অঙ্গ দ্বারা ভজন কর। বন্ধ, মোক্ষ, সুখ দুঃখের কারণ মন। শাস্ত্রোপদেশে মনকে নির্মল করতে পারলে সুখী হওয়া যায়। "মন এব হি কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ সুখ দুঃখয়োরিত্যাদি।" রাজপুত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায়—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব (সেই) মধুর বৃন্দাবন ॥"

জগতের নশ্বরতা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবৎ প্রীতি জনক সৎকর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা যম যাতনা মুক্ত হয়ে শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর ভজন করার বিষয়ই বলেছেন।

এই সৃষ্ট জগতের উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নীচে বিশাল ধরাতল, মধ্যে কত জীবজন্তু, নদনদী পাহাড় বন উপবন যা সব দেখছ। এর কিছুই থাক্‌বে না।

মীরাবাঈ সাধকোচিত দৈন্য প্রকাশ করে বলছেন—এই অসার সংসারে উত্তম মানব দেহ পেয়ে মানবোচিত শুভকর্ম্ম তীর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জিউ
( ধান্যকুড়িয়া জমিদার গাইন বাড়ীতে সেবিত )

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভ্রমণ ইষ্ট প্রীত্যর্থে ব্রতাচরণ করলাম কৈ ? মন কামনা পূর্ণকারী কাশীধামে গিয়ে করবতও নিলাম না। (কাশীধামে মনবাঞ্ছা পূর্ণকারী একটি কূয়া আছে। তাতে কামনা করে প্রাণ ত্যাগ করলে ফলপ্রাপ্ত হয়)উহাতে প্রাণ ত্যাগ করাকে **করবত নেওয়া** বলে। বর্ত্তমানে কূয়াটির নাম জ্ঞান ব্যাপী। বঙ্গ ভাষাতেও মহাজন পদে আছে—"কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা, মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন, তোমারে শ্রীরাধা।"

যাক, এই ভৌতিক দেহের বৃথা অহঙ্কার করো না।
পরিণতিতে মাটিতে মিশে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
(পরমাত্মা ভগবান, যবে হবে ন অন্তর্ধান,
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ।

অতএব হে অজ্ঞানী মন ! তুমি যে লোভনীয় ভোগ সুখের সাধনরূপে বিচিত্র রং ঢং এর চোক বীবীন গাড়ী বাড়ী সাজসজ্জা যত কিছু দেখছ, এ সবই যাদু করের যাদুখেলা। সন্ধ্যা হলে অর্থাৎ যাদু খেলা শেষ হলে সবই শূন্য। সেই অজস্র টাকার ঝন্‌ঝনানি মিষ্টি মিঠাই, আরও কত কিছু, এ সবই ভোজ বাজী। তৃপ্তির বদলে কেবল মনের ক্ষোভ। অথবা সন্ধ্যা মানে মানব জীবনের শেষ হলে সব ফুরিয়ে যাবে।

তাই ভক্তশিরোমণি কৃপাসিদ্ধা মীরাবাঈ সংসারের স্বরূপ অনুভূতির পরে মধুর রসসিদ্ধিতে শ্রীরাধাগিরিধারী লালকে লাভ করে বিভোর আছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



নিজ অনুভূত, সংসারের বন্ধন ও ত্রিতাপ জ্বালামুক্ত হয়ে কি প্রকারে শ্রীভগবচ্চরণে কাতরে প্রার্থনা জানাত হয়, সেই কথাই বলেছেন।

সংসার শব্দের অর্থ—"সম্যক্ সরতীতি সংসারঃ।" অর্থাৎ যাহা দ্রুত সরে যায়, অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যমান বস্তুই সংসার ইহার যথার্থ বোধে অনাসক্ত ত্যাগ ভাব আসিলেই দুঃখের অবসান হয়।

জীব কল্যাণে গীতামৃত বাণী "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" ॥৩১॥

---

## রাগ মল্লার, যথা রাগ

( বর্ষা বর্ণনা )।

নংদ নংদন বিলভাই, বদরানে ঘেরি মাই।
ইত ঘন লরজৈ, উত ঘন গরজৈ চমকতবিজ্জু সওয়াই ॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিশিসে আয়ো পবন চলে পুরবাই।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ, কোয়ল শবদ সুনাই।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, চরণ কমল চিতলাই ॥৩২॥

---

আস্বাদনকণা :—কৃপাসিদ্ধা দেবী মীরাবাঈ এই ভজন খানিতে বর্ষায় নবমেঘ দর্শনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্মৃতিতে সুখময় বর্ষাস্বরূপ বর্ণনাতে শ্রীশ্রীগিরিধারীর শ্রীচরণ কমল স্মরণ মননের বিষয়ই বলেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অহো ! প্রেমীভক্তজনের দৃষ্টি ভাব ভঙ্গি কি মধুর। মাড়োয়ার রাজকুলোৎপন্না চিতোরেশ্বরী মীরাবাঈ, উত্থান পতন শোক তাপাদি সঙ্কুল রাজপরিবার মধ্যে নিরাকুল প্রেমভক্তি রসে বিভোরা।

শ্রীরাধারসসুধানিধিকার শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীও গৌরভক্তগণের মহামহিম অবস্থা এবং প্রকারান্তরে নিজাবস্থা জানিয়েছেন।

বিশ্বং পূর্ণং সুখয়তে বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে।
যৎ কারুণ্য কটাক্ষ বৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুম ॥"

( চৈতন্য চন্দ্রামৃত )।

সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই আমরা (শিষ্যের সঙ্গে,সশিষ্যাভি-প্রায়েণ বহুবচনম্ ) স্তব করি। যাঁর করুণাদৃষ্টিপাত লাভ মাত্র ভক্তগণ রাগানুগা প্রেম ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ মহাধনে ধনী হন্। তখন তাহাদের নিকট ইন্দ্রত্বপদ, ব্রহ্মত্বপদ অতি তুচ্ছ। আর যে জগৎ হরিবিমুখ জনের কাছে দুঃখে ভরা, সেই বিশ্ব আবার শ্রীহরিচিন্তা রং এ রাঙ্গান চোখে সুখময় বিশ্ব বিমোহন (বিশ্বরূপ) রূপ দর্শনেতে ( গৌর ) ভক্তগণ মহাসুখে থাকেন এর শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চপণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

দেবী মীরা চরিত্র ও পদাবলী বিশ্লেষণ করলে তাঁকে গৌর ভক্ত বলতে আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক দু'টি ভজনের মধ্যে একটিতে গৌরদাসী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। আর শ্রীরাধানুগত্যের বিষয় ও রাধানাম শ্রীমদ্-ভাগবতের ন্যায় ভাবান্তরে প্রকাশ করেছেন! তা একটু চিন্তনেই বোঝা যায়। দিনের সম্পাদনেও কয়েকখানি ভজন গানে শ্রীশ্রীরাধামিলিত গিরিধারীকে পাওয়া গেছে অনন্ত নামের মধ্যে—

যাক্ মেঘ দর্শনে রূপ স্ফূর্ত্তিতে মীরবাঈ বলছেন—দেখ সখি! শ্রীনন্দনন্দন শ্যামসুন্দর তাঁর রূপে আমাকে মুগ্ধ করে বেঁধে ফেলেছে। তাঁর সহায় দেখছি সকলেই—

"মন মৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে।
অঙ্গচ্ছটা আঠা তার আঁখি পাখী পড়িল তাতে॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত)।

আবার দেখতে পাচ্ছি চারিদিক থেকে শ্যামবর্ণ মেঘগুলো ঘিরে ধরল। এক দিকে মেঘ এসে ঘিরে ধরছে, অন্য দিকে গুরু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন হচ্ছে। কোন মেঘটিতে বিদ্যুৎ চমকে যুগল-মাধুরী প্রকাশ করছে।

মহাজন যুগল শোভা বর্ণনা করেছেন—

"রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল।
রাই আমাদের হেম বরণী, শ্যাম চিক্কণ কাল॥
যেন মেঘ বিজুড়ী জড়াজড়ি।
দুহুঁ রূপে নিধুবন করেছে আলো
তোরা দেখে যা-গো॥"

এই জড়াজড়িই আত্যন্তিক মিলনের বা পরিণতি রূপই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ।

যাক চারিদিক থেকে মেঘগুলো যেন মনের আনন্দে ছুটা-ছুটি করছে। মৃদুমন্দ সুখস্পর্শ পূরবী হাওয়া বইছে। মনের আনন্দে ময়ূর ময়ূরী মধুর নৃত্যের তালে তালে কেও, কেও, ধ্বনি করছে। মেঘে বিজুরী দেখে তন্ময় হয়ে যেন বলছে, কেও কেও কেও, ওরা কি আমাদের প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী? ভেক, পপীহা ও মেঘ দেখে নিজ ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করছে। অখিল প্রিয় কোকিলের পঞ্চম সুরে রাধাশ্যামের সুমধুর গুণগান শোনা যাচ্ছে। ব্রজস্থ পশু পাখীদের এই অচিন্ত্য প্রভাব। ব্রজের শুকসারী ( আলাপ ) দ্বন্দ্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ। মহাভাবময়ী শ্রীবৃন্দা-বনের অলৌকিক সংবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে বেণু গীতে জানা যায়—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
য নন্দননন্দনমুপাত্তবিচিত্র বেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥

গোচারণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে খিন্না গোপীদের পরস্পরালাপ—হে সখি! পশু বনবাসী হরিণও ধন্য, কেননা শ্রীনন্দনন্দনের মনোহর বেণু ধ্বনি শুনে সহধর্ম্মিনী কৃষ্ণসার ( সার্থক নামা )কে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসে। তাদের আকর্ণ বিস্তৃত বড় বড় চোক ছ'টি দিয়ে পরম প্রীতিভরে অপলক নেত্রে দর্শন দ্বারা পূজা করে। অতএব ওরা ধন্য, আমরা অধন্য। আক্ষেপোক্তিঃ।

প্রেমের স্বভাব ক্ষণমাত্র অদর্শনে যুগসম মনে করায়—"যুগায়িতং নিমেষেণ" শিক্ষাষ্টক। তাই মীরাবাঈ বল্‌ছেন—আমার একমাত্র প্রভু শ্রীরাধাগিরিধারী নাগর। আমি সর্ব্বদাই তাঁরই শ্রীচরণে মন রেখিছি ॥ ৩২ ॥

---

## রাগ কলিংগড়া

বাদল দেখ ডরী হো স্যাম ম্যায় বাদল দেখ ডরী।
কালী পীলী ঘটা উমড়ো বরস্যৌ এক ঘরী ॥
জিত জাউঁ তিত পানী হুই ভূমি হরী।
জাকা পিয় পরদেশ বসত হ্যায় জীউঁ বহার খরী ॥
মীরাকে প্রভু হরি অবিনাশী কীজ্যো প্রীত খরী ॥৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা ঃ**—এই ভজন খানিতে ইষ্ট স্মারক মেঘ দর্শনে প্রেমীজনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন মীরাবাঈ। পরতত্ত্ব **শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ** তাহাও ভঙ্গীতে জানিয়ে রসপুষ্ট করেছেন।

হে গিরিধারী শ্যাম! আমি আকাশে মেঘের উদয় দেখলেই ভয় পাই। মেঘ আগমনে বড় ভয় ভীত হই। মেঘ দর্শনে উদ্দীপন বিভাবে প্রেমীজন প্রিয়তমের স্ফূর্ত্তিতে আত্মহারা হয়ে যান।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সখিমঞ্জরী ভাবে জানিয়েছেন মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর ভাবের বিষয়—

"চাই নবীন মেঘপানে তুয়া বঁধূ পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি॥"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর।

কৃষ্ণবর্ণ ও গৌর মেঘগুলো ঘটা করে এসেই প্রবল বৃষ্টি নামিয়ে বন্যা ডাকিয়ে গেল। বাইরে জলের বন্যা আর প্রেমিকের হৃদয়ে লালসার বন্যা।

মীরাবাঈ বল্‌ছেন যেদিকে যাই সেই দিকই বন্যার জল। বসুন্ধরা পৃথিবী ভূমি সব শ্যামবর্ণ। বৃষ্টিতে নব নব পত্রাঙ্কুরে হরিৎবর্ণ শস্য শ্যামলা। প্রেম প্রাপ্তজনের প্রেমের প্লাবনে সব ইষ্টময় শ্যাম ও গৌরাঙ্গরূপে—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" চৈঃ চরিতামৃত।

হিন্দী পদ্মাবলীতেও—
"যিত দেখো তিত শ্যামময়ী হ্যায়।
শ্যাম কুঞ্জন বন শ্যাম লতাদ্রুম বিলোচই॥"

জগতে পরতত্ত্ব বস্তুই "কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ" ইহা সকলের মধ্যে একসূত্রে বাঁধা। তাই দেবী মীরার পরতত্ত্ব ইষ্ট সাদৃশ্য মেঘ ও "কালী পীলী" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণরূপে দর্শন করে বর্ণনা করেছেন। এই কালী পীলী শব্দ দার্শনিক সম্মত। এই পরতত্ত্ব যখন দুইভাগে"কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ" রূপে বিভক্ত তখন শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ শ্রীশ্রীসীতারাম শ্রী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি।

তাই তো উপনিষদ্ জানিয়েছেন—"সবৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস। যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" ( রাজসনীয় ব্রাহ্মণোপনিষদ্ ৩-৪-৩ )।

পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ক্রীড়া করতে চাইলেন। একা খেলা ( লীলা ) হয় না, দ্বিতীয় চাইলেন। সে কেমন? যেমন শক্তি ও শক্তিমান।

অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায় অভেদ "সংপরিষ্বক্ত" স্ত্রী-পুরুষ মিলিত রূপ থেকে পতি পত্নীরূপে পৃথক্ হয়ে গেলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পতি পত্নীরূপে দুই হওয়ার পূর্ব্বে একতত্ত্বরূপে ছিলেন। পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপেই এক হলেন।

"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্।
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য তত্ত্বের বিষয়ই—

কাশীনিবাসী অসংখ্য দণ্ডীসন্ন্যাসী গুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্ম তুল্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ( প্রকাশানন্দ ) জানিয়েছেন—

(ক) অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্য মীশ্বরং।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥
( চৈতন্য চন্দ্রামৃত )।

(খ) ইদং তু নিভৃতং শৃণু প্রণয়বস্তু প্রস্তুয়তে।
যদেব নিগমেষু তৎপতিবয়ং হি গৌরঃ পরম্॥"
( চৈতন্য চন্দ্রামৃত )।

মহাজন পদাবলীতে পাই, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন—

"গৌর ভকতি গৌর মুকতি গৌর বেদের সার।
গৌর ভজহ গৌর সাধহ গৌর করিবে পার॥"

এই গৌরাঙ্গ রূপের উপাসনাতেই সংসার নিস্তারের উত্তম উপায়। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই পূর্ণ করুণাবতার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তাই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে গেয়েছেন—( ৩-৮ )

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

বর্ত্তমানে অনুকরণ বা নকলের যুগে এই বাণীটি যেখানে সেখানে নির্ব্বিবাদে লাগান হচ্ছে, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অবশ্য পরিণতিতে সত্যেরই সত্তা।

সাত্বত সনাতন পন্থীদের শাস্ত্রানুমোদনে অবতারগণের মধ্যে শ্রীনারায়ণ শ্যাম* শ্রীবিষ্ণু শ্যাম, শ্রীরাম দুর্ব্বাদল শ্যাম, বামন শ্যাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্যাম, সবই শ্যাম। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই গৌর। অতএব মহাভারতে বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥"

দেবী মীরারও অভ্যন্তরে এইরূপে ( গূঢ় স্বরূপে ) কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বা গৌরকৃষ্ণ বিরাজিত, তা প্রথম ভজনগানে "গৌরকৃষ্ণ কী দাসী মীরা" শব্দে পরিস্ফুট।

সেই প্রিয়তম যার প্রবাসে দূরে থাকেন, তাঁকে বাইরে দাড়িয়ে ভিজিতে হয় অর্থাৎ পথ পানে চেয়ে প্রেমাশ্রুতে ( নয়ন

---

* হিরন্ময় বপুধৃত শঙ্খ চক্র শ্রীশ্রীনারায়ণ ধ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



জলে ) ভাসতে হয়। মীরাবাঈ এর অপর পদে "কবকী ঠাঢ়ী পন্থ নেহারু অপনে ভবন খড়ী।"

ভজন সমাপ্তিতে মীরা বল্‌ছেন—আমার প্রভু গিরিধারী নাগর শ্রীহরিই অবিনাশী। অতএব ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়ে প্রেমানন্দে থাক্‌তে বা সেবানন্দ রাজ্যে বিচরণ করতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে নিষ্কপট প্রেম প্রীতির সহিত আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৩৩ ॥

---

## রাগ হোলি সিন্দুরা, তাল ধামার

ফাগুণকে দিন দো চার রে, হোরী খেল মনরে।
বিন করতাল পখাবজ বাজৈ অনহদকী ঝন্‌কার রে ॥
বিনি সুররাগ ছতীসূঁ গাবৈ রোম রোম রংগ সার রে।
সীল সংতোখ কী কেসর ঘোলী প্রেমপ্রীত পিচকার রে।
উড়ত গুলাল লাল ভয়ো অংবর বরসত রংগ অপার রে।
ঘটকে সব পট খোল দিয়ো হায় লোকলাজ সব ডার রে ॥
হোরী খেলী পীয় ঘর আয়ে সোই প্যারীপিয় প্যার রে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণ কঁবল বল্লিহার রে।
॥ ৩৪ ॥

---

আস্বাদনকণা :—এই ভজন খানিতে দেবী মীরাবাঈ লীলা ও তত্ত্বের মধ্যে হোলী লীলা খেলান্তে যুগলরূপে (শ্রী শ্রীরাধা গিরিধারী ) নিজ গৃহে আগমনের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



লীলা স্মরণকারীদিগের (স্রোতবৎ) নৈমিত্তিক হোরী লীলার আনন্দ অল্পদিনের। তাই অনুগতা সখিভাব প্রাপ্ত মীরা বল্‌ছেন—রে মন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সহচরী রূপে হোরী লীলা খেলার আনন্দ উপভোগ কর।

ঐ উৎসবে বীনা পাখোয়াজ করতাল বাজ্‌ছে, লীলা বর্ণনের ঝন্‌কার ধ্বনি হচ্ছে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে হোলী লীলা গান হচ্ছে। রং এ রং এ সব একাকার। রং এর সঙ্গে কেসর মিশিয়ে সুন্দর পিচকারীতে ভরে ভরে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম হোলী খেল্‌ছেন।

আবিরে আকাশ বাতস বৃক্ষলতা পাতা পশু পাখী সব লাল আর লাল। তার উপর রং এর ছড়াছড়ি। হোলী খেলাতে লোক লজ্জা সব পরিত্যাগ করে খোলা হৃদয়ে (নিঃসঙ্কোচে) খেল্‌ছেন সকলে।

হোলী খেলান্তে প্রিয়তম গিরিধারীলাল নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধা সঙ্গে যুগল হয়ে দর্শন দিতে আমার গৃহে এসেছেন।

মীরা তার প্রভু গিরিধারী যুগলের শ্রীচরণ কমলের জয় দিয়েই বন্দনা করেছেন ॥ ৩৪ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ কল্যাণ—

কাহ্না রসিয়া বৃন্দাবন বাসী।
যমুনাকে তীরে ধেন চরাবৈ মুরলী বজাবৈ মৃদুলাসী॥
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহৈ শ্রবণ কুণ্ডল ঝলাসী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর বিনা মোলকী দাসী॥ ৩৫॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—দেবী মীরাবাঈ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজ বৃন্দাবন মাধুর্য্য লীলা স্বরূপ বর্ণন করেছেন দাসী অভিমানে।

অনন্ত লীলাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরস পূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন লীলার তুলনা নাই।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ হয়েও ব্রজবাসী শ্রীনন্দ যশোদা আদির প্রেমবশে যমুনাতীরে বন উপবনে গোধন চরান। গোচারণ সময়ে মনোহর বংশী ধ্বনিতে পশু পাখী এমন কি স্থাবর জঙ্গমাদি কেও সুখ সাগরে ডুবিয়ে দেন।

তাঁর শিরে চূড়াতে ময়ূরের পাখা এবং পরিধানে পীতাম্বরের অপরূপ শোভা। তদুপরি কর্ণযুগলে রত্নখচিত কুণ্ডল দু'টি গণ্ডস্থলের আভাতে ঝল্‌মল করছে।

মীরাবাঈ জানাচ্ছেন, তার প্রাণনাথ প্রভু গিরিধারী নাগরের অপরূপ রূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধা হয়ে বিনা মূল্যে তাঁর দাসী হয়েছেন॥ ৩৫॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ কাফী—

( মুরলী ধ্বনি শুনে মীরার অভিসার। )

মুরলিয়া বাজৈ জমুনা তীর।
মুরলী সুনত মেরো মন হরি লীহ্নো চিত ধরত নহি ধীর॥
কারো কাহ্নাইয়া কারী কমরিয়া কারো জমুনকী তীর।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণ কমল পৈ সীর॥ ৩৬॥

---

আস্বাদনকণা :—যমুনাতীরে শ্রীবৃন্দাবনে মোহন মুরলী গর্ব্ব-ভরে বাজছে। সেই মুরলীর মনোহারী ধ্বনি শোনা মাত্র আমার মন এত ব্যাকুল হয়েছে যে আর স্থির থাক্‌তে পারছি না। থাক্‌তে পারছি না এই বর্ত্তমান প্রয়োগ থাকায় আচার্যদিগের ন্যায় সিদ্ধান্ত সম্মত মীরাবাঈ এর আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

বংশীর মহিমাও দিক্ বিজয় এর কথা জানা যায় ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে ও বিদগ্ধমাধবে—

রুন্ধন্নম্বুভৃতচশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্বিস্মাপয়ন্‌বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আস্বাদনকণা ঃ—শ্রীগোবিন্দের বংশীধ্বনির প্রভাবে গমণশীল মেঘগুলিকে স্তম্ভিত করে, দেব গায়ক গন্ধর্ব্বগণকেও অবাক করে দিয়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকসনাতনাদির ধ্যান সমাধি ভঙ্গ পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে বিস্ময় সাগরে ডুবিয়ে দিলেন, তারপর ধীর ভক্তশ্রেষ্ঠ বলি মহারাজকে উৎকণ্ঠাদি দ্বারা চঞ্চল করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণকারী অনন্ত দেবকেও কাঁপিয়ে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তাবরণ ভেদ করে বংশী ধ্বনি সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করছেন।

অন্যস্থলে জানাচ্ছেন বংশীধ্বনি হওয়া মাত্র সৃষ্টি বিপর্য্যয় হইয়া গেছে, পর্ব্বত গলে স্রোত বয়ে চলেছে তরল সরোবরের জল স্তম্ভিত হয়েছিল ইত্যাদি।

শ্রীচরণ পাহাড়ীরও প্রবাদ এইরূপ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করায় পরিত্যক্ত শ্রীজীব নন্দঘাটে জীবনাশা ত্যাগ করে বাস করছিলেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্ন নিম্নমুখীর সিদ্ধান্তকালে শ্রীজীবকে এনে জিজ্ঞাসা করেন ইহার কারণ। বিনয়ভরে শ্রীজীব বলেন জলপাণার্থ গাভীগণকে আনার জন্য বাঁশী বাজান, তাতে পাহাড় গলে যাওয়ায় নিম্নমুখী চরণচিহ্ন হয়ে যায়। সেই বংশীর প্রতাপের বিষয় জানিয়ে বলছেন— বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ কাল, তাঁর গোচারণের কমরিয়াটাও কাল এবং যমুনার তট প্রদেশও কাল, আমার (মীরার) প্রভু গিরি-ধারী নাগর আমি তাঁরই শ্রীচরণে গিয়ে প্রণাম করি॥ ৩৬॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ গুর্জরী

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণ মহিমা ।)

তেরে চরণন্‌কী বলিহারী ।
জমুনাকে নীরে তীরে ধেনু চরাবৈ,
বাঁসুরী বজাবৈ বনবারী ॥
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহৈ কুণ্ডলকী ছবি ন্যারী ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণ কমল বলিহারী ॥৩৭॥

---

আস্বাদনকণা ঃ— শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ মাধুরীতে আকৃষ্টা মীরাবাঈ এর মন। তাই প্রভাতে গোচারণ লীলাতে বহির্গত শ্রীগোবিন্দচরণ দর্শন করে বলেছেন ।

হে প্রভু গিরিধারী তোমার কমল সদৃশ কোমল লাল টুক্‌টুকে শ্রীচরণ দু'খানির শোভার বালার যাই। যমুনার তীরে বন উপবনে গাভীগণকে চরাও, আর মনের আনন্দে বিশ্ব বিমোহন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে চরণের উপর চরণ রেখে বনমালী তুমি মন মোহন বংশী বাজাও ।

তোমার পরিধানের পীত বসনখানি যেন নবমেঘে স্থির বিদ্যুৎ পুঞ্জ। মৃদুমন্দ পবনে মস্তকের মুকুটে ময়ূর পাখাগুলি ও কর্ণে রত্নখচিতে কুণ্ডল দু'টি দোদুল্যমান হয়ে গণ্ডস্থলের আভায় শ্রীমুখ মণ্ডল অপরূপ রূপে ঝল্‌মল করছে ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরাবাঈ বলছেন—আমার প্রভুগিরিধারী নাগর। তাঁর সুকোমল শ্রীচরণ শোভার বলিহারী যাই।

সাধকগণ শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের শ্রীচরণ ( চিহ্নের ) ধ্যান আনন্দে বিভোর থাকেন।

শ্রীচরণ চিহ্নের ধ্যানের বিষয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—( শ্রীশ্রীগিরিধারী কৃষ্ণ গোবিন্দের উভয় চরণে ১৯টি চিহ্নের মধ্যে ১১টি দক্ষিণ চরণে ও ৮টি চিহ্ন বাম চরণে মোট উনিশটি চিহ্ন)।

তথাহি রূপ চিন্তামণি—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ-ধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং।
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণ-পদে কোনাষ্টকং স্বস্তিকম্॥
চক্রং ছত্র যবাঙ্কুশং ধ্বজ পবী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং।
বিভ্রাণং হরিমূণবিংশতি মহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীশ্রীগৌর ও গোবিন্দের শ্রীচরণের এই চিহ্ন-গুলির ধ্যানের মহিমা এবং শ্রীভগবানের ধারণের কারণ এইরূপে জানিয়েছেন—

দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্যজঃ।
তত্র ভক্তজনস্যারি ষড়্‌বর্গচ্ছেদনায় সঃ॥
মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ।
ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফানাং লোভনায়াতিশোভনম্॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পদ্মস্তাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থ জয় ধ্বজম্।
কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্ত পাপাদ্রি ভেদনম্॥
পার্ষ্ণি মধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভ বশকারিণম্।
ভোগ সম্পদময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বণি॥

১। ভক্তের ভিতরের কাম ক্রোধ লোভাদি ষড়্‌রিপু ও বাইরের শত্রু দমনের জন্য সুদর্শন চক্র ধারণ করেন শ্রীহরি। শ্রীচরণস্থ ঐ চিহ্ন ধ্যানে উভয় শত্রু দমন হয়।

২। ভক্ত মন ভ্রমরকে আস্বাদনীয় ভোগ্য সুমিষ্ট মধু পূর্ণ ও অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী পদ্ম শ্রীচরণে চিহ্নরূপে ভক্ত (ধ্যানী) মন ভ্রমরকে মাতিয়ে রাখেন।

৩। ধ্বজা ভক্তের সকল অনর্থ জয়ের ধ্বজা স্বরূপে শ্রীচরণে ধ্বজা চিহ্ন ধারণ করেন। অতএব ইহার ধ্যানেতে সকল অমঙ্গল দূরে যায়।

৪। বজ্র-ধ্যানী ভক্তের কর্মসৃষ্ট পাপ পর্ব্বতকে নষ্ট করে। ভক্তের কর্ম পাপ খণ্ডনের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতাতে শ্রীব্রহ্মার বচন—

ইন্দ্রগোপমথবেন্দ্রং স্বকর্মবন্ধানুরূপং ফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দ্দহতি চ ভক্তি ভাজাং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলছেন—যিনি ইন্দ্রগোপ মানে বর্ষার অতি ক্ষুদ্র জীব হতে আরম্ভ করে স্বর্গের রাজা পর্য্যন্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সকলকেই নিজ নিজ কর্ম ফল ভোগ করিয়ে থাকেন। আর শরণাগত ভক্তজনের পাপরাশীকে নাশ করে থাকেন। সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকেই স্তবাঙ্গের দ্বারা ভজন করি।

৫। অঙ্কুশ—মত্ত হস্তীর ন্যায় অতি দুরন্ত মনকে (ভক্তের) স্বীয় চরণ মাহাত্ম্য বশে আনতে অঙ্কুশ চিহ্ন ধারণ করেছেন। পরমেশ্বর লক্ষণ ঐ চিহ্ন স্মরণে মন স্থির হয়।

৬। যব—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচরণস্থ যব চিহ্নের ধ্যান ফলে ভক্তের সর্ব্বোত্তম ভোগ লাভ হয়।

৭। দরম্—মানে শঙ্খঃ ভক্তজনকে সর্ব্ব বিদ্যা দানের নিমিত্ত শ্রীচরণে শঙ্খচিহ্ন বিরাজিত॥ ৩৭॥

---

রাগ গুর্জ্জরী, তাল ঝপ্‌তাল

এ্যা মোহন কে ম্যায় রূপ লভানী।

সুন্দর বদন কমল দল লোচন
বাঁকী চিতবন মঁদ মুসকানী।

জমনাকে তীরে নীরে ধেনু চরাবৈ
বংশীমে গাবৈ মীঠা বাণী।

তন মন ধন গিরধর পরবারু
মীরা চরণ কমল লপটানী॥৩৮॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা ঃ**—প্রিয়তমের রূপ মাধুর্য্যে মগ্না মীরাবাঈ তাই গোচারণ লীলা বর্ণনান্তে শরণাগতির কথা বলেছেন এই ভজন খানিতে।

শ্রীবৃন্দাবন বিহারীর বিশ্বমোহন লোভনীয়রূপে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে আছি। আ হা হা—তাঁর শ্রীমুখ মণ্ডল কি মনোহর। তাতে আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন দু'টি পদ্ম শোভাকে মলিন করে দিচ্ছে। আবার করছে কি? আড় নয়নে চেয়ে মৃদুমন্দ হাঁসিতে জগৎ মোহিত করছে।

শ্রীবৃন্দাবনে মনোহারী যমুনার সুশীতল তীরে গোচারন করেন। তৃষ্ণার্ত্ত হলে যমুনার সুমিষ্ট জল পান করান ও সখাগণ মিলে পান করেন।

যমুনার জল মহিমায়—

"যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব করপুটে তুলি।"

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়)।

গোষ্ঠ বিহার করিতে করিতে মুরলী বাজিয়ে মধুবৃষ্টি করেন প্রেমী মধুকরের জন্য। দেবী মীরাবাঈ বলেছেন—তার প্রভু গিরিধারীর বংশীর ধ্বনিতে মোহিত হয়ে মন প্রাণ সবই তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে দাসী হয়েছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মুরলীর প্রভাব ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে মহাজন গেয়ে গেছেন—

"মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কূলের বালা।
দ্বিজচণ্ডীদাসে কয় তখনি জানিবি
পিরীতি কেমন জ্বালা" ॥ ৩৮ ॥

---

## রাগ কোসী, যথা তাল –

( বিরহ স্ফূর্ত্তিতে দর্শন প্রার্থনা )।

কোই কহিয়ো রে প্রভু আবনকী আবনকী মন
ভাবন কী।
আপ ন আবৈ লিখ নহি ভেজৈ বাঁণ পড়ী ললচাবন কী॥
এ দো নৈন কহ্যো নহি মানৈ নদীয়া বহৈ জৈসে
সাবন কী।
কহা করু কছু নহি বস মেরো পাঁখ নহি উড় জাবন কী॥
মীরা কহৈ প্রভু কব রে মিলোগে চেরী ভই হুঁ তেরে
দাবন কী॥ ৩৯॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—কৃষ্ণগত প্রাণা মীরা তার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারীর উদ্দেশে দূতী প্রেরণ করছেন—নিজের অবস্থা জানিয়ে দিয়ে ' ইহা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হৃদয়ের প্রেরণা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তোমাদের কেউ গিয়ে আমার প্রভু গিরিধারীকে এসে দর্শন দিতে বলো। তিনি আমার প্রাণনাথ ও মনমোহন। আমার অবস্থা ভাল করে জানিয়ে অবশ্যই তাঁকে আসতো বলো।

তিনি নিজেও আস্‌ছেন না পত্রাদিতেও কোন সংবাদ লিখে পাঠাচ্ছেন না। আমি আর স্থির থাক্‌তে পারছি না, দর্শনোৎকণ্ঠার বন্যাতে ভেসে যাচ্ছি।

চোক দু'টিকে কত বোঝাচ্ছি, কেঁদে আর চোখ খারাপ করিসনে। কিন্তু, আমার কথা শুনছে না। চোখের জলে নদী বহিয়ে দিচ্ছে, যেন প্রবল বর্ষায় শ্রাবণের ভরা নদী।

পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুঃখ ভরে কাতর হয়ে বল্‌ছেন—কি করব নিরুপায় দেখছি, কোন হাত যে এতে আমার নেই।

পাখাও যে আমার নাই, কেমন করে উড়ে গিয়ে শ্রীচরণে পড়ব? যদি পাখীদের মত আমার উড়ে যাওয়ার পাখা থাকত, তা হলে নিজের ইচ্ছা মত উড়ে গিয়ে প্রিয়তমের নিকটে চলে যেতাম।

পরিশেষে মীরাবাঈ বল্‌ছেন—হে প্রভু গিরিধারী লাল! তুমি দূতী মুখে আমার অবস্থা শুনে অথবা অন্তর্যামিরূপে আমার দশা জেনে কতদিনে এসে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবে?

আমি যে তোমারই প্রেমে (বিনা মূল্যে) কেনা দাসী॥

॥ ৩৯ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



যথা রাগ, যথা তাল –
( সাধকাবেশে লোক শিক্ষা ) ।

হরি মেরে জীবন প্রাণ আধার।
ঔর আসরো নাঁহী তুম তুম বিন তীনুঁ লোক মাঁঝার।
আপ বিনা মোহী কছু ন সুহাবৈ নিরখ্যো সব সংসার।
মীরা কহে ম্যায় দাসী রাবরী দীজ্যো মতী বিসার ॥৪০॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—শ্রীকৃষ্ণই জীব সকলের সব কিছু। কিন্তু আমরা অজ্ঞানী। সে কারণ আমি অমুক মহান ব্যক্তি, ধনী, মানী কুলিন আমার বাড়ী ঘর সম্পত্তি এবং স্ত্রীপুত্রাদির কর্ত্তা প্রভৃতি মনে করে মিথ্যা অভিমানে দুঃখ ভুগে মরি।

তাই করুণাময় শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তজন আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তত্ত্ব জ্ঞান ( বাস্তব ) দান করেছেন সাধকাবেশে। তাঁদের এই প্রার্থনা।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥"

ইহার শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তনে মিথ্যা অভিমান দূর হলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। শ্রীমচ্ছরাচার্য্যপাদ বলেছেন—"জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ।"

অতএব রে মূর্খ! অজ্ঞানী মন শ্রীগোবিন্দ ভজন কর। শ্রীপ্রেমানন্দ দাসের উক্তি—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



একামাত্র এলি হেথা          স্ত্রী পুত্র বা ছিল কোথা
এবে কিসে বলহ আপনা।
আমি বল যেই দেহ          ধরায় পড়িবে সেহ
কেবা আর হইবে আপনা॥"    মনঃশিক্ষা।

অতএব হে হরি! ( প্রভু গিরিধারী ) তুমিই আমার জীবন মন প্রাণ সব কিছু। ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া আমার আশা ভরসার কেহই নাই। অনাদিকাল হতে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে ঘুরে ফিরে সব দেখলাম ও বুঝলাম।

হিন্দী পদাবলীতে—

"জাউ কাঁহা ছোড়ি চরণ তুম্‌হারে।
কাকে নাম পতিত পাবন কে অতি দীন পিয়ারে॥"

তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না।

পরিশেষে নিত্য সম্বন্ধের ( শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারীর সঙ্গে ) কথা বল্‌লেন মীরাবাঈ—হে প্রভু! আমি আপনার সেবিকা দাসী!

অতএব মনকে ঠিক করে দিয়ে সেবানন্দে ডুবিয়ে রাখ।

"তোমার সেবক করু, তোমার সেবন।" শ্রীচৈঃ চরিতামৃত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## রাগ—তাল

( বিরহে উৎকণ্ঠায় দর্শন প্রার্থনা ) ।

আঁখিয়া হরি দরশন প্যাসী ।
দেখন চাহত কমল নয়নকো, নিশিদিন রহত উদাসী ॥
কেসর তিলক গলে মোতিয়নকী মালা বৃন্দাবনকে বাসী ।
আয়ে মাধব লৌট গয়ে মেরে অঙ্গনাসে ডার গয়ে
গলে ফাসী ॥
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর করবত লেইয়ো কাশী ॥৪১॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—

"কৃষ্ণনব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার ।" শ্রীচৈঃ চরিতামৃত ।

ধান্যাদি শস্য জলাভাবে বাঁচার আশায় তৃষ্ণাতুর হয়ে জলের জন্য নীরব প্রার্থনা করে। আর ভক্তজনের জীবাতু শ্রীহরি। তাই তারা শ্রীহরিদর্শনে তৃষ্ণাকুল। শ্রীহরিদর্শনাদির মহিমা কি অদ্ভুত। যা আমাদের ধারণাতীত। তবে পিপাসা ( তৃষ্ণা ) কথাটার দ্বারা দু'টো বিষয় দিয়ে ধারণায় আনতে পারি। এক জলের তৃষ্ণাতে সব ভুলিয়ে একই ধ্যান লক্ষ্য থাকে জলের দিকে। কারণ জলাভাবে উৎকট তৃষ্ণাতে প্রাণবিয়োগ ঘটে। তাই জলের একনাম জীবন। অবশ্য জল ও জীবন এক না হলেও ঘনিষ্ঠ পোষক যেমন শাস্ত্রে বলেন—"আয়ুর্বৈ ঘৃতম্" অর্থাৎ ঘি ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আয়ু এক না হলেও ঘৃতে জীবনী শক্তি বাড়ায় বলে অভেদোপচার রূপেই বলেছেন। জলের অভাবে পিপাসাতে অতিকষ্টে প্রাণ চলে যায়। জাগতিক বিষয় তৃষ্ণাতে কাতর হয়ে অভক্তজন প্রাণ হারায়। আর ভক্ত ও প্রেমীজন ইষ্ট দর্শন তৃষ্ণাতে আকুল হয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করতে পারে না।

দেবী মীরাবাঈ এই ভজন খানিতে শ্রীগোবিন্দ গিরিধারীর দর্শনোৎকণ্ঠার রূপটি দৃষ্টান্তরূপে বুঝিয়েছেন জগৎবাসীকে। বল্‌ছেন মীরাবাঈ—আমার নয়ন দু'টি শ্রীহরিগিরিধারীর দর্শনের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে দারুণ জল পিপাসার্ত্তের ন্যায় ছটফট করছে। জাগতিক সকল ভোগ বিলাসাদিতে একেবারে উদাসীন হয়ে দিবানিশি এক মনে আকর্ণ বিস্তৃত পদ্ম পলাশলোচন শ্রীরাধা গিরিধারীকে দর্শন আশায় চেয়ে আছে।

তিনি শ্রীবৃন্দাবনবাসী দ্বিভুজ মুরলীধর গিরিধারী আমার গলে তাঁর বনমালার সঙ্গে মণিমুক্তার মালা এবং ললাটে কেসরের তিলক শোভায় মুখমণ্ডল ঝল্‌মল্‌ করছে।

আমার প্রিয়তম মাধব ( গিরিধারী নাগর প্রভু ) অনুগ্রহ করতে দর্শন দিয়ে সুখী করতে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যে ফিরে গিয়েছেন গলে প্রেমের ফাঁসি পরিয়ে দিয়ে।

ইহার আর মুক্ত হওয়ার উপায় নাই। ইহাই প্রেমের স্বভাব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সুনির্মল কৃষ্ণ প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়য়॥
( চৈঃ চরিতামৃত )।

দেবী মীরা বল্‌ছেন—আমার প্রভু গিরিধারী নাগরকে লাভ করতে কাশীতে গিয়ে* করবত লইব। প্রেমীজন প্রাণ ত্যাগান্তেও ইষ্ট প্রাপ্তির কামনা করে থাকেন।

প্রচলিত পদাংশ—

"কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।" ইত্যাদি

এই পদের অনুরূপ সূর দাসজীর ভজন।

আঁখিয়া হরি দরসনকী প্যাসী।
দেখন চাহত কমল নৈন কো নিশিদিন রহত উদাসী।
কেসর তিলক মোতিয়নকে মালা বৃন্দাবন কে বাসী॥
নেহ লাগায় ত্যাগি গয়ে তৃণ সম, ডারি গয়ে গল-ফাঁসী॥

---

* করবত—কাশী ধামে কামনা পূর্ণকারী **একটি কূয়া আছে**। উহাতে কামনা পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করলে ফল লাভ হয়। উহাকে করবত লওয়া বলে। বর্ত্তমানে উহার নাম "জ্ঞানবাপী"। কূয়াটি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পিছনে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ—তাল

বালা (আলা) ম্যায় বৈরাগণ হুঁগী।

জিন ভেষাঁ মহাঁরো সাহিব রীঝে
সোই ভেব ধরুংগী।

সীল সন্তোষ ধরু ঘট ভীতর
সমতা পকড় রহুংগী।

জাকো নাম নিরংজন কহিয়ে
তাকো ধ্যান ধরুংগী।

গুরুকে জ্ঞান রঁগুঁ তন কপড়া
মন মুদ্রা পৈরুঁগী।

প্রেম প্রীত সুঁ হরিগুণ-গাউঁ
চরণন্ লিপট রহুঁগী।

এ্যা তনকো করুঁ কীঁ গরী
রসনা নাম কহুঁগী।

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
সদা সংগ রহুঁগী ॥ ৪২ ॥

---

কাহুকে মন কী কো জানত, লোগনকে মন হাঁসি।

সুরদাস প্রভু তুম্হরে দরস বিন লৈহো করবত কাসী ॥ ৪১ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা** ঃ—এই ভজন খানিতে মীরাবাঈ, শ্রীগৌরাঙ্গ গণানুগত রীতিতে ইষ্টের প্রীত্যর্থে অখিল ত্যাগ এবং প্রেমিক বিরাগীর তত্ত্ব কথনান্তে প্রিয়তমের সেবাসুখের জন্য সর্ব্বদা তাঁর নিকটে বসের কথাই জানিয়েছেন।

আমি বিরাগিনীর বেশ ধারণ করব। যে বেশ ধারণ করলে আমার প্রভু গিরিধারী খুসী হন, বৈষ্ণবীয় সেই বেশের মালা তিলক ও হরিনামাবলীর ছাপ অঙ্গে লইব। সাদা সিধে বস্ত্র পরিধান করব। বাইরের শুধু বৈষ্ণবীয় বেশ ধরে থাকব তা নয়। ভিতরেও সচ্চরিত্র সদা সন্তোষ এবং বিষম ভাব ছেড়ে সমতা অর্থাৎ সমভাব মানে জাগতিক সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আলো আধার ভাল মন্দ দৃষ্টির উপরে এক এবং অখণ্ড আনন্দ প্রকাশ অনুভব করব।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের লক্ষণ—গীতা উপনিষদে ১২ অধ্যায়ে—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্ব ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমঃ দুঃখ সুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাধারণ লোকে যাঁকে নিরঞ্জন নিরাকার নিধারণাদি বলে থাকে, তাহা আমার প্রভু গিরিধারী লালের অঙ্গচ্ছটা "জ্যোতি-রভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজ শ্যামল সুন্দরম্॥" অতএব তাঁরই ধ্যানে ডুবে থাক্‌ব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগমার্গীয় শ্রীগুরুদেবের দেওয়া মধুর ভাব রূপ জ্ঞান ও অনুরাগ রূপ রং এ শরীর রূপ বস্ত্রকে রঙিয়ে নেব। অর্থাৎ শরীরে সাত্ত্বিকাদি অশ্রু কম্প, পুলক স্বেদ বৈবর্ণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পাবে। অন্যথায় হাস্যাস্পদ হতে হবে। তাই এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ("আগে মন না রাঙায়ে, কাপড় র ডালী, ভুল করিলি যোগী)।" আবার প্রেমীজনের বাইরের লক্ষণ শরীরে প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

দানকেলী কৌমুদীতে (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর) সূত্রধার বচন। যথা—

গম্ভীরোঽপ্যশ্রান্তম দুরধিগম্যপারেঽপি নিতরাং
অহার্য্যাং মর্য্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।
সতাং স্তোম প্রেম্নি উদয়তি সমগ্রে স্থগয়িতুং
বিকারং ন ক্ষারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি॥"

অগাধ এবং অপার সমুদ্রও যেমন চন্দ্রের উদয়ে বর্দ্ধিত হয়ে থাকে। তদ্রূপ সমুদ্র সম গম্ভীর হৃদয় প্রেমীজন প্রেমের বিকার (অষ্ট সাত্ত্বিকাদি) গোপন রাখতে পারেন না।

মন মুদ্রা পরিধান করব অর্থাৎ সর্ব্বদাই স্মরণ মনন ও কীর্ত্তনাদিতে শ্রীহরিচরণে মন লাগিয়ে রাখব।

দেবর্ষি নারদ ঠাকুর ও শ্রীগোবিন্দচরণে মনকে লাগিয়ে রাখার উপদেশ দিয়েছেন সকলকেই—"যঃ কেনাপ্যুপায়েন কৃষ্ণে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মনঃনিবেশয়েৎ।" পূজা অর্চ্চনাদিতে মুদ্রার (ধেনু, অঙ্কুশ আবাহনী প্রভৃতি) বিধান আছে। ইষ্টের পূজা সেবার্থে সঙ্কেত মুদ্রাগুলি হওয়ায় শ্রীভগবান প্রীত হয়ে থাকেন, তাই এইগুলির নাম মুদ্রা।

শ্রদ্ধা প্রীতির সঙ্গে শ্রীহরি গিরিধারীর নাম, রূপ, গুণ কীর্ত্তন করতে করতে তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ে পড়ে থাকব। ভক্তি-রাজ্যে বিধান আছে ও দেখা যায় ভক্তিমান্ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব নিকটে হরিনাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করতঃ প্রণাম করেন।

সাধকাবেশে মীরাবাঈ বল্‌ছেন—আমার এই শরীররূপ সারঙ্গী যন্ত্রে জিহ্বা রূপ (তন্ত্রীতে) তারে তোমার সুমধুর হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন করব।

শ্রীগিরিধারী নাগর আমার প্রভু, অতএব তাঁরই ভক্তসঙ্গে সদাই বাস করব। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সজাতীয় ভক্তসঙ্গ করা "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে" ভঃ রঃ সিঃ।

সঙ্গ বিষয়ে আক্ষেপ বাণী—

"তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তার সঙ্গে যার সঙ্গ
তার সঙ্গে নৈল কেনে বাস।"

(নরোত্তম ঠাকুর) ॥ ৪২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ খম্বাজ—

রাণাজী ম্যায় স াঁবরে রঁগবাতী।
জিনকে পিয়া পর দেশ বসত হ্যায়
ও লিখ লিখ ভেজে পাতী।
মেরা পিয়া মেরে হৃদয় বসত হ্যায়
এই সুখ কহো ন জাতী।
ঝুঠা সোহাগ জগৎ কী রী সজনী,
হোয় হোয় মিট জাসী।
ম্যায় তো এক অবিনাসী বরুঁগী
জাহে কাল নহি খাসী।
ঔর তো প্যালা হ্যায় প্রেম হরিকা
ম্যায় ছকী রহুঁ দিন রাতী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
খোল মিলী হরিসে ছাতী॥ ৪৩॥

---

আস্বাদনকণা :—মীরা চরিত্রে সন্দিগ্ধ রাণা বিক্রমাজীতের প্রতি জ্ঞান উপদেশ। রাণা তুমি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখ কেন? আমি ত্রিসত্য করে বলছি—যে আমি ত্রিভুবন তথা নিত্য স্বামী প্রভু গিরিধারী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে মহানন্দে মেতে আছি। তাঁর সঙ্গে অনাদিকাল থেকেই সম্বন্ধ হয়েই আছে। আমার নিত্যসাথী তিনি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অন্য যার প্রিয়তম দূর দেশে থাকেন, সেখান থেকে মধ্যে মধ্যে পত্রের মাধ্যমে প্রীতি ভালবাসার বিষয় ও কুশল মঙ্গল সমাচার আদান প্রদান করে থাকে।

আর আমার প্রাণনাথ সর্ব্বদাই আমার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করেন, ইহাতে যে আনন্দ অর্থাৎ প্রিয়তম সঙ্গসুখ তা প্রকাশের ভাষা নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রেমই প্রয়োজন বলেছেন (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব) অর্থাৎ প্রেম ভক্তি লাভ হলেই শ্রীগোবিন্দকে পাওয়া যাবে।

জগতে যে প্রীতি ভালবাসা দেখতে পাওয়া যায়—তা আসল নয়, নকল। তাই ও প্রীতি স্থায়ী নয় মিথ্যা। এই কত জায়গাতে প্রীতি ভালবাসা হচ্ছে, আর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুকে অবলম্বন করে যে আদর ভালবাসা তা থাকে না। শ্রীগোবিন্দকে সম্বন্ধীয় প্রীতি ভালবাসার নাশ তো নাই, পরিবর্ত্তনও হয় না। তাই শাস্ত্রে বলেছেন--

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে--

"সুনির্মল কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥"

অতএব আমি তো প্রেম প্রীতির আস্পদরূপে অবিনাশী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



স্বামীকে গ্রহণ করব, যাতে মহাকালেরও কোনই অধিকার থাকবে না।

মায়িক জগতের মানুষ তো নিন্দনীয় মাদক দ্রব্য পান করে অল্প সময়ের জন্য মত্ততা দেখায়। আর আমি শ্রীহরি প্রেম মদিরাতে দিবারাত্র বিভোর হয়ে থাকি। তাই মীরাজী বল্‌ছেন সকলে আমার প্রভু শ্রীগিরিধারী নাগর শ্রীহরির সঙ্গে খোলা হৃদয়ে অর্থাৎ সরলান্তকরণে মিলিত হয়ে চিরসুখী হও ॥ ৪৩ ॥

---

দেশ রাগ, যথা তাল—

( বিরহ স্ফূর্ত্তিতে দর্শন প্রার্থনা ) ।

দরস বিন দুখন লাগে নৈনা।
জবকে তুম বিছুরে প্রভু মোরে কবহুঁ ন পায়ো চৈন।
সবদ সুনত মেরী ছাতীয়াঁ কাঁপৈ মীঠা মীঠী বৈন।
বিরহ কী কথা কাঁসু কহুঁ সজনী বহ গই করবত ঐন ॥
কল ন পরত পল হরি মগ জোবত ভই ছমাসী রৈণা।
মীরাকে প্রভু কবরে মিলোগে দুখ মেটন সুখ দৈন ॥৪৪॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—হে প্রভু গিরিধারী ! তোমার অদর্শনে আমার নয়ন দু'টি বড়ই দুঃখী। তুমি যে সময় হতে আমাকে ছেড়ে গিয়েছ, সেই হতেই আমার কোন সোধ বোধ নাই।

কোন শব্দ শুনলেই তোমার মিষ্টি মধুর আলাপের বিষয় মনে হলে বিরহ জ্বালায় বুক ধরফড় করে কাঁপতে থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হে সখি ! ( মৃদুলা ) নিদারুণ আমার এই বিরহ বেদনার কথা কা'কে বলব, "কে আছে এমন মনের বেদন কাহারে কহিব সই। না কহিলে প্রাণ বিদরে মরিতাই সে তোমারে কই ॥"

সময় আর কাটে না, হরি আগমন পথ চেয়েই আছি "আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা রাত যেন ছ'মাসের দীর্ঘ হয়ে গেছে।

তাই অত্যন্ত কাতর হয়ে মীরাবাঈ বল্‌ছেন—হে প্রাণ নাথ গিরিধারী প্রভু কতক্ষণে আমার সহিত মিলিত হবে।

তোমাকে পেয়ে সব দুঃখ দূরে গিয়ে সুখে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ॥ ৪৪ ॥

---

## রাগ বেহাগ—

পিয়া বিনি রহা ন জায়।
তন মন মেরো পিয়া পর বারুঁ বার বার বলি জাই ॥
নিশি দিন জোউ বার পিয়াকী কবরে মিলোরো আই।
মীরাকে আশ তুম্হারে লীজ্যো কণ্ঠ লগাই ॥ ৪৫ ॥

---

**আদনকণা** ঃ—এই ভজন খানিতে দেবী মীরাবাঈ বিরহে কাতর হয়ে দর্শন প্রার্থনা করেছেন।

রসশাস্ত্রে মিলন অপেক্ষায় বিরহের মহিমা অধিক বলেছেন "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" অর্থাৎ মিলনে তো প্রিয়তমকে একরূপে লাভ করে কৃতার্থ মনে করে। আর বিরহে ইষ্ট চিন্তনে জগৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ইষ্টময় দেখে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় বিরহের পর মিলন আনন্দদায়ক হয়। কিন্তু প্রাকৃত রস হওয়া হেতু বিরহে সুখানুভব হয় না। অপর চিন্ময় জগতের সকল সৎ চিৎ আনন্দময়। তাই বিরহে অথবা যে কোন ভাবেই শ্রীগোবিন্দ স্মরণ আনন্দপ্রদ ও পরমগতি দায়ক। তাই প্রেমিক ভক্তের প্রার্থনা—

"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
পুণ্ডরীকাক্ষ……উদ্বাষ্প রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥"

নিজ বা প্রেমীভক্তজনাবস্থা জানাচ্ছেন কৃষ্ণ প্রেয়সী মীরা। আমি প্রিয়তমকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না। কেন না আমার দেহ মন সুখ স্বাচ্ছন্দ যা কিছু সব শ্রীশ্রীগিরিধারী লালের পরিবার। তাই সর্ব্বদাই তাঁরই (প্রভু গিরিধারীলালের) নাম, রূপ ও ধামের মহিমা গুণ গান করে থাকি।

ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে যুগযুগান্ত মনে হয়। "যুগায়িতং নিমেষেণ, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং, গোবিন্দ বিরহেন মে॥" (শিক্ষাষ্টক)। তাই নিশিদিন সর্ব্বক্ষণ প্রিয়তমের শুভাগমন পথ চেয়ে থাকি। সময় কাটতে চায় না। কতক্ষণে শুভাগমন করে দর্শনাদিতে সুখী করবেন। একমাত্র তোমারি আশায় মীরা বুক বেঁধে বসে আছে, তুমি শীঘ্রই এসে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে কৃতার্থ কর।

"আশাবদ্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥ ৪৫॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ জৌন পুরী, তাল তিতালা—

( গোপীভাবে মীরার খেদোক্তি )

সখী রী লাজ বৈরণ ভই।
শ্রীলাল গোপালকে সংগ কাহেং নহি গই।
কঠিন ক্রুর অক্রুর আয়ো সাজ রথ কহুঁ নই।
রথ চড়ায় গোপাল লৈ গয়ো হাত মীজত রহী ॥
কঠিন ছাতী শ্যাম বিছড়ত বিরহ তেং তন তই।
দাসী মীরা লাল গিরিধর বিথর কুঁ্য না গই ॥ ৪৬ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—গোপীভাবাক্রান্তা মীরাবাঈ এর শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্ফূর্ত্তিতে পশ্চাত্তাপোক্তিঃ সখিরে! লজ্জাই শত্রু হয়ে এতে বাদ সাধল। আমি কেন শ্রীগিরিধারী লাল গোপালের সঙ্গে গেলাম না। আমাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ গোপালকে ( মথুরায় ) আমাদের ব্রজ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য কেমন সজ্জিত রথখানা কোথা থেকে নিয়ে এল। ওর নাম অক্রুর, কিন্তু দারুন ক্রুরের কাজ করে গেল।

.........ইত্যেদতি দারুণঃ"

আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল, আমরা হাত কচলাতেই থেকে গেলাম।

পাষাণ সমান হৃদয়, তাতে শ্যাম বিরহ অগ্নি সারা শরীরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ছেয়ে গেল। গোপীভাবে মীরাবাঈ বলছেন—এই দারুন তাপে প্রাণ কেন গেল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার পদকর্ত্তা বাসুদেব আক্ষেপ করছেন--

"গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর হিয়া পাষণ দিয়া
কেমনে ( বিধি ) গড়িয়াছে" ॥ ৪৬ ॥

---

## রাগ ত্রিবেণী, তাল তিতালা ( দ্রুতলয় )

মেরে নৈনা নিপট বংকট ছবি অটকে।
দেখত রূপ মদন মোহন কো পিয়ত পীয়্ূষ ন মটকে।
বারিজ ভবাঁ অলক, টেঢ়ী মনৌ অতি সুগন্ধরস অটকে।
টেঢ়ী কটি টেঢ়ী কর মুরলী টেঢ়ী পাগলর লটকে ॥
মীরা প্রভুকে রূপ লুভানী গিরিধর নাগর নটকে ॥ ৪৭ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—নয়ন দুটি আমার ললিত ত্রিভঙ্গ মনোহর রূপেই আটকে পড়েছে। অপলক নেত্রে অপরূপ শ্রীমদন মোহন মূরতির দর্শনামৃত যথেষ্ট পানেও পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। আহা! হা! বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত কমল নয়নের বাঁকা চাহনি, সুগন্ধ ও অমৃতরসে ভরপুর, তার কটিদেশ বাঁকা, হাতের মুরলীটি দেখতে সরল হলেও বাঁকা, পাগড়ী বক্র ভাবে ধারণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



করেছেন। মন মোহন কারী নট নাগর মীরার প্রভু শ্রীগিরিধারীর লোভনীয় রূপে সবাইকে মুগ্ধ করে।

রূপের লোভনীয় শ্রীচৈঃ চরিতামৃতে—

"অঙ্গচ্ছটা আঠা তার............।
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল ॥

বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন—রূপ দর্শনে অতৃপ্ততার কথা—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ।
তবু নয়ন তিরপিত নাহি ভেল ॥"

শ্রীরাধা মদনমোহন নামের ইতিহাস এইরূপ—

ত্রিভুবন বিজয়ী কামদেব মদনের মনে অভিমান হয়েছিল যে, আমি ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করেছি, মহেশ্বরকেও মোহিনী রূপের প্রতি লোভিত করেছি। বাকী শ্রীগোবিন্দকে মোহিত করতে পারলে আমারই একাধিপত্য।

দর্পহারী শ্রীমধুসূদন, তাই রাসাদি লীলাতে মদনের দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। "রূঢ় কন্দর্প দর্পহা" শ্রীভাগবত টীকায় শ্রীধর স্বামীপাদ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"চড়ি গোপী মনরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন মোহন।"
"রাধা সহ যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ রাগশ্রী, তাল তিতালা

হরিনাম ( রামনাম ) রসপীজৈ (মনুয়া) হরিনাম রস
পীজৈ।
তজ কুসংগ সৎসঙ্গ বৈঠ হরি চর্চ্চা সুন লীজৈ।
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহকুঁ বহা চিত্তসে দীজৈ।
মীরাকে প্রভু গিরিধরনাগর তাহিকে রঙ্গমে ভীজৈ ॥৪৮॥

---

কুঞ্জ ভঙ্গের পদাবলীতে—

সমর মাঝে পড়ল লাজে
রতি পতি ভয়ে ভাগে।" প্রভৃতি ॥ ৪৭ ॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—এই ভজন পদ খানিতে দেবী মীরাবাঈ শ্রীহরিনামামৃত পান করতে বলেছেন রসগ্রহণকারী জিহ্বাতে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে।

শ্রীনাম গ্রহণের ( সাধনের ) সঙ্গে সঙ্গে ( ভিতরের ) আত্মার শত্রু কাম, ক্রোধ লোভাদিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ সেবারসে ( শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে ডুবে থাকতে বলেছেন।

অর্থাৎ—হে মন। তুমি বিরস বিষয় রস পরিত্যাগ করে শ্রীহরিনামামৃত রস পান কর। এই নামামৃত পান বিমুখ জিহ্বাকে নিন্দা করছেন—রসজ্ঞ কবি—

রসনে রসজ্ঞেতি বৃথা ত্বং স্তুয়সে বুধৈঃ।
অপার মাধুরী পরাঙ্মুখী ॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অসৎসঙ্গ ছেড়ে সৎসঙ্গে বসে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করবে। সৎসঙ্গে শ্রীহরি কথাতে ক্রমোন্নতিতে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাকে বৈষ্ণবাচার্য্য বলেছেন—অসৎসঙ্গ আবার দুই প্রকার যথা—(১) "স্ত্রী সঙ্গী ( অবৈধ ) (২) কৃষ্ণ অভক্ত আর।" চৈঃ চঃ।

অভক্তমুখের হরিকথা প্রকৃত ফল দেয় না। "গুণালিচ্ছ্ং হবির্যথা" দীক্ষাদি মন্ত্র সম্বন্ধেও "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং গচ্ছেদিতি।"

অপর সৎসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণের মহামহিমার কথা ব্রহ্মাজী জানিয়েছেন, যথা—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যেপ্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

( শ্রীভাঃ ব্রহ্মস্তুতি )।

কপিল ভগবানও দেবহুতি মাতাকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি
হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

( শ্রীভাগবত )।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সর্ব্ব সমর্থ শ্রীহরিকথা শ্রবণ মননাদি সাধনা দ্বারা কাম ক্রোধাদি আত্ম শত্রুকে দূর করবে।

খেতুরীর রাজপুত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জানিয়েছেন—

"শুনিয়া গোবিন্দ রব  আপনি পালাবে সব
সিংহরবে যেন করিগণ।"

দেবী মীরাবাঈ বল্‌ছেন—চিত্তের ( মনের ) ওই সব ময়লা বা কষায় দূর করে দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ কর যোগ্যতানুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর প্রেমভক্তিরসে। আম্রাদি ফলের যেমন কষায় অম্লাদি থাকিতে মিষ্টি মধুর হয় না। কষায় টকাদি চলে গেলে তারপর মধুর মিষ্টি হয়। তদ্রূপ হৃদয়ের বা মনের কাম, ক্রোধ লোভাদি জনিত ঈর্ষা ক্রোধ অভিমানাদি বিকার কষায় অম্লাদি নষ্ট হলে মধুর প্রেমভক্তি রসাবির্ভাব ঘটে বা হয়ে থাকে। তখনি সেবিকারূপে প্রাণনাথের সেবা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকা যায়॥ ৪৮॥

---

যথা রাগ ও তাল—

কোই কুছভী কহে মন ( মেরা ) লাগা।
এইসী প্রীত লগী মন মোহন জ্যুঁ সোনেমে সোহাগা॥
জনম জনমকো শোয়ো মনুবো সতগুরু শব্দ শুন জাগা।
মাতা পিতা সুত কুটুম কবীলা, টুট গয়া জ্যুঁ তাগা।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, ভাগ হামারে জাগা॥৪৯॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা :**—প্রেমভক্তি প্রাপ্ত জন জগতের নিন্দা-স্তুতি এবং দুঃখ সুখের উপরে নির্মল প্রেমানন্দ রাজ্যে বিচরণ করেন—এই অচিন্ত্য বাণী জানিয়েছেন মীরাদেবী এই ভজন খানিতে।

অর্থাৎ—দেবী মীরাবাঈ (চিতোরেশ্বরী) বল্‌ছেন—আমার নির্ভয় অবাধ প্রেম ভক্তির আচরণ না বুঝে যার যা খুসী বলুক না কেন ? তাতে আমার কোন লাভ লোকসান নাই, ভ্রুক্ষেপও নাই, আমার মন তাঁর শ্রীচরণে লেগে গেছে। কেমন ভাবে লেগেছে তা বোঝানোর ভাষা নাই। তবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জগতে যে কথাটা প্রসিদ্ধ আছে সেইটির দ্বারাই ভক্তশিরোমণি মীরাবাঈ শ্রীগিরিধারী লালের সঙ্গে প্রীতিময় সম্বন্ধের মধুময়ত্ব জানিয়েছেন—মনমোহন শ্রীমদন মোহন গিরিধারী নাগরের সঙ্গে এমন প্রীতি হয়েছে যেমন "সোনায় সোহাগা" সংযোগে উজ্জ্বলময় হয়, তদ্রূপ।

জগতের জীব অর্থাৎ মানব মায়া মোহ ঘুমে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বহু জন্ম ঘোরার পর সদ্‌গুরুর উপদেশ "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্ নিবোধতঃ।" বাণী শুনে সচেতন হয় পরমার্থ বিষয়ে গীতাতে বলেছেন—

"বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই সংসার অভিনয় মঞ্চের পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনের মমতা বন্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে—যেমন সুতা ছিঁড়ে গেলে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। ভনিতাতে মীরাবাঈ বলেছেন আমার প্রাণনাথ শ্রীগিরিধারী নাগর এবং সেই প্রভুর কৃপায় ভাগ্য আমার জেগে উঠেছে। স্বরূপার্থ ভাগ্য সকলের আছে, কিন্তু তাহা মোহ মায়া নিদ্রাতে অভিভূত হয়ে অচেতন। শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণব কৃপাতেই জাগ্রত হয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানিয়েছেন সুপ্তজীবের স্বরূপের কথা।

জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণদাস (দাসী) তাহা ভুলিবার ফলে সেই অপরাধে মায়া পিশাচী গলা বন্ধন করল॥ ৪৯॥

---

রাগ পাহাড়ী, তাল কহরবা, ভাষা রাজস্থানী—

ঘড়ী এক নেহি আবড়ে তুম দরশন বিন মোয়।
তুম হো মেরে প্রাণ জী, কাঁসু জীবন হোয়॥
ধান ন ভাবৈ নীংদন আবৈ, বিরহ সতাবৈ মোয়।
ঘায়লসী ঘুমত ফিরু রে,মেরো দরদ ন জানৈ কোয়॥
দিবস তো খায় গমাইয়ো রে, রৈন গমাই সোয়।
প্রাণ গমায়া ঝুরতাঁ রে, নৈনা গমায়া রোয়॥
জো ম্যায় ঐসী জানতী রে, প্রীতি কিয়াঁ দুখ হোয়।
নগর ঢঁঢোরা ফিরতী রে, প্রীতি করো মৎ কোয়॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পংথ নিহারু ডগর বহারুঁ, উভী মারগ জোয় ।
মীরাকে প্রভু কবরে মিলোতা, তুম মিলিয়া সুখ হোয়
॥ ৫০ ॥

---

আস্বাদনকণা :—হে প্রভু গিরিধারী ! তোমার ক্ষণেক অদর্শনেও আমি থাকতে পারি না । শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার শ্রেষ্ঠ দান শিক্ষাষ্টকে—

"যুগায়িতং নিমেষেণ-চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥"

তুমিই আমার জীবন সর্ব্বস্ব । তা হলে কেমন করে তোমা ছাড়া বাঁচতে পারি বল ?

শ্রীভাগবতে শ্রীগোপীগীতে জানা যায়—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃপ্রিয় দধীমহি কর্কশেষু, তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিস্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥"

রাসে শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে কাতরা গোপীগণ শ্রীরাধাসহ বল্‌ছেন—

হে প্রাণনাথ গোবিন্দ ! তোমাতেই আমাদের প্রাণ ( পরমায়ু ) গচ্ছিত ( জমা ) আছে । তাই তোমার অদর্শন তাপে দগ্ধ হলেও মরতে পারছি না ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আর ভজন পদে মীরা বল্‌ছেন—হে গিরিধারী তোমার অদর্শনে আমার অবস্থা শুন্‌বে ? তুমিই তো আমার প্রাণ। তুমি ছাড়া বাঁচতে পারি ?

তোমার বিরহে আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরহ বেদনায় অস্থির করছে। পাগলের মত ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছি। আমার ব্যাথা বেদনা কেউ বোঝে না। দৈন্য ভাবান্তরে আবার বলছেন—দিনে আহারাদিতে কাটালাম, রাত্রে ঘুমিয়ে কাটালাম। কাঁদতে কাঁদতে ও চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে প্রাণ ও চোক দুই হারালাম বুঝি। পিরিতির এত জ্বালা, তা যদি আমি আগে জানতাম যে তোমার সঙ্গে পিরিতি প্রেম করলে দুঃখ পেতে হবে। তা হলে আমি নিজেই ঢোল সহরৎ করে অর্থাৎ ঢাক বাজিয়ে সকলকে জানিয়ে নিষেধ করে দিতাম—সাবধান, তোমরা কেউ যেন শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে প্রীতি ভালবাসা করো না। ওতে বড় জ্বালা।

মহাজন পদকর্ত্তা গেয়েছেন—

"পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুঃখের বায়॥"

কিন্তু কি করব, আমি নিজে পিরিতি করে অন্যকে কেমন করে নিষেধ করি। ছাড়ারও কোন উপায় নাই। প্রেমের মহিমার ( প্রভাবের বিষয় ) দেবর্ষি নারদ ঠাকুর জানিয়েছেন—"অনির্ব্বচ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



নীয়ং প্রেম স্বরূপম্" শ্রীনারদ ভক্তিসূত্র। প্রেম পুরুষোত্তম জানিয়েছেন---এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কৃপাসিদ্ধা দেবী মীরাবাঈ বলছেন---নিরুপায় কি করব এখন "বক্র মধুর" জ্বালা সব সহ্য করে---আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম-গানে সদারুচি" আশয়ে আসার পথ ঝাড়ু বাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে আশায় আসার পথ চাইতে চাইতে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছি। পরিশেষে বল্‌ছেন---হে প্রভু গিরিধারী! তুমি কতক্ষণে আমাকে দর্শন দিবে। একমাত্র তোমাকে পাইলেই আমি পরম সুখ লাভ করব। কারণ সুখময় তুমি।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানিয়েছেন সকলকে---

"নরোত্তম দাসে কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরক মোর মনে।"

মর্ম্মার্থ এই যে—মীরাবাঈজীর এই ভজন গানখানিও গুরুত্ব পূর্ণ। এই পদখানির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে "অনর্পিত চরীং" প্রেম, যাহা স্বয়ং প্রভুর খাস সম্পদ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং আস্বাদন করে প্রসাদীরূপে গৌড়ীয় মূল আচার্য্য ছয় গোস্বামী আদি পার্ষদ এবং পরম্পরা রূপে দান করে গেছেন। যা আমরা ও পরম্পরায় পাইতেছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পদের ভাবার্থের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ও মহাজন পদাবলীর সামঞ্জস্য এবং ঐতিহাসিক ব্রজাচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ ভট্টজীর অনুশিষ্য হওয়া হেতু দেবী মীরাবাঈ গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়াই সমীচীন। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ এ সমালোচনা করা হবে।

যাক, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখজ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে।" এই অংশটির সঙ্গে মীরাবাঈ এর "জো ম্যায় ঐসী জানতী রে প্রীতি কিয়াঁ দুখ হোয়। নগর ঢঁঢোরা ফেরতি রে প্রীতি করো মৎ কোয় ॥" এই অংশটির ভাব--শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন এবং প্রেমের বিক্রম অনুভব করেছেন। বিক্রমের বিষয় শ্রীপাদ রূপগোস্বামীপ্রভুর বিদগ্ধ মাধবে প্রকাশ করেছেন--

"পীড়াভি র্নব কালকূট কটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা বিক্রান্তয়ঃ ॥"

মীরাবাঈ পরম্পরায় এই "বক্রমধুরার" মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন আস্বাদন করেই বলেছেন ॥ ৫০ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ মাঁড়, তাল কহরবা, ভাষা রাজস্থানী

( কৃষ্ণ বিরহ দশা বিশেষ বর্ণনা ) ।

লাতো নাম কো জী মঁহাসুঁ তনক ন তেড়্যো যায় ।
পানাঁ জ্যুঁ পীলী পড়ীরে লোগ কহে পিংড রোগ ।
চানে লাঁঘন ম্যায় কিয়া রে
রাম ( শ্যাম ) মিলন্‌কে জোগ ।
বাবল বৈদ বুলাইয়া রে
পকড় দিখাই মঁহারী বাঁহ ।
মূরখ বৈদ মরম নহি জানে
পসক কলেজে মাঁহ ।
জা বৈদাঁ ঘর অপনে রে মঁহারো নাম ন লেয় ।
ম্যায় তো দাসী বিরহকী রে,
তু কাহেকুঁ দারু দেয় ।
মাঁস গল্ গল ছীজিয়া রে,
করক রহ্যা গল আঁছি ।
আঁগলিয়াঁ মূচড়ী ( মহারে) আবন লাগী বাঁহি ।
রহ রহ পাপী পপীহড়া রে পিব কো নাম ন লেয় ।
জো কোই বিরহণ সাম্‌হলে তো
পিব কারণ জিয় দেয় ।
খিন মন্দির খিন আগণে রে খিন্ খিন্ ঠাড়ী হোয় ।
ঘায়ল জ্যুঁ ঘুঁমু খড়ী (মহারী) বিথা ন বুঝৈ কোয় ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



কাড় কলেজো ম্যায় ধরুরে কাগা তু লে জায়।
জ্যাঁ দেসাঁ মহারো পিয় বসৈ রে,
দৈয় দেখে তু খায়।
মহাঁরে নাতো নায় কো রে ঔর ন নাতো কোয়।
মীরা ব্যাকুল বিরহিনী রে (হরি)
দরশন দীজো মোয় ॥ ৫১ ॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—আমি তো ক্ষণকালের জন্যও গিরিধারীর নাম ও চিন্তা ছাড়তে পারি নে। চিন্তা চিন্তাতে বিবর্ণ (হলুদ বর্ণ বা ফ্যাকাসে) হয়ে গেছি, সকলে বলে আমার (মীরার) পাণ্ডুরোগ (কাম্‌লা) হয়েছে। আমি গোপনে ইষ্ট মিলনের জন্য উপবাস করে কৃশ হয়েছি। ইষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধনে উপবাস, সংযম ও তপশ্চরণে দেহের ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, আর প্রেমপ্রাপ্তজনের বৈবর্ণ দশাকে সাধারণে রোগী বলে মনে করে বিশেষতঃ রাজবধূ মীরাবাঈ এর। তাই অজ্ঞানী পরিজন রোগী ভেবে কবিরাজ (চিকিৎসক) ডেকে কোন রোগ না বুঝে বুক পিঠ টিপে টিপে দেখল।

আমার রোগ নির্ব্বাচনে অসমর্থ চিকিৎসককে আক্ষেপ করে বল্‌লাম—কবিরাজ মহাশয়! আপনি বাড়ী চলে যান, আমার চিকিৎসা আর করতে হবে না। আমি যে আমার প্রভু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



গিরিধারীর বিরহ জ্বালায় জ্বল্‌ছি—তা না বুঝে, আপনি আরও জ্বালাতে এলেন কেন ?

দেখছেন না, বিরহ বিষের জ্বালায় মাংস সব গিয়ে হাড় মাত্র সার হয়ে আছে। আমার আঙ্গুলের আংটিটির মধ্যে হাত ঢুকে যাচ্ছে।

বলতে বলতে আনমনা হয়ে বল্‌লেন—ওরে খল পাপী, পপীহা! থেকে থেকে অমন করে—"প্রিয় প্রিয়, প্রিয়ের নাম আর বলিস্ নে!

তুই কি জানিস না, যে বিরহ সইতে পারে, এমন ব্যক্তিও প্রিয়তমের জন্য প্রাণ ( বিসর্জ্জন ) দেয়। বিরহী জন কখনও ঘরে কখনও বাইরে ঘোরাফেরা করে। কখনও কখনও চুপচাপ দাড়িয়েও থাকে।

নিজাবস্থা অন্যের উপর দিয়ে বলার পর এখন প্রত্যক্ষ নিজের অবস্থার কথা বল্‌ছেন।

প্রবল আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মতই ছুটাছুটি করি, দাড়িয়েও থাকি চুপচাপ, আমার ব্যথা বেদনা কেউ বোঝে না।

ভাবাবেগে বল্‌ছেন—ওরে কাক্! তুই এক কাজ কর তো, আমি আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা বের করে তাকে দিচ্ছি, তুই নিয়ে যা। যেখানে আমার প্রিয়তম আছে, সেইখানে গিয়ে এমন ভঙ্গীতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ ঝঝোটী, তাল কহরবা—

ভজলে রে মন গোপাল গুণা।

অধম তরে অধিকার ভজনমুঁ
জোই আয়ে হরি সরণা ॥

অবিস সাস তো সাখি বাতাউঁ
অজামিল গণিকা সদনা ॥

জো কৃপাল তন মন ধন দীহ্নো
নৈন নাসিকা মুখ রসনা ॥

জাকো রচত মাস দস লাগে
তাহি ন সুমিরো এক ছিনা ॥

বালাপন সব খেল গমায়ো
তরুণ ভয়ো জব রূপ ঘনা ॥

---

প্রিয়তমকে দেখিয়ে দেখিয়ে হৃৎপিণ্ডটা খেতে থাক্‌বি তা যেন প্রিয়তম দেখতে ও বুঝতে পারে।

অতি উৎকণ্ঠায় ভাবান্তরে বল্‌ছেন করুণ সুরে—এই জগতে আমার কেউ নাই, আমিও কারো নই রে!

অতএব হে গিরিধারী শ্রীহরি! আমি একমাত্র তোমারই বিরহে কাতরা। তুমি অতি শীঘ্র এসে দর্শন দিয়ে বাঁচাও ॥ ৫১ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বৃদ্ধ ভয়ো জব আলস উপজ্যো

মায়া মোহ ভয়ো মগনা ॥

গজ অরু গীধহুঁ তরে ভজনসুঁ

কোই তর্‌য়ো নেহি ভজন বিনা।

ঘনা ভকত পীপামুনি সিবরী

মীরাকীহুঁ করো গণনা ॥ ৫২ ॥

---

আাদনকণা ঃ—মন রে! তুমি গিরিধারী গোপালের রূপ ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুন সকল স্মরণ মনন ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভজন কর। কেন না, এই ভক্তি অঙ্গ দ্বারা ভজন যাজন মাহাত্ম্যে শরণাগত অধম অস্পৃশ্য জনও উদ্ধার হয়ে উত্তমগতি লাভ করে থাকে। যদি বিশ্বাস না হয়—তাই প্রমাণ দিচ্ছি শোন—অজামিল (অসৎসঙ্গে স্বধর্ম ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ) গণিকা (বেশ্যা) এবং মাংস বিক্রয়ী সদনা কসাই শ্রীনাম মাহাত্ম্যে (ভজন বলে) পাপ মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ লোকে বাস পেয়েছে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, শ্রীনাম প্রভু উদয়ের পূর্ব্বেই পাপরাশি দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকার সব নষ্ট হয়। ইহা নামাভাসের ফল।

কিন্তু নামাপরাধ থাকিলে শ্রীনাম প্রভু প্রসন্ন হতে পারেন না। সেই জন্য সাধকগণকে দশবিধ নামাপরাধ হ'তে সাবধান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( সতর্ক ) থাক্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। (সাধারণের অবগতির জন্য পাদ টীকাতে নাতিদীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হবে)।

বলা বাহুল্য উক্ত অজামিলাদির পাপ ছিল, কিন্তু নামাপ-রাধ ছিল না। যাক, এখন শ্রীভগবানের অপার করুণার কথাই বলছেন। যে করুণাময় আমাদের এমন সুন্দর মানব দেহ, মন, ধন, আর মানব দেহের চোক, নাক, মুখ ও জিহ্বাদি প্রদান করেছেন। যাঁর বিধান অনুযায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহোৎপত্তি প্রভৃতির জন্য দশ মাস দশ দিন জননী গর্ভ বাস করতে হয়।

সেই সময়ে মায়াময় জীব দেহের দুঃখের বহু জন্মের আর্ত করুণ দুর্দ্দশার ছবি ( দৃশ্য ) ও মল মূত্র মধ্যে বাস কষ্টে শ্রীভগ-বানকে সকাতরে ডাকে। শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণাতে সবার উপরে মানুষ দেহ পেয়েছ--

তাঁকে কৃতজ্ঞ স্বরূপেও একটু স্মরণ করো না। শিশুকালে খেলা ধূলায় কাটালে, যৌবন কালে রূপ ধনা-দির গর্ব্ব অহংকারে মত্ত হয়ে থাক্‌লে, বৃদ্ধাবস্থাতে রোগ শোকাদি অকর্মণ্য হয়েও বৃথা মায়া মোহে মগ্নাবস্থায় দুশ্চিন্তাতে জীবন শেষ হয়ে গেল।

জীব শিক্ষার্থ শ্রীমচ্ছরঙ্কাচার্য্যপাদ গেয়েছেন--

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নং পারে ব্রহ্মণি কোঽপি ন মগ্নম্।
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং গোবিন্দংভজ মূঢ়মতে ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীহরি ভজন ছাড়া কারও উদ্ধারের উপায় নাই। দৃষ্টান্ত-রূপে দেখাচ্ছেন—যে গ্রাহ ( কুমীর ) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন গজরাজ ( হস্তীশ্রেষ্ঠ ) শুণ্ডহাত দিয়ে একটি পদ্ম তুলে "হে বিপদ ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন" রক্ষা কর, রক্ষা কর বলে ডাকার ভজনেই রক্ষা পেয়েছিলেন।

রাবণ কর্ত্তৃক ছিন্নপক্ষ গীধ ( জটায়ু ) মরণাপন্ন হয়েও শ্রীরামচন্দ্রকে সংবাদ ও দর্শন এবং শ্রীরামনাম ভজন বলে শ্রীরাম সাক্ষাতে দেহত্যাগ করে উত্তম গতি লাভ করেন।

এ ছাড়া ঘনা ভক্ত, পীপামুনি এবং শবরী প্রভৃতি ইষ্ট স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন ভজন করে পরমগতি ইষ্টলাভ করেছেন।

ভক্ত শিরোমণি দেবী মীরাবাঈ দৈন্য করে বলছেন—হে গিরিধারী গোপাল আমি ভজন ( স্মরণ মনন কীর্ত্তনাদি ) না করতে পারলেও তুমি নিজগুণে কৃপা করে আমাকে ভজনকারীদের মধ্যে গণনা করে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ কর ॥ ৫২ ॥

শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-পদ হৃদয়ে বিলাস।
শ্রীমীরার ভজনানুবাদ কহে ভগবান দাস ॥

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# মীরার ভজনের পরিশিষ্ট

★

দিল্লী ও রাজস্থানাদিতে প্রসিদ্ধ "শ্রীশুক সম্প্রদায়" আচার্য শ্রীমৎ শিবদয়াল গৌড়, সরস মাধুরীজীর ক'খানি এবং দিল্লীর আকবর শাহের একখানি গৌর পদ।

মীরার ন্যায় কয়েকজন মহিলা ভক্তের পদানুবাদ
তৎপরে

কবি শেখর শ্রীকালিদাস রায়ের "ব্রজের পথে মীরাবাঈ" এর সংক্ষিপ্তাংশ।

কাজি নজরুল ইস্‌লামের দু'টি গৌরপদ ও
একটি মীরার পদ।

পরিশেষে বিশ্বকবির শ্রীশ্রীগৌর পদাংশ দিয়ে
পূর্ণ করা হয়েছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(ষড়ভুজ রূপ বর্ণনা।)

ষড়ভুজ রূপ অনুপম ধারো।

নওল কিশোর চোর চিত চঞ্চল
চপল নৈন জোবন মতবারো ॥

মন্দ হঁসন কর মন মোহত হ্যায়
মদন মোহন শচীদুলারো।

ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ শোভানি
রসিক জনন পর জাদু ডারো ॥

ঘুঘরারে বরবাল শীশ পর
মস্তক তিলক অনুপ সঁবারো।

হরি হরি বোলত হরিভক্তন পদ
সন্ত শিরোমণি রূপ উজারো ॥

দণ্ড কমণ্ডলু দোকর মাঁহী
দোকর লিয়ো বংশীকা প্যারো।

ধনুষবাণ দোকর মে রাজত
নাচত নওলগতি লৈ নথরারো ॥

ক্রুর কটি উদর নাভি শোভানিধি
বক্ষঃস্থল উন্নত রুচি কারো।

পট্কা কমর কসে অতি সুন্দর
প্রাণনাথ পীতাম্বর বারো ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



চৌবীসো অবতার সার ইহ
দরশন কর দিলকে ভ্রম টারো।
ভয়ো ন হ্যায় আগে নহি হোনো
এ্যায়সো রূপ অলৌকিক ন্যারো ।।
নখ শিখ সোহন বিশ্ব বিমোহন
জগন্নাথকে ঘর অবতারো।
কলিযুগ পাবন করন কৃপানিধি
জীবন ধন সর্ব্বস্ব হমারো ।।
আচারজ সির মৌর ভক্তগুরু
ছৈল ছবিলো অতি ছিন্দ গারো।
সরস মাধুরী ছকী নিরখ ছবি
তন মন ধন অরু জোবন বারো ।। ১ ।।

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—হে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তোমার এই ষড়্ভুজ মূরতির উপমা জগতে নাই। তোমার নব কৈশোর নটবর মন চোরা মূর্ত্তির চঞ্চল চাহনীর ভঙ্গিতে জীবমাত্রকেই মত্ত করে দেয়।

শ্রীশচীনন্দন তুমি মদন মোহনরূপে অথবা দ্বাপরের শ্রীব্রজলীলার শ্রীরাধামদন মোহন উভয়ে এই কলিযুগে শ্রীশচী-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েছ।

তাই তুমি মৃদুমন্দ হেঁসে সকলের মনকে করে দিচ্ছ সাধারণের নিকট সরল সহজ শ্রীগৌররূপ হলে কি হবে ? প্রেমিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভক্তগণ তোমার ললিত ত্রিভঙ্গ রূপের শোভার জাদুতে মোহিত।
রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই বলেছিলেন—

"পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঁই শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পাঞ্চালিকা।
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারি ভূরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥"

অন্য ভক্ত কবি গেয়েছেন—

"বাহিরে দেখিছ সরল সুন্দর কেবল পটের আঁকা।
ভিতরে উহার দেখিলে পাইবে তিন ঠাঁই তিন বাঁকা॥"

প্রেমী শুক সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীল সরস মাধুরীজী ও ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গরূপের মধ্যে ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা স্বরূপ দর্শন করেই বর্ণনা করেছেন।

ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তকে কোকড়ান দীঘল দীঘল চাচর কেশের এবং ললাটে উজ্জ্বল তিলক ঝল্‌মল করছে আর কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা। স্বয়ং শ্রীহরি হয়ে জগদ্বাসীকে হরি বলাইতে "শ্রীভগবান ভক্ত ভক্তিমান।" তাই পার্ষদ ভক্তজন সঙ্গে সাধু শিরোমণিরূপে "হরিবোল, হরিবোল" উচ্চৈঃস্বরে বল্‌ছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পরতত্ত্বসার "অবতার সার গোরা অবতার" জানাতে ষড়ভুজ রূপ মূর্ত্তিকে নিম্নে দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু মধ্যে দুই হস্তে মোহন বংশী ধারণ করেছেন উর্দ্ধে দুই হস্তে ধনুক বাণ ধারণ করে নৃত্যভঙ্গীতে বিরাজ করছেন।

গভীর নিম্ননাভি ও উন্নত বক্ষঃস্থলের শোভার তুলনা নাই। মনোহর কটিবন্ধে সজ্জিত পীতাম্বরধারী শোভা পাচ্ছেন।

চব্বিশ অবতারের সার শ্রীগৌরাঙ্গের এই ষড়ভুজরূপ দর্শন করে ( শাস্ত্রে, পার্ষদ এবং সিদ্ধগণের বর্ণনা ) মনের সংশয় ( শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তার ) দূর করে দাও।

এমন অলৌকিক রূপ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, পরেও আর হবে না। যাঁর বিশ্ব বিমোহন রূপের নখ হতে আরম্ভ করে সর্ব্বাঙ্গ সোনার বরণ "সুবর্ণ বর্ণঃ হেমাঙ্গঃ বরাঙ্গঃ চন্দনাঙ্গদী" বিষ্ণু সহস্র নাম )। যিনি চিত চোরা, শ্রীগৌরাঙ্গ নামে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তিনিই কলিযুগপাবনাবতারী করুণাসাগর জীবজীবন এবং আমার সর্ব্বস্ব ধন ॥ ১ ॥

---

( জন্ম বধাই— )

সলোনী সখি ফাগুণ পূরণ মাসী।
সব জগমে উত্তম উৎসব দিন অদ্ভুত মংগল রাসী॥
রাগ রংগ ঘর ঘর প্রতি সুনিয়ত নৃত্যত উত্তম হলাসী।
হরিগুণ হোলী রসিয়া রসকে পরমানন্দ পরকাশী॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



উড়ত গুলাল অধীর অরগজা ছিড়কত প্রেম বিলাসী।
ভীগ রহে হরিভক্তি ভাবমে সুখ বিলসত অনয়াসী॥
জান সু অবসর সুভগ মহাপ্রভু অপনে জন অভিলাসী।
প্রগট হোয় নিজ দর্শন দীনো সরস মাধুরী দাসী॥ ২॥

আস্বাদনকণা :—প্রাণ প্রিয় সখিরে! আজ সেই ফাল্গুণ মাসের পূর্ণিমা তিথি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দের সর্ব্বমঙ্গলজনক অদ্ভুত দিন।

যেদিনে সর্ব্বগুণযুক্তা তির্থিতে মঙ্গলময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব। প্রতি ঘরে ঘরে পরমানন্দ কোলাহল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আনন্দে বিভোর হয়ে নাচছে সকলে। প্রেমিকজন আনন্দে মত্ত হয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হোলী লীলা গান করছেন। প্রেমে মগ্ন হয়ে সুগন্ধ দ্রব্য ছড়াচ্ছেন। আবির গুলালে বাতাস আকাশ সব ছেয়ে গেছে।

পদাবলীতে—"ফাগু খেলইতে ফাগু উঠিল গগনে, সব লালহি লালরে।"

সকলে হরিভক্তিরসে ডুবে আনন্দ সাগরে

মঙ্গলময় বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত আবির্ভাব সময় ফাগুণ পূর্ণিমা (শ্রীগৌর পূর্ণিমা) তিথি জানিয়া প্রকট হয়ে আমাকে (সরস মাধুরীকে) দিলেন দর্শন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এই পদখানিতে সরস মাধুরীজী ( শ্রীযুত রামদয়াল গৌড় ব্রাহ্মণ ) ও মীরাবাঈ এর মত নিজেকে দাসী বলে পরিচয় দিয়েছেন ।

ইহাতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নত্ব জানিয়ে দেয় ।

---

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য ।

রাগ ভৈরবী, যথা তাল

জিয়ো জিয়ো মেরে মন চোরা গোরা ।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া ।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চলে নট নট নটিয়া ।
থির নহি হোবত আনন্দে মতুলিয়া ॥
ঐছন পহুঁক জাউ বলিহারী ।
আকবর শাহ তেরে প্রেম ভিখারী ॥ ৩ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—আমার মন চোরা তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর, আনন্দ দান করতে চিরজীবী হয়ে থাক, চিরদিনের জন্য বর্ত্তমান থাক । নিজে পরমানন্দ পেয়ে অন্যের জন্যে প্রার্থনা করছেন । অথবা তাঁর নিত্যলীলার সূচনা প্রকাশ পাচ্ছে ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সম্রাট তার অনুভব করা বিষয়টি বল্‌ছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের রসে ( শ্রীহরিভক্তিতে ) মত্ত হয়ে নিজেই নৃত্য করছেন। সঙ্গে খোল করতাল তালে তালে মধুর মধুর সুরে বাজ্‌ছে। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ আনন্দে নানা ভঙ্গিতে নাচছেন।

পার্ষদ মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ নটরাজ নৃত্য করছেন। আনন্দে বেড়া নৃত্যে মহাপ্রভু বিভোর হয়ে ঘোরাফেরা করছেন।

আকবর শাহ বল্‌ছেন—হে সঙ্কীর্ত্তন রাস নৃত্য বিহারী তোমার এই মনোহর লীলার বলিহারী যাই।

আর হে প্রেম পুরুষোত্তম! তোমার অভয় শ্রীচরণে অবনত শিরে প্রেম ( ভক্তি ) ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের উক্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ছাড়া অন্য কোন পদ আছে কিনা, জানি না। তবে ঐ পদখানি হিন্দি সাহিত্যের এক নিশ্চিত।

পদকর্ত্তা সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলী মাঝে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর নৃত্য বর্ণনা করে প্রেম পুরুষোত্তমের শ্রীচরণে প্রেম ভিক্ষা চেয়েছেন।

সম্রাটের শ্রীগৌরাঙ্গ বর্ণনার সূত্র অনুসন্ধান করলে ইতিহাস হতে জানা যাবে যে—ইহা শ্রীরূপ সনাতনের করুণার ফল।

শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও মহাত্মার নিবাস থাক্‌লেও মাধ্ব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীরূপ শ্রীসনাতনাদির ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভক্তি মহিমার সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে দর্শন ও কিছু সেবার্থে আসিলে মাধুর্য্যে ঢাকা শ্রীবৃন্দাবনের মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময় সাগরে ডুবে যান সম্রাট।

শ্রীব্রহ্মসংহিতানুসারে ( চিন্তামনিপ্রকর সদ্মসু ) চিন্তামণি-ময় ভূমি দর্শনে যমুনার ভগ্নঘাট বন্ধনে অসামর্থ্য সত্বেও সেবা আগ্রহ প্রকাশ করেন। কৃতার্থ বোধে পরমানন্দে "ব্রজভূমিতে জীব হত্যা নিষেধ" আইন জারি করতঃ "বাদশাহী ফরমান" লিখে দিয়ে কৃতার্থ হন। ফরমানের প্রতিলিপি প্রস্তর ফলক, শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে কুসুম সরোবর তীরে এবং অন্যত্র স্থাপিত করা হয়েছিল। উক্ত ফরমান নির্দ্দেশ বৃটিশ রাজত্বেও প্রতিপালিত হয়েছে।

সম্রাট আকবর শাহ যে শ্রীরূপ সনাতনের কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তার প্রামাণ্যের আরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন রূপে ভারতীয় শিল্পকলার ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌মলে রঙীন পাথরের বিরাট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দির বর্ত্তমান। সম্রাট আকবর শাহের সহায়তায় জয়পুরাধিপতি সয়াই শ্রীমানসিংহ দ্বারা নির্মিত হয়। সাততলার উপরে মন্দির চূড়াতে মনি দ্বীপ জ্বলত। যা পরবর্ত্তীকালে আগ্রার সম্রাটের আদেশে চারতলা ভগ্ন হয়েও অতীত কীর্ত্তির স্মৃতি বহন করে বিস্ময় সাগরে সকলকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

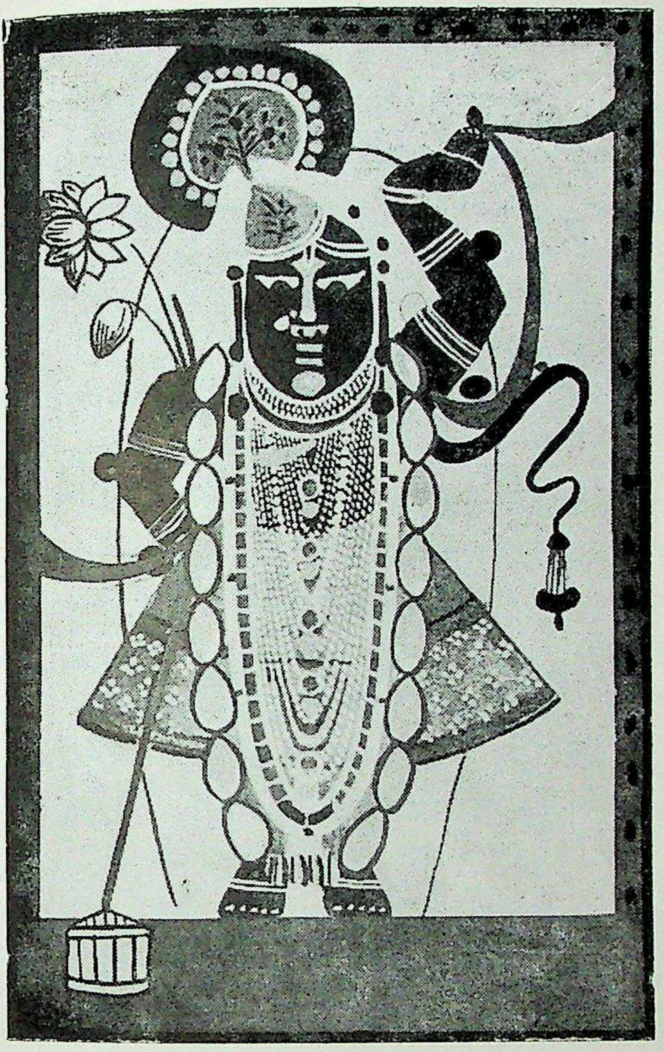

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ( শ্রীনাথজী )
( শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রকটিত ও সেবিত )

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



নাট মন্দিরের উর্দ্ধে খোদিত সহস্রদল পদ্মটি অসংস্কৃত অবস্থাতেও পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের কৌতুহল সৃষ্টিকারী। উক্ত মন্দিরাদি ভাঙ্গার পূর্ব্বেই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জয়পুরাধীশ প্রধান শ্রীগোবিন্দাদি বিগ্রহ গণকে নিজরাজ্যে নিয়ে সেবার ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন্ পরে জয়পুর রাজকন্যার প্রীতিভক্তিতে শ্রীমদন মোহনজীউ করৌলী রাজ্যে গমন করেন। ইহার সুন্দর ইতিহাস আছে। রাজস্থানবাসীদের ভক্তিতে প্রেমের ঠাকুর বাঁধা পড়ে আছেন। শ্রীনাথজীকেও ( শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের গোবর্দ্ধন ধারী গোপালকে ) প্রথমে কিষণগড় ছোটরাজ্যে লয়ে যাওয়া হয়, দেব সাধুদ্বেষী যবনাক্রমন আশঙ্কায় উদয়পুর রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়ে বিরাজিত আছেন। শ্রীনাথজীউর নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে নাথ দুয়ারা, শ্রীনাথজীউ মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কর্ত্তৃক প্রকটিত ও সেবিত গোবর্দ্ধনধারী গোপাল বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীবিগ্রহ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের দ্বারা সেবিত হচ্ছেন। রাজাদের রাজ্য গেলেও দিন দিন সেবা ও ঐশ্বর্য্য বাড়ছে।

দীন লেখকের বৎসর দুই শ্রীকৃষ্ণের নাতি শ্রীবজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত ও অস্মৎআচার্য্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রকটিকৃত ও সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা, দর্শন এবং রাজস্থান বাসীদের প্রীতিভক্তি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পাঠকগণকে অনুরোধ করি একবারও সেখানের দৃশ্যে নয়ন সফল করতে। কাল স্রোতে লুপ্ত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীগোবিন্দজীউ তথা শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধারমণের প্রকটের অলৌকিক ইতিহাস আছে প্রসিদ্ধ।

যাহোক বর্ত্তমানে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিনিধিরূপে শ্রীগোবিন্দ মদন মোহনাদি বিগ্রহরূপে বিরাজিত হয়ে কল্যাণ করছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে জিলা ২৪ পরগণা বহড়ুর নিবাসী স্বনাম ধন্য বদান্য জমিদার শ্রীল নন্দলাল বসু মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনের বর্ত্তমান শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনজীউর তিনটি বিশাল নূতন মন্দির ও সেবাইত বাস গৃহাদি নির্মাণ করে দেন, তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ মন্দির ১৭৪০ শকাব্দে নির্ম্মিত হয়। এবং নিজের ব্রজবাসের জন্য গোপীনাথ বাজারে "হারাবাড়ী" নামক বিশাল কুঞ্জে ( শ্রীশ্রীমদন ) গোপাল দেব সেবানন্দে কাটিয়ে ১২৪১ সালে ধাম প্রাপ্ত হন।

হায়! কোথায় সেই দিন?

শ্রীনারায়ণ পাল দাদা স্মরণ করে দিলেন, কবির গাঁথা।

"আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব?
আছে নৈরঞ্জন ( বুদ্ধের সিদ্ধিস্থান ) কোথা সে মুক্তি?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ ভৈরব, তাল চর্চ্চরী—

হম্‌ বালক তুম মায় হামারী
পল পল মোহি কর রখবারী।
নিশ দিন গোদীহীমে রাখো
ইত উত চিতাবন বচন ভাখো॥
বিষৈ ঔর জান নাহি দেবো
দূরদূর জাউ তো গহি গহি লেবো।
ম্যায় অনজান কছু নহি জানুঁ
বুরী ভলীকো নহি পহিচানুঁ ॥
জৈসে তৈসে তুম্‌হী চিহ্নেব
গুরু হৈব ধ্যান খিলোনা দীহ্নেব॥
তুম্‌হারী রক্ষাহীমে জীউঁ
নাম তুম্‌হারে অমৃত পীউঁ॥
দিষ্টি তিহারী উপর মেরে
সদা রহু ম্যায় সরণৈ তেরে।
মারো ঝিড়কৌ নেহি জাউঁ
সরক সরক তুমহীং পৈ আউঁ॥

---

আছে নবদ্বীপ কোথা সে ভক্তি?
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা।
বীর্য্যবিড়ম্বিত খল কোলাহলে॥ ৩॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



* চরণ দাস হ্যায় সহজো দাসী
হো রক্ষক পূরণ অবিনাসী ॥ ৪ ॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—হে প্রভু! আমি তোমার অজ্ঞানী শিশু সন্তান, তুমি আমার মাতা ও পিতা। তাই সর্ব্বদাই আমাকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করে থাক। রাত দিন তুমি ধরিত্রীরূপে আমাকে কোলে করে রাখ এবং নানা প্রকারে জ্ঞানপ্রদ সদুপদেশ দান কর। আমাকে অনিষ্টকারী বিষের ( বিষয় বিষের ) দিকে যেতে দাও না। তোমাকে ছেড়ে যদি দূরে যাই, তা হলে তুমি মাতৃ স্নেহে ডেকে ডেকে কাছে নাও। আমি অবোধ কিছু বুঝি সুঝি না। অতএব ভাল মন্দের কোন বোধ সোধ আমার নাই।

কোন প্রকারেই তোমাকেই চিনি। তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানি না। তুমিই শ্রীগুরুরূপে তোমার শ্রীহরি মূর্ত্তির ধ্যান খেল্‌না দিয়াছ' "জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥" শ্রীগুরু বন্দনা। তোমার পরম করুণার দান শ্রীহরিনাম রূপ অমৃত ( মাতৃস্তন দুগ্ধ ) পান করে বেঁচে থাকি। হরিনামামৃত পান ছাড়া বেঁচে থাক্‌লেও মৃত্যুতুল্য বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গেয়েছেন—

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইল
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তোমার লক্ষ্য সব সময় আমার উপর আছে আমিও তোমারই আশ্রয়েই ( শ্রীচরণাশ্রয়েই ) বেঁচে আছি। তোমার শ্রীচরণ অভয় স্থান।

"ভজহুঁ রে মন ! শ্রীনন্দনন্দন।
অভয় চরণার বিন্দরে ॥"

মারো ধারো বকো ঝকো তথাপি তোমার ( চরণ ) ছেড়ে কোথায় যাব না। ঘুরে ফিরে তোমার কাছেই আসব।
প্রেমী ভক্ত গেয়েছেন—

"জাউঁ কাঁহা ছোড়ি চরণ তুম্হারে।
কাকে নাম পতিত পাবন, কে অতি দীন পিয়ারে ॥"

বঙ্গ ভাষাতে—

"সকল দুয়ার হতে ফিরিয়া তোমার দুয়ারে এসেছি।
সকলের কাছে বিমুখ (বঞ্চিত) হয়ে তোমারে ভাল বেসেছি ॥"

শ্রীচরণ দাসজী মহারাজের শিষ্যা সহজাবাঈ পদকর্ত্রী বল্‌ছেন—হে পূর্ণ ব্রহ্ম ( শ্রীগোবিন্দ ) অবিনাশী প্রভু ! একমাত্র তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা।

শ্রীভগবান একাধারে মাতা পিতা ও ভক্তজনের সর্ব্বস্বধন। তাই তাদের নিত্য প্রার্থনা—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ক.শীবাসী ষাটহাজার দণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মাতুল্য শ্রীমদ্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের বিষয়ে জানিয়েছেন—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটিঃ
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেহম্বুধিকোটির্মধুরিমমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥"৪॥

---

* ইনি শ্রীশুক সম্প্রদায়ী অর্থাৎ ইহারা শ্রীমদ্‌ভাগবত বক্তা শ্রীব্যাস পুত্র পরমহংস শিরোমণি শ্রীল শুকদেবজী-কেই আদি আচার্য্য বলেন। ইহাদের প্রচার প্রসার উত্তর প্রদেশ দিল্লী ও রাজস্থানে বিরাট বিরাট আস্থান ( আশ্রম বা মঠ ) আছে। ইহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসক। খুবই শ্রদ্ধালু ও শান্ত। আমেদাবাদে অখিল ভারত সাধু সম্মিলনে শুক সম্প্রদায়ী দুই মঠাধীশের পরিচয় ও আলাপের মধুর চিত্রটি মাঝে মাঝে হৃদি পটে ভেসে উঠে আনন্দের দোলায় দুলিয়ে দেয়। এক মহাত্মার নাম মহান্ত "শ্রীমৎ রামকিশোর দাসজী" দ্বিতীয় "পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রেমদাসজী মহারাজ। সাদর আহ্বান জানিয়ে দিল্লীর ঠিকানা দিয়েছিলেন—তা আমার ডায়েরীতে আছে।

রাজস্থান জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে সেবাতে থাকা কালে জয়পুরস্থ আস্থান সেবক স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে "শ্রীশ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুজীকী জন্ম বধাই" গ্রন্থখানি দেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ অনুভব করিয়াই উক্ত প্রকাশে মহতের কাজ করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( তত্ত্ব জ্ঞান )

রাগ হোরি সিন্ধুরা, তাল ধামার—

সাধো ভো সাগরকে মাহি কাল হোরী খেলাই।
ভাঁতি ভাঁতিকে রঙ্গ লিয়ে হ্যায় করত
জীবনকী ঘাত ॥
বুড়া বালা কহুন দেখৈ, দেখৈ না দিন রাত।
নিহ চৈ মৌত লিয়ে সঁগরানী, নানা রঙ্গ সম্ভার ॥
বড়ে বড়ে অভিমানী নামী, সোভী লীহ্নে মার।
সুরজ চন্দ এ্যা (য়া) ভয়তে কাপৈ,
স্বর্গ মাহি সব দেব ॥
তনধারী সবহী থরাবৈ, জ্ঞানী জানত ভেব।
আপনকুঁ দেহী নেহি জানৈ, জানত আতম সাঁচ।
চরণ দাস কহ সহজবাঙ্গ তাহি ন আবৈ অাঁচ ॥ ৫ ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—হে সাধক! সতর্ক হয়ে জ্ঞান দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো—এই সংসাররূপ সাগরে কাল ( মৃত্যু দেবতা ) হোরী খেলছে নানা রং বেরং এর রং নিয়ে সকলের ( জীবের ) প্রতি আঘাত মারছে। জগতেও প্রবাদ আছে—"রক্তের হোলী খেলে ছাড়ব, ধরে মেরে শেষ করব।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হোলী খেলাতে ( দোলে রং খেলাতে ) বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সময় অসময় দেখে না। তেমনি সংসারে জীবন হোলী খেলাতে কাল ( মৃত্যু দেবতা যম) শিশু যুবক, বুড়ো, সময় অসময় দিন রাত কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না।

খেলোয়ার মৃত্যুরূপী স্ত্রীকে এবং খেলার নানা সম্ভার (নানা রোগাদি ) নিয়ে খেলছেন। পদকর্ত্তা প্রেমদাসজী গেয়েছেন—

"ত্রয়াত্মিক ব্যাধি যত,            বেড়িয়া আছয়ে কত,
না জানি কখন কেবা নাশে।"

বড় বড় জ্ঞানী, গুণী, ধনীন, কুলীন, মানী কাহাকেও ছাড়ছে না। পরম তেজস্বী সূর্য্য, চন্দ্র ও স্বর্গ লোকের দেবগণ ও কাল ভয়ে কম্পমান।

শরীরধারীজীব সকলেই মৃত্যু ভয়ে ভীত। জ্ঞানীজন মাত্রই নিশ্চিন্ত। অজ্ঞানী নিজের স্বরূপ না জেনে পঞ্চভৌতিক দেহ-কেই সত্য বলে মনে করে থাকে।

আচার্য্য শ্রীচরণ দাসজীর শিষ্যা সহজাবাঈ বল্‌ছেন--সেই ব্যক্তিদের সংসারের জ্বালার ও মরণের ভয় নাই, যারা জ্ঞানী। শ্রুতিতে জীবের স্বরূপের কথা--"অমৃতস্য পুত্রাঃ" চৈতন্য চরিতা-মৃতে--"জীবের স্বরূপ নিত্যকৃষ্ণ দাস।

শ্রীগীতোপনিষদে--

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ কাফী, তাল কহরবা—

হরি হরি জপ লেনী, ঔসর বীতো যায়।
জো দিন গয়ে সো ফির নহি আবৈ,কর বিচার মন লায়।
এ জগ বাজী সাচ ন জানো তা মে মত ভরমায়।
কোই কিসীকা হ্যায় নেহি বৌরে, নাহক লিয়ো লগায়॥
অন্ত সময় কোই কামন আবৈ, জব জম লেহি বোলায়।
চরণ দাস কহৈ সহজোবাঈ, সত সংগত সরনায়।। ৬।।

---

আস্বাদনকণা ঃ—দুর্ল্লভ মানব জন্মের সুবর্ণ সুযোগ চলে যাচ্ছে, ভুবন পাবন শ্রীহরিনাম গ্রহণ কর। রে মূর্খ মন ! বিচার করে দেখ যে দিন যাচ্ছে, ও গেল। সেদিন আর ফিরে আসবে না।

চক্‌চকে এই জগৎ ইন্দ্রজালের যাদু বিদ্যা ( মিথ্যা ) নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। অতএব ওসকলে ভুলে যেও না।

জগতে কেউ কারো নয়রে পাগল! ছেলে খেলার ন্যায়, অথবা নাটক যাত্রাভিনয়ের মতই মিথ্যা সম্বন্ধ করে নিয়েছ।

শেষের দিনে যখন যমদূতে ধরে নিয়ে যাবে,তখন কাহারও কোন সাহার্য্য পাবে না।

প্রেমানন্দদাস ঠাকুরের মনঃশিক্ষা—"যখন যাইবে, কেহ না জানিবে শতেক থাকিলে কাছে, শমন নগরে যখন চলিবা,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( জ্ঞানোপদেশ )।

রাগ বসন্ত, তাল তিতালা—

এ্যায়সো বসন্ত নোঁহ বারংবার।
তে পাই মানুষ দেহসার॥
ইহ ঔসর বৃথা ন খোয়। ভক্তি বীজ হিয়ে ধরতী বোয়॥
সত সংগত সীংচ নীর। সৎগুরু জীসো করো সার॥
নীকী বার বিচার দেব। পর ন রাখ এয়াকু জু সেব॥
রখবারী কর হেত খেত, জব তেরে হোবে জৈত জৈত।
খোট কপট পংছী উড়াব। মোহ প্যাস সবহা জলাব॥
সমঝ বাড়ী নউ রংগ। প্রেম ফুল ফুলৈ রংগ রংগ।
পুহুঁপ গূঁথ মালা বানাব আদি পুরুখ জা চড়াব॥
তো সহজোবাঈ চরণ দাস।
তেরে মনকী পূরৈ সকল আস॥ ৭॥

---

তখন ক'জন পাও? বদন ভরিয়া হরি হরি বল শমন তরিবে সুখে॥"

চরণদাস শিষ্যা সহজাবাঈ বল্‌ছেন—সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে শরণ নাও। তাহলে রক্ষা পাবে।

"ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবে নৌকা" ॥ ৬॥

**আস্বাদনকণা** ঃ—এমন শুভদিন বার বার পাওয়া যাবে না। যাহাতে দুর্ল্লভ মানবজন্ম সাররূপে পেয়েছ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



"না জানি কি পুণ্য ফলে, মানুষ উত্তম কুলে,
তাহে ভারত বরষে জনম।" মনঃশিক্ষা।

এ সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। হৃদয় জমিতে ভক্তি বীজ বপন কর। "ইদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" শ্রীগীতা। সাধু সঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচন কর। "মালী হয়ে সেই বীজ করয়ে রোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সদ্গুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় কর। "শ্রোত্রিং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং অভিগচ্ছেৎ।" শাস্ত্রবাণী। সত্য বস্তু একবার বিচার করে দেখ। আপন পর ভেদ ভুলে ( শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল সেচন দ্বারা সেবা যত্ন কর। বিবেক প্রহরী দ্বারা ভক্তিলতাকে রক্ষা কর। যত দিন ফল ফুলে পরি পূর্ণ না হচ্ছে। ভক্তিলতার শত্রু হিংসা, কপট রূপ পাখীকে দূর করে তাড়িয়ে দাও। মোহ, কামনা বাসনা সব পুড়িয়ে ফেল জ্ঞানাগ্নিতে। তারপর সরল সরস হৃদয় উদ্যানে প্রেম ফুল ফলে আলো হয়ে সেই ফুলের মালা গেঁথে ও প্রেম ফল নিয়ে অনাদির আদি পুরুষ শ্রীরাধাগোবিন্দকে সমর্পণ কর। শ্রীগুরু কৃপায় সহজোবাঈ বল্‌ছেন—তখনই মনের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥ ৭॥

---

## রাগ সোরঠ, তাল তিতালা--

জগমে কাহা কিয়ো তুম আয়
স্নান জৈসে পেট ভরিকৈ সোয়ো জন্ম গবাঁয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পহর পহিলে নেহি জাগো কিয়ে ন শুভ কর্ম্ম
আন মারগ জায় লাগো লিয়ো ন গুরুধর্ম্ম।
জপন কিয়ো তপন সাধো কিয়ো না তে দান
বহুৎ উরঝো মোহ মদমে আপু কায়া মান।
দেহ ঘর হ্যায় মৌতকাবে আন কাঢ়ে তোহি
একদিন নেহি রহন পাবৈ কাহা কৈসে হোয়।
রৈন দিন আরাম না কাটে জোতে বে আবে
চরণদাস কহে সুন সহজোবাঈ করৌ ভজন উপার॥

---

**আস্বাদনকণা ঃ**—এই জগতে এসে তুমি কি কাজ করে গেলে? কেবল কুকুর শুকরের মত খেয়ে বেড়ালে আর ঘুমিয়ে জীবন কাটালে। অন্যত্র পদে—"ভজনহীন নর কৈসা, কুকর শুকর জৈসা॥" হরি সাধনায় জাগরণ করলে না।

অসৎসঙ্গে জীবন কাটালে, শ্রীগুরু পদাশ্রয় করলে না। কোন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানও করলে না।

না করলে জপ তপ, না করলে তপস্যা। কোন দানাদিও করলে না। উপরন্তু ক্ষণ ভঙ্গুর এই দেহাভিমানে কর্ত্তা সেজে অহঙ্কার মোহে মত্ত হয়ে রইল। কিন্তু এই দেহ মৃত্যুর মুখে কখন যম এসে গ্রাস করবে তা বুঝতেই পারবে না। তখন আর ক্ষণমাত্রও এখানে থাক্‌তে পারবে না, তুমি যেই হওনা কেন? "যখন যাইবে কেহ না জানিবে শতেক থাকিলে কাছে" "হওনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(যোগ জ্ঞান)।

রাগ ভৈরবী, তাল তিতালা--

কামদ গিরি ডিগ ডেরা কীজৈ।
অর্দ্ধরাত্রি মহঁ বৈঠি শিলাপর সুখদ শান্তিরস পীজৈ।
বাদ্য অনেক ভাঁতি শ্রবণ ন করি আপ্ত অনাহত লীজৈ।
সুর দুর্ল্লভ এহ রহস সনাতন লহর পুরাবি পসীজৈ।
"কেশী" কী এই রুচির পহনই প্রিয় স্বীকার করীজৈ ॥৯

---

এখানে রাজা কি দেওয়ান, ধনী, কুলীন, মানী, তা বলে সেখানে আদর নহিবে, আপনা সামাল জানি।" মনঃশিক্ষা।

রাতদিন তুমি ব্যস্ত হয়ে রয়েছ! ওদিকে যে তোমার আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে!

তাই শ্রীচরণ দাসজীর শিষ্যা সহজাবাঈ বল্‌ছেন আর বিলম্ব করো না, ভজনে প্রবৃত্ত হও॥ ৮॥

আস্বাদনকণা ঃ--কামনা পর্ব্বত ( পাহাড় ) পার হয়ে বসবাস কর ( ডেরা ডাল ) সেখানে নিশীথ রাত্রিতে সমতল শিলাতে ( সমতার রূপ আসনে ) উপবেশন করে ইষ্ট ধ্যানে শান্তি সুখ রস উপভোগ কর।

হরিনাম ওঁকার প্রণবাদি বহু প্রকার মনোহর অনাহত শব্দ শুনতে শুনতে শব্দ ব্রহ্মময় হয়ে যাও।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ সোহনী, তাল তিতালা

জাগহুঁ পংছী ভয়উ বিহানা।

সোৱত বীতী সারী রৈনিয়া, অব উঠি করহু পয়ানা।

মেরু শৃংগ পর বৈঠি মুদিত মন করিয় রামকো ধ্যানা।

চখনি ঝখনিকো তিরবেণী মঁহু তারিয় বোরিয় প্রাণা॥

কেশী রাম নামকী ধুনী সবহি চিতায় জাগানা॥১০॥

---

দেব দুর্ল্লভ এই নিত্য রহস্যের তরঙ্গে ত্রিপুরারি দেবাদিদেব মহাদেব ধ্যানমগ্ন হয়ে (ডুবে) আছেন।

পদকর্ত্রী কেশী বল্‌ছেন—তার প্রিয় এই সাধন পদ্ধতি স্বীকার কর॥ ৯ ॥

**আস্বাদনকণা** ঃ—রে মন পাখি! জাগো উঠো ভোর হয়েছে। "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ" শুয়ে ঘুমিয়ে তো সারা রাত কাটালে, এখন উঠে নরধর্ম কর্মের জন্য গমন কর। নির্জ্জন সাধনোচিত স্থান পর্ব্বত শিখরে সুখাসনে উপবেশন করে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করবে।

কেশী দেবী বল্‌ছেন—শ্রীরামনাম (হরিনাম) কীর্ত্তন সকলকে অজ্ঞান ঘুম ভাঙিয়ে জাগ্রত করে আনন্দ ধামে পৌঁছে দেয়॥ ১০ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ বিলাবল, তাল তিতালা
ভজ মন নংদ নংদন গিরিধারী।
সুখসাগর করুণাকো আগর ভক্তবচ্ছল বনবারী॥
মীরা করমা কুবরী সবরী তারী গৌতম নারী।
বেদ পুরাণন্‌মে জস গায়ে ধ্যায়ে হোবত প্যারী।
জামসুতাকো শ্যাম চতুরভুজ লেজা খবর হামারী॥১১॥

রাগ ঝঁঝোটী, তাল তিতালা—
বিষয় রস পান পীক সম ত্যাগ।
বেদ কহৈ মুনি সাধু শিখাবৈ বিষয় সমুদ্রী আগ॥
কোন পান করি ভো মতবালা এহ তাড়ীকে ঝাগ।

---

আস্বাদনকণা ঃ—হে মন ! শ্রীনন্দনন্দন গিরিধারীকে ভজন কর। তিনি করুণাময় সুখের সাগর এবং ভক্তবৎসল বনমালী। যিনি মীরাবাঈ করমেতিবাঈ কুবরী, ভিলনী সবরী এবং পাষাণী অহল্যাকে (গৌতমপত্নীকে) উদ্ধার করে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

বেদ পুরাণ উপনিষদে তারই (শ্রীনন্দনন্দন গোবর্দ্ধনধারীর) মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। প্রেমের সঙ্গে স্মরণ মনন ধ্যান করলেই তিনি প্রসন্ন হন।

জামসুতা বল্‌ছেন—হে শ্যামসুন্দর ! তুমিই আমার কল্যাণ বিধান কর॥১১॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বীতরাগ পদ মিলন কঠিন অতি কাল কর্ম কে লাগ।
কেশী একমাত্র তোহি চাহিএ রামচরণ অনুরাগ ॥ ১২ ॥

(নিত্যলীলার শ্রীনন্দোৎসব বর্ণনা)—
রাগ সাবনী কল্যাণ, তাল তিতাল

ব্রজমণ্ডল অমরত বরসৈ রা।
জসুদা নন্দ গোপিন কো সুখ
সোহাগ উমগৈ সরসৈ রী ॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—হে মন! বিষয় ভোগসুখ রসকে পানের পীকের মত পরিত্যাগ কর। সাধারণ আগুণ তো জল পেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর বিষয়রূপ অগ্নি অনন্ত জলরাশির উপরেই বাস করে। তাই তাকে নিবৃত্ত করা অতি কঠিন।

একথা বেদাদি শাস্ত্রে জানা যায় সাধু মুনিগণ জানিয়ে দেন। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পদে—

"সেই বিষে মোরেজ্বারিয়া মারিল, বড়ই বিপাক হৈল।"

তাড়ির ঘোর নেশার ন্যায় এই বিষয় মদ পান করে কে-না মত্ত (মাতাল) হয়? কর্ম ও কাল প্রভাবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন বড়ই কষ্টকর। বিশেষতঃ এই কলিকালে।

তাই কেশী বল্‌ছেন—মনরে! তোর দরকার একমাত্র শ্রীরামচরণ (শ্রীহরিচরণ) অনুরাগ। ইহাতে সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ হবে ॥ ১২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



বাঢ়ী লহর অংগ অংগনমে
জমুনা তীর নীর উছরে রী।

বরসত কুসুম দেব অংবর তে
সুরতিয় দরসন হিত তরসৈ রী।

কদলী বংদন বার বঁধাবৈ
তোরন ধুজ সখি দরসৈ রী।

হরদ দুধ দধি রোচন সাজৈ
মংগল কলস দেখি হরসৈ রী।

নাচৈ গাবৈ রংগ বঢ়াবৈ
জো জাকে মনমে ভাবৈ রী।

সুভ সহনাই বজত রাতদিন
চহুঁ দিসি আনন্দ ঘন ছাবৈ রী।

দাঢ়ী দাঢ়িন নাচি রিঝাবৈ
জো চাহেগো সো পাবৈ রী।

পলনা ললনা ঝুল রহৈ হ্যায়
জসুজা মংগল গুণ গাবৈ রী।

করৈ নিছাবর তন মন সরবস
জো নংদ নংদনকো জোবৈ রী।

জুগল প্রিয়া এহ নংদ মহোৎসব
দিন প্রতি এ ব্রজমে হোবৈ রী॥ ১৩॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা :**—শ্রীব্রজমণ্ডল চৌরাশী ক্রোশ ব্রজ-বৃন্দাবনে অমৃতরস বৃষ্টি হচ্ছে। হিন্দি ভক্ত কবি গেয়েছেন—

"জো রস বরসৈ ব্রজ মাহী,
ইয়াকো দরসন ত্রিভুবনমে নাহী।"

মা যশোদা ও নন্দবাবার পুত্র জন্মোৎসবে ব্রজবাসী গোপ গোপীর প্রতি আদর আপ্যায়ণের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ (ঢেউ) ব্রজবাসীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেলা করছে। যমুনার জল আনন্দে উছলে উছলে পড়ছে। নবনবায়মান ব্রজ শোভা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে অমঙ্গলাশঙ্কায় দেবগণ স্বর্গ হতে নন্দন কাননের পারিজাত হরিচন্দনাদি পুষ্প বৃষ্টি করছেন।

প্রতি গৃহদ্বারে কলাগাছ শোভা পাচ্ছে, তোরণ দ্বারে পতাকা উড়ছে। মঙ্গল জনক পূর্ণ কলসী এবং হলুদ দুধ দই এর বাহার দেখে আনন্দ ধরছে না। পদাবলীতে—

"নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে,
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।"

সবেই আনন্দে মাতোয়ারা। যার মনে যে ভাব আসছে, সেই ভাবে অঙ্গ ভঙ্গী করে নাচছে, কেউ বা মনের আনন্দে যশোদানন্দনের গুণগান করছে।

অবিরাম মঙ্গল সানাই বাজছে। চারিদিক আনন্দে ছেয়ে গেছে বুড়া বুড়ি ঠাকুরদাদা ঠাকুর মা আনন্দে নৃত্য করছেন। এই উৎসবে যে না চাইবে সে তাই পাবে, কেউ বিমুখ হবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ নট বিলাবল, তাল তেবরা

মন তুম মলিনতা তাজি দেহু।
সরণ গাহু গোবিন্দকী অব করত কা সো নেহু ॥
কৌন অপনে আপ কাকে পরে মায়া সেহু।
আজ দিন লৌ কহা পায়ো কহা পৈহো থেহু ॥
বিপিন বৃন্দা বাস করু জো সব সুখনিকো গেহু।
নাম মুখমে ধ্যান হিয়মে নৈন দরসন লেহু ॥
ছাড়ি কপট কলংক জগমে সার সাচো এহু।
জুগল প্রিয়া বন চিত্ত চাতক শ্যাম স্বাতী যেহু ॥১৪॥

---

মা যশোদা গোপালকে দুগ্ধ ফেননিভ পধপে দোলায় শুইয়ে দোলাচ্ছেন। দর্শকগণ দর্শন বিনিময়ে দেহ মন প্রাণ শ্রীনন্দনন্দনকে সমর্পণ করছেন। যুগলপ্রিয়া বল্‌ছেন—শ্রীব্রজ-ধামে এমনি ভাবে প্রতি দিনই শ্রীনন্দ মহোৎসব চলছে ॥১৩॥

আস্বাদনকণা ঃ—ওরে মন! তুই মলিনতা পরিত্যাগ কর। তুমি গোবিন্দের যখন শরণ নিয়েছ? তখন আবার অন্যের সঙ্গে মায়া মমতার সম্বন্ধ করছ কেন? ভেবে দেখ! তুমি কার কেবা তোমার যা দেখছ সকলই মায়াময়।

আজ যে সুযোগটি পেয়েছ, এমনটি আর পাবে না। অতএব সকল সুখের ধাম শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর। মুখে "হরেকৃষ্ণ" নাম হৃদয় মন্দিরে যুগলরূপ ধ্যান এবং নয়নে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ রূপ দর্শন কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



রাগ মাঁড়, তাল তিতালা

বগুলা ভক্তন সো ডরিয়ে রী ।

ইক পদ ঠাড়ে ধ্যান ধরত হ্যায়
জীন মীন লৌ কিম বচিয়ে রী ।।

উপর তে উজ্জ্বল রংগ দীখত
হিয়ে কপট হিংস্রক লখিয়ে রী ।

ইনতে দূরহি রহে ভালাই
নিকট গয়ে ফংদনি ফসিয়ে রী ।।

জুগল প্রিয়া মায়াবী পূরে ভুলি
ন ইন সংগ বসিয়ে রী । ১৫ ।

---

জগতের কপটতা মিথ্যা ও কলঙ্ক ত্যাগ করে—এই সার সত্যকে গ্রহণ কর। যুগলপ্রিয়া বল্‌ছেন—মন তুমি চাতক (পাখী) হয়ে শ্যাম নবজলধরের রূপামৃত বারি পান কর ॥ ১৪ ॥

**আস্বাদনকণা :**—কে ধার্মিক থেকে সতর্ক হয়ে থাকবে। ধ্যানী মুনির (হঠ যোগীর) মত এক পায়ে ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিকার (মাছ) পেলেই গ্রাস করে ফেলে। বক তথা বক ধার্মিককেও উপরে দেখতে বেশ চক্‌চকে সুন্দর। ভিতরে মন প্রাণ হিংস্র কপট কালিমাতে পরিপূর্ণ। ইহাদের থেকে দূরে থাকাই ভাল নিকটে গেলেই বিপদে ফেলে দেবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সুরদাসজী--

মোসম কৌন কুটিল খল কামী।
জিন প্রভু তনু দিয়ো তাছি বিসবায়ো
এসো নমক হরামী ॥
ভরি ভরি দ্রোহ বিষয়কো ধাবো জৈসে সূকর গ্রামী।
হরিজন ছাড়ী হরী বিমুখনকী, নিসদিন করত গুলামী ॥
পাপী কৌন বড়ো জগ মোতে, সব পতি তনমে নামী।
সুর পতিতকো ঠৌর কহা হ্যায়,
তুম বিনু শ্রীপতি স্বামী ॥ ১৬ ॥

---

যুগল প্রিয়া বল্‌ছেন নকল ভক্ত ও সাধু পূরা মায়াবী, অতএব ভুলেও কখনও ইহাদের সঙ্গ করিবে না ॥ ১৫ ॥

আস্বাদনকণা ঃ—পশ্চিমাঞ্চলে অষ্টছাপের অন্যতম সুর দাসজী বৈষ্ণব উপযুক্ত দৈন্যের মধ্যে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা বর্ণন করে শ্রীহরিই জীবের একমাত্র আশ্রয় তা জানিয়েছেন।

আমার মত খল স্বভাব পূর্ণ কুটিল কামী ব্যক্তি আর কে আছে ? অর্থাৎ কেহই নাই। ইহা জ্ঞানীজনের স্বীকারোক্তি। আর প্রেমীজনের দৈন্য প্রকাশ। তাই বৈষ্ণব গ্রন্থে বলেন— উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

যে দয়াল প্রভু আমাদের সর্ব্বসুখের আকর এমন সুন্দর মানব দেহ দিয়েছেন, তাকে ভুলেও মনে করি না, এমনি নিমক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সব সো ঊঁচী প্রেম সগাই।
দুরজোধন কে মেবা ত্যাগে বিদুর ঘর খুদ খাই।
জুঁঠে ফল সবরীকে খায়ে বহু বিধি স্বাদ বতাই॥
প্রেমকে বস নৃপ সেবা কীহ্নী সাপ বনে হরি নাই।
রাজসুজগ্য জুধিষ্ঠির কীহ্নী তামে জুঁঠ উঠাই।
প্রেমকে বস পারথ রথ হাকেঁ্যা ভুল গায়ে ঠাকুরাই॥
ঐসী প্রীতি বড়ী বৃন্দাবন গোপীন নাচ নাচাই॥
সুর ক্রুর ইহি লায়ক নাহী কঁহু লগি করৌ বড়াই॥১৭॥

---

হারাম আমি। গ্রামের নিকৃষ্ট শূকর যেরূপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা আগ্রহে ভোজন করে থাকে। দেব দুর্ল্লভ মানুষ দেহ পেয়ে দুর্গন্ধ (কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীন) ভীষণ বিষয় বিষের দিকে ছুটছি হরিভক্তের সঙ্গ ছেড়ে রাত দিন শ্রীহরি বিমুখী জনের দাসত্ব করে মরছি। জগতে আমার ন্যায় পাপী কেউ নাই। পতিত জনের ভিতর প্রসিদ্ধ পতিত আমি সুরদাসজী ভনিতাতে বল্‌ছেন—হে প্রভু শ্রীপতি! তুমি ছাড়া পতিত জনের আশ্রয় কোথায়? অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ শ্রীবিষ্ণুই সকলের আশ্রয়। "তুহু" জগন্নাথ জগতে কহায়সি।১৬॥

**আস্বাদনকণা ঃ**—সর্ব্বত্র প্রেম প্রীতির মহিমা ও প্রভাব সকলের চেয়ে অধিক। এই প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ অভিমানী দুর্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ করে প্রেমী বিদুরের ঘরে নগণ্য দ্রব্য চেয়ে খেয়েছিল। শুদ্ধ প্রীতির টানে রাজা শ্রীরামচন্দ্র শবরী-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভিলনীর পর্ণকুঠিরেই উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপরে সেই শবরীর খেয়ে খেয়ে সংগ্রহ করা বন কুলাদি নিজে ভোজন করে লক্ষণকে খায়িয়েছিলেন কত প্রশংসা করতে করতে।

স্বয়ং শ্রীহরি প্রেমের অধীন হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কত সেবাই না করেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভোজন পত্র এঁঠো পাতা ফেলেছেন। অর্জ্জুনের সখ্য প্রীতি বশ হয়ে তার কথামত রথ চালিয়েছেন। প্রেমে ভুলে গেছেন— তার ঈশ্বরত্বের বিষয়।

শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেমের চরমসীমা, সেখানের গোপীগণ একটু মাখম ও ঘোলের জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথকে কতই নাচ নাচিয়েছেন। প্রেমী সুরদাসজী দৈন্য করে বল্‌ছেন প্রেমশূন্য খল ব্যক্তি আমার পক্ষে প্রেমিকাভিমান অনুচিত। অতএব কি কারণে গর্ব্ব করি প্রেমিক বলে॥ ১৭॥

---

মেইয়া মোরী ম্যায় নহিং মাখন খায়ো।

ভোর ভয়ো গৈয়ন কে পাছে,
মধুবন মোহিং পঠায়ো।
চার পহর বংসীবট ভট ক্যো,
সাংঝ পরে ঘর আয়ো।
ম্যায় বালক বহিয়ন কো ছোটো,
ছীংকো কিহি বিধি পায়ো॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



গ্বাল বাল সব বৈর পরৈ হ্যায়,
বরবস মুখ লপটায়ো ।
তু জননী মনকী অতি ভোরী,
ইনকে কহে পতি যায়ো ।।
জিয় তেরে কছু ভেদ উপজি হ্যায়,
জান পরায়ো জায়ো ।
এহ লৈ অপনী লকুট কমরিয়া,
বহুতহি নাচ নচায়ো ।।
সুরদাস তব বিহঁসি জশোদা,
লৈ উর কণ্ঠ লগায়ো ।।১৮।।

---

আস্বাদনকণা ঃ-প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ব্রজগোপীর অন্তরের প্রেমের ডাকে ঘরে ঘরে মাখন খেয়ে পালায়ন করেন। তখন গোপীগণ মাখম চুরির নালিশের বায়নাতে ননী গোপাল দেখতে গিয়ে দলে দলে মা যশোদার নিকটে নালিশের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।

শোন, মা আমার, আমি মাখম খাই নাই চুরিও করি নাই কারও বাড়ীতে, আমাকে সকালে তো ঘুম থেকে উঠার পরেই গাই চরাতে মধুবনে পাঠিয়েছ । বংশীবটের নিকটে দিন ভর গো চারণা-দিতে ঘোরাফেরাতে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরেছি ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



এ ছাড়া আমি তো সকলের চেয়ে ছোট, উপরে শিকায় তুলে টানিয়ে রাখা মাখন এর ভাড় কেমন করে হাতে পাব? যদি বল, তোমার মুখে মাখন খাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তার কারণ শোন—সব ছেলেরা আমার সঙ্গে শত্রুতা করে আমার মুখে মাখন লাগিয়ে (লেপে) দিয়েছে। মা তুমি সরলা সাদাসিদা তাই, ওদের কথায় বিশ্বাস করেছ।

বুঝতে পারছি না, ওদের নালিশ (লাগানিতে) তোমার আমার উপর চুরির (মাখন চুরির) সন্দেহ হয়েছে। এই কথা বলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাভিমানে কাঁদ কাঁদ হয়ে মা যশোদাকে বল্‌ছেন—"এই নাও, তোমার কমরিয়া* ও লাঠি, একটা লঠি ও কমরী দিয়েই আমাকে কত কিই-না করিয়েছ, কতই না নাচিয়েছ। বাৎসল্য প্রেম রসাবিষ্ট পদকর্ত্তা সুরদাসজী" জানিয়ে দিচ্ছেন যে, বিশুদ্ধ বাৎসল্য ভাবের প্রতিমর্ত্তি মা যশোদা ব্রজ-বাসীর নালিশে পুত্রকে কাতর বিহ্বল দেখে এক মুখ হাঁসি হেঁসে গোপালকে কোলে তুলে নিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে বাৎসল্য প্রেমে বিভোর হয়ে গেলেন ॥ ১৮ ॥

---

* কমরিয়া পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ ব্রজ বৃন্দাবনে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাকালে গোয়াল বালের রৌদ্রাদি নিবারক মস্তক ও পৃষ্ঠাচ্ছাদক জিনিষ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মেইয়া মোহি দাউ বহুত খিজায়ো।
মোসোং কহত মোলকো লিয়ো
তোহি জসুমতি কব জায়ো ॥
কহাং কহোং এহি রিস কে মারে
খেলন হোং নহি জাতু ॥
পুনি পুনি কহত কৌন হ্যায়
মাতা কো হ্যায় তুম্হারো তাত।
গোরে নংদ জশোদা গোরী
তুম কিত স্থাম শরীর।
চুটকী দৈ দৈ হঁসত গ্বাল
সব সিখৈ দেত বলবীর।
তু মোহীকো মারন সীখী
দাউহি কবহুঁ ন খীজৈ।
মোহন কো মুখ রিস সমেত
লখি জসুমতি সুনি সুনি রীঝে
সুনহুঁ কাহ্ন বলভদ্র চবাই জনমত হী কো ধূত।
সুর স্থাম মোহিং গোধন কী
সৌং হোং মাতা তু পুত ॥১৯॥

---

আস্বাদনকণা ঃ—বিশ্ব যার দরবারে সুখ দুঃখ ন্যায় অন্যায়ের নালিশ জানায়—সুবিচারের আশায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মাধুর্য্য লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে তিনিই দাদা ( বলরামের ) বিরুদ্ধে মা যশোমতির দরবারে নালিশ এবং তার বিচার ফলটির অমৃতময়ী রূপটি ফুটে উঠেছে—সুরদাসজীর এই ভজন পদটিতে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল কাঁদ কাঁদ হয়ে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে মার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন—মা, মা, দাদা আমাকে খুব রাগিয়েছে। বল্‌ছে—তুই যশোদার ছেলে হলি কি করে, তোকে তো কিনে নিয়েছে। কি বল্‌ব মা, এই রাগে ওদের সঙ্গে খেলতে যাই নি। তবুও বার বার বলছে,—কে তোর মা, কেই বা তোর বাবা। দেখ পিতা মাতার বর্ণ ও স্বভাব সন্তানে পেয়ে থাকে। কিন্তু নন্দ বাবা সুন্দর, যশোদাও সুন্দরী, তোর কাল ( কৃষ্ণ ) রূপ কেন ? বলাই দাদা সখাদের এই সব শিখিয়ে ওরা হাত তালি দিয়ে দিয়ে হাস্‌ছে।

তুমি শুধু আমাকেই শাসন কর ; দাদাকে তো কিছু বলো না। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মুখের ক্রোধ অভিমান পূর্ণ কথা গুলি বার বার শুনে আনন্দ পূর্ণ হয়ে গেলেন এবং বল্‌লেন—বাৎসল্য রসাবিষ্ট পদকর্ত্তা মা যশোদার ভাব ও বিচারের কথা জানাচ্ছেন। মা যশোদা—কানাই এর অভিযোগের কথা শোনার পরে বল্‌লেন—বলাই বড় ধূর্ত্ত। ওর কথা শুনো না। গো-ধনের শপথ দিয়ে সাধু ব্রাহ্মণ রক্ষা তথা পালনের জন্য আমি তোমার মা, তুমি আমার পুত্র ॥ ১৯ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( ভজন তুলসী দাসজীর )—

মন পছিতৈহে অবসর বীতে ।
দুর্ল্লভ দেহ পাই হরিপদ ভজু, করম বচন হীতে ॥
সহস্রবাহু দশ বদন আদি নৃপ বচে ন কাল বলীতে ।
হম্ হম্ করি ধনধাম সঁবারে, অংত চলে উঠি রীতে ॥
সুত বনিতাদি জানি স্বারথ রত, ন করু নেহ সবহীতে ।
অন্তহু তোহিং ত জেংগে পামর ! তু ন তজে অবহীতে ॥
অব নাথ হিং অনুরাগু জাগু জড়, ত্যাগু দুরাশা জীতে ।
বুঝৈ নকাম অগিনি তুলসী কহুঁ বিষয়ভোগ বহুঘিতে ॥২০

---

আস্বাদনকণা ঃ—এই ভজন খানিতে গোস্বামী তুলসী দাসজী শ্রীহরি ভজনের উপদেশ দিয়েছেন—জগতের নশ্বরতাদির দৃষ্টান্ত সহ।

মন রে ! সুসময় চলে যাচ্ছে, পরে অনুতাপ ভোগ করতে হবে। সুদুর্ল্লভ উত্তম মানব দেহ পেয়েছ, কথায় ও কাজে এক করে শ্রীহরিপদ ভজন কর। দেহাভিমান করো না—সহস্র বাহু ও দশাননাদি রাজাকেও কাল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর জানিয়েছেন মনঃশিক্ষাতে—"সত্যে লক্ষ বর্ষ যারা, কেহ নাকি আছে তারা।" অতএব হরিভজন বাদ দিয়ে ধন সম্পদ আকড়ে পড়ে আছ, প্রাণ গেলে সব পড়ে থাকবে। স্ত্রী পুত্রাদির মায়া মোহে ভুলে থেক না। জগৎ স্বার্থপর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আত্ম কল্যাণ বিমূঢ় ! তুমি যাদের ছাড়তে পাড়ছ না, শেষের দিনে কিন্তু তোমাকে তারা পরিত্যাগ করবে।

তাই পদকর্ত্তা তুলসী দাসজী বুঝিয়ে বল্‌ছেন যে ভোগ সুখে ভুলে আছ এর শেষ নেই এবং পরিণামে দুঃখ দায়ী রোগের আকর "ভোগে রোগভয়ং"। যেমন কামনা আগুণে ভোগ্যবস্তু ঘি দিলে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অতএব তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা অসৎ বাসনা পরিত্যাগ করে এখনই অনুরাগের সঙ্গে শ্রীহরি ভজন কর। শেষ সময়ে কোন কাজই হয় না।

প্রেমিক ভক্ত কবি গেয়ে গেছেন—

কৃষ্ণ ! ত্বদীয় পাদ পঙ্কজাস্তে
অদ্যৈব বিশতু মে মনরাজহংসঃ।
প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফ বাতপিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধন
বিধৌ হরিস্মরণং কুতস্তে ॥২০॥

---

( কবিরজীর ভজন— )

ভজন বিন তীনোং পণ বিগরে।
বালপণ তো খেল গঁবায়ো তরুণ গয়ে অকরে ॥
বৃদ্ধ ভএ তব কছুক ন সুঝত অন্ধ হোয় নিবারে।
কাহে কো দেহ ধরী মানুষকী পশু সমান গুজারে ॥
মন তো ধন যৌবন মদমাতো বোলত গর্ব্ব ভরে।
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো করলে ভজন হরে ॥২১॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**আস্বাদনকণা ঃ** কবিরজী এই ভজনখানিতে অজ্ঞানী মানবকে বিফলে তিন অবস্থা ( বালক যুব ও বৃদ্ধ ) কাটাতে দেখে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশের পর শ্রীহরি ভজন করতে বলছেন।

শ্রীহরিভজন বিনা তিন কাল বাল্যকাল যুবাকাল বৃদ্ধকাল নষ্ট হল। শিশুকাল তো খেলা ধূলায় কাটালে, যৌবন কাল গেল অকাজেতে। বৃদ্ধকাল এ নানা চিন্তা, বিভ্রান্ত হয়ে অন্ধের ন্যায় দিনগুলি কাটিয়ে দিলে।

কিন্তু কি জন্য এই মনুষ্য দেহ পেয়েছ তা না বুঝে পশুর মত জীবন নিয়ে মাতাল হাতীর মত ধনযৌবন মদেমত্ত হয়ে গর্ব্ব করে বেড়াচ্ছ। পদকর্ত্তা কবির বলছেন—হে সাধু সজ্জন! শ্রীহরি-ভজন করে নাও এখনও সময় আছে॥ ২১ ॥

---

ঘুংঘট কা পট খোল রী
তোহে পিয়া মিলেঙ্গে।
ঘট ঘট রমতা রাম রমৈয়া
কটুক বচন মত বোল রে॥
রংগ মহল মেং দীপ বরত হ্যায়
আসন সে মত ডোল রে।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধু
অনহত বাজত ঢোল রে॥ ২২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



আস্বাদনকণা ঃ—এই ভজনখানিতে কবিরজী নিজ হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে স্থিতি এবং স্থিরাসনে সাধনাদিতে হৃদয় সরল হলে প্রিয়তমকে পাওয়ার উপায় বলেছেন। ঘোমটা খোল অর্থাৎ মন প্রাণ সরল কর, তাহলে প্রিয়তমকে লাভ করবে। শ্রীভগবান্ ( তিনি ) প্রতি জীব হৃদয়ে বিরাজ করছেন, অতএব কটু কথা কাকেও বলো না। হৃদি মণি মন্দিরে শ্রীভগবৎ অঙ্গ জ্যোতি প্রদীপ জ্বলছে। স্থিরাসনে বসে তাঁর ধ্যান কর। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গেয়েছেন—

"গোবিন্দ দাস হৃদি মণি মন্দিরে,
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ।"

পদকর্ত্তা কবিরজী বল্‌ছেন—শুনুন সাধু সজ্জন ভাই ! হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ অবস্থান সূচক অনাহত ধ্বনি রূপ ঢোল বাজছে ॥ ২২ ॥

---

ভজন বিন বাবরে তৈংনে হীরা সো জনম গঁবায়া।
কভী ন আয়া সন্তা শরণা না তে হরিগুণ গায়া ॥
বহ বহ মরয়ো বৈল কী নাই সোয় ইহা উঠি খায়া।
ইহ সংসার হাট বনিয়েকী সব কোই সৌছে আয়া ॥
চতুর মাল চৌগুণা কীনো মূরখ মূল ঠগায়ো।
এহ সংসার ফুল সেমর কা শোভা দেখি ভুলায়া ॥
মারী চোংচরুই নিকসী তব সির ধুনি ধুনি পছতায়া।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**এহ সংসার মায়া কা লোভী মমতা মহল চিহ্নায়া।**
**কহত কবীর সুনো ভাই সাধো হাত কছু নেহি আয়া॥২৩**

**আস্বাদনকণা ঃ**—ওরে উন্মত্ত মন! ভজন না করে তুমি হীরার মত অমূল্য দুর্ল্লভ মানব জনম হারিয়ে ফেল্‌লে ? না, তুমি সাধুর শরণাগত হলে, না তুমি শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তন করলে ? তুমি ভারবাহী বলদের মত কেবল বোঝা বয়ে বয়ে মরলে আর খেয়ে শুয়ে জনম কাটালে।

এই সংসার ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা, এখানে সব সওদাই আছে। চতুর ব্যক্তি চতুর্গুণ ( ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, অথবা ষোল আনা ) লাভ করে, আর মূর্খ জন মূলধন অর্থাৎ মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত সব হারিয়ে ফেলে। তাই কৃষ্ণ ভক্তকে "সুচতুর" বলেছেন, অভক্ত ব্যক্তিকে মূর্খ বলেছেন। এ সংসার তো সার ও গন্ধ হীন সিমুল ফুল লাল টুক্‌টুকে রং এ ভুলিয়ে রেখেছে। কিছু পাওয়ার আশায় হাত বাড়াও বা খেঁ চা মার, তা হলে তূলা হয়ে উড়ে যাবে, তখন বার বার মাথা চাপড়ে অনুতাপ করতে হয়। এই সংসার মায়াময়, লোভনীয় মমতা মহল দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই পদকর্ত্তা কবিরজী বল্‌ছেন—মায়াতে ভুলে থাক্‌লে কিছু পাবে না। সারের বিষয়ে নীতিশাস্ত্রে জানিয়েছেন—

"সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তি গঙ্গাম্ভসি স্নানম্।
অসারে সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥ ২৩॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



( ভজন রসখানের )

সুনিয়ে সবকো কহিয়ে ন কছু,
রহিয়ে ইমি এ্যা ভবসাগর মেং ।
করি ব্রত নেম সচাই লিয়ে,
জিন তে তরিয়ে ভবসাগর মেং ॥
মিলিয়ে সব সো দূরভাব বিনা,
রহিয়ে সতসঙ্গ উজাগর মেং ।
রসখান গুবিন্দহি যো ভজিয়ে,
জিমি নাগরি কো চিত গাগর মেং ।।২৪।।

---

**আস্বাদনকণা** ঃ—সংসারে কি ভাবে থেকে শ্রীহরিভজন করতে হয়, রসখানজী সেই কথা এই ভজনটিতে বলেছেন ।

সকলের সব কথা শুনবে কিন্তু কিছু বলবে না । এই ভাব নিয়ে সংসারে ( সংসারের মত শেষ দেখা যায় না, তাই সংসারকে সাগর বলে ) বাস করবে । সত্যের জন্যই ব্রত নিয়মাদি পালন করবে । যার কৃপাতেই অপার সংসার পার হয়ে আনন্দ বৃন্দাবনে যেতে পারবে । দেবগণ স্তুতিতে শ্রীভগবানকে সত্য-স্বরূপ বলেছেন—

“সত্য ব্রতং সত্য পরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে ।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নঃ ॥”

( ভাঃ—১০।২।২৬ ) ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



অসৎভাব পরিত্যাগ করে সকলের সঙ্গে প্রয়োজন মত মেলামেশা করবে, কিন্তু উজ্জ্বল আলোক সদৃশ সৎসঙ্গেই বাস করবে। কেন না, সৎসঙ্গ নৌকাতেই সংসার সাগর পার হওয়া যায়—"ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥" শ্রীমচ্ছশঙ্করাচার্য্য পাদ।

ভণিতাতে রসখানজি বল্‌ছেন--সংসারের সকল কর্মের মধ্যে শ্রীগোবিন্দকে তেমনি করে ভজন করবে, যেমন নারীগণ জলপূর্ণ কলসী নিয়ে চল্‌তে থাকলেও মনটি থাকে কলসীতে।

তেমনি সংসারে সকল কর্মের মধ্যে স্মরণ মনন কীর্ত্তনাদি দ্বারা মনটি রাখবে শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে॥ ২৪॥

★

## বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকালিদাস রায় কবি শেখরএর "ব্রজের পথে মীরাবাঈ"

কে ওই তরুণী হিরণ বরণী নেচে নেচে গেয়ে যায় চলে
আলু থালু কেশ ধূলিমাখা বেশ, জল ছরে দুই আঁখি গলে,
জয় গিরিধর ব'লে।

পথের পাথরে কাঁটায় কাঁকরে রুধিরের ধারা পায়ে ঝরে;
শ্যাম পিরীতির রাঙা স্মিরিতির বিজয় চিহ্ন পথ পরে
এঁকে যায় তায় অকাতরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সোনার স্বপন কাহার এমন ঘরছাড়া কোন মনোদুঃখে ?
আপনার জেনে সাথে লয় টেনে যত মুসাফির ভিক্ষুকে ?
হরিনাম সুধা দেয় মুখে ।

পিছে যারা যাস কেন না ফেরাস কেঁদে কেঁদে ধায় সাথে সাথে,

পতিত পাবনে যেবা পতিগণে নরপতি হায় তারে
দিয়ে কোন ধন ভুলাবে হিরণ শৃঙ্খলে ইহ সংসারে,
লালসা বিলাস কারাগারে ?

যাহার অমৃত করেছ তৃষিত সে কি তিরপিত সীধু পানে ?
যে পথে ছুটিলে সে অমৃত মিলে মৈত্রেয়ী সন্ধান জানে,
সেই পথই তারে সদা টানে ।

পাষাণ প্রাচীর পরিখা গভীর কোন সে গণ্ডী তারে বাঁধে ?
বাঁশরীর রব ভাঙ্গি বাধা সব পথরচিতারে নিতি সাধে,
এস মধুবনে এস রাধে ।

দাদুরীর রূপে সে কি রহে কূপে যারে ডাকে প্রেম পারাবার
মাধুরী তুফান––তটিনী নিপান গোম্পদে করে একাকার ।
ভাঙে অন্দর ঘরবার ।

বিপদ বারণ যাহার শরণ বিপদই তাহারে করে ভয় ।
লজ্জা বরণে ভক্ত তারণে হরি তার কাছে কাছে রয় ।
দুঃশাসনের কোথা জয় ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভজনের গানে পাষাণের প্রাণে প্রেমমধু মঞ্জরী জাগে।
সংযম হারা কাম পশু যারা মাতৃ মমতা ভিখ মাগে।
ভীরু বল পায় ভূত জাগে।
শ্লথ বেশ বাসে কভু আশে পাশে না চেয়ে কেওই যায় চলে ?
কায়ার বাঁধন মায়ার কাঁদয় কুল লাজ ধন পায় দলে,
জয় কান্হাইয়া লাল বলে ?
রাজসেনাগণ যত পুরজন দাঁড়ায় দুধারে জোড় হাতে
'ফির মাগো'বলি প্রজামণ্ডলী কেঁদে কেঁদে চলে সাথে সাথে
পথ ভাসে প্রেম দরিয়াতে।
প্রেমের পাথার মেবার পাহাড় মরু মাড়বার ডুবালো রে।
শিলা পড়ে ধ্বসে ডুবে লীলারসে মীন হয়ে তায় খেলা করে
রণবীরগণ প্রেমভরে।
ভাঙ্গি করবাল গড়ি করতাল মেবারীরা মাতে নাম গানে
জয় ঢক্কারে রণ ডঙ্কারে করি মৃদঙ্গ কর হানে।
তাণ্ডব তারা খুবই জানে।
অঙ্গারে হীরা হে জননী মীরা বঙ্গের কবি গাহে জয়।
বঙ্গ ভূমির কেহ নহে তুমি এ কথা তো মনে নাহি লয়।
চিনি চিনি তোমা মনে হয়।
পদ্মাবতীর ভক্তি পতির পীরিতি কি তুমি স্ত্রী আকারে ?
রাধাগোবিন্দ পদারবিন্দে "রাগ গোবিন্দ" গাহিবারে
কবি দম্পতি একাধারে ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



তুমি জানো বিনা প্রেম্‌সে মিলেনা নন্দ তুলাল পদতরী
তনু ধন জনে বিদ্যা বচনে মিলেনা পারের খেয়া কড়ি
তাই কি মা কর মাধুকরী ?
শ্যামলায় মান মরু সম প্রাণ শ্যামের চরণ তায় আঁকা
রঙ্গোর পায় হেম বেদিকায় প্রেমমঞ্জরী রেণু মাখা
কুম্ভের বুকে চুত শাখা ।

## ১৪৮৫ নজরুলগীতি

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায় তোরা দেখবি যদি আয় ।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে তায় শ্যাম রায় ॥
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে ।
আবার কেউ বলে তায় গৌরহরি, কেউ অবতার বলে তায় ॥
ভক্ত তারে ষড়ভুজ শ্রীনারায়ণ বলে, কেউ দেখছে শ্রীবাসের ঘরে কেউবা নীলাচলে । তুইহাতে তার ধনুর্ব্বাণ ঠিক যেন শ্রীরাম, তুই হাতে তার মোহন বাঁশী যেন রাধাশ্যাম ।
তু'হাতে তার দণ্ড ঝুলি নবীন্ সন্ন্যাসীর প্রায় !
সে আপনি কেঁদে হরি প্রেমে ত্রিজগৎ কেঁদে ভাষায় ॥

কবি নজরুল ইসলামের গীতগুলিতে ( ভক্তি ) প্রমাণ করে মানব মাত্রেরই হরিভক্তিতে অধিকার আছে । হরিভক্তৌ নৃমাত্রস্য অধিকারিতা মাঘস্নানে যথা নৃপঃ ॥" শাস্ত্র বাণী, মনঃ শিক্ষাপদেও "এ মন ! কি করে বরণ কুলে, যেই কুলে কেন জনম না হোক, কেবল ভকতি মূল" প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



যা হোক,—গীতিখানিতে কবি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজ ( ঐশ্বর্য্যরূপ ) বর্ণনা করেছেন। আবার ভক্তভাবে নিজে কেঁদে জগৎকে শ্রীহরিপ্রেমে কেঁদে ভাসান্ তাও জানিয়েছেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তির তিনধামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। (১) শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে। (২) পুরীধামে পণ্ডিত শিরোমণি মহাবেদান্তিক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে। (৩) কাশীধামে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ অসংখ্য দণ্ডি সন্ন্যাসী গুরু শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে।

## ১২৪৫ নজরুলগীতি—

কাঁদব না আর শচীদুলাল তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি গেছ চলে তোমার প্রেম গিয়েছ রেখে।
ত্যাগ যেখানে, প্রেম সেখানে, তোমার মধুররূপ সেখানে,
জগন্নাথের দেউল তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে॥
হ'ল বৈরাগিনী ধরা তোমার চরণ-ধূলি মেখে,
তোমার মন্ত্র নিল অসীম আকাশ চাঁদের তিলক এঁকে।
সুন্দর যা কিছু হেরি, রূপ সে শচীনন্দনেরি,
তোমার ডাক শুনি যে, আজো হৃদয় পুরীর সাগর থেকে॥

এই গীতিখানিতে কবি শ্রীশচীদুলাল গৌরাঙ্গ সুন্দরের বিশ্বরূপের বিষয় বলেছেন। ঐরূপ প্রেম নেত্রেই দেখা যায়। চির সুন্দর তিনি আজ ও হৃদয় পুরী থেকে ডাক শোনার কথা বলায় তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য লীলার বিষয় প্রকাশ হয়েছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মম জনম মরণের সাথী। তোমারে না ভুলি যেন দিন রাতি ॥
তোমারে না হেরি আধার ত্রিভুবন। নিভে যায় নয়নের বাতি ॥
বাতায়ন খুলিয়া চাহি পথ পানে। কাঁদি কুসুম সেজ পাতি ॥
তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ। আর মোরে রাখিওনা দূরে,
তুমি যেন ছেড় না মোরে ঘনশ্যাম, মোরে বাঁধো তব চরণ নূপুরে ॥
মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর। তব প্রেম রসে রহি মাতি।
পলক না পড়ে হরি, হেরি যেন নিশিদিন,
অপরূপ তব মুখ পাতি ॥ ১৫.৭ নজরুল গীতি।

ভাগ্যবান কবি এই গীতি খানিতে ভক্ত শিরোমণি দেবী মীরাবাঈ এর শরণাগত হয়ে মীরার অবস্থা ও প্রার্থনা বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে শ্রীগিরিধারীর অপরূপ শ্রীমুখ মাধুরী অপলক নেত্রে দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

## বিশ্বকবির সন্ধানে—

কবি কাজী নজরুল ইসলামের শ্রীমীরাজী এবং শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ বিষয়ে ২/৩ খানি পদগীতি সংগ্রহের পরেও মনটা খুৎ খুৎ করতে থাকে। বিশ্ব কবির মীরাবাঈ সম্বন্ধী কোন কবিতাদি আছে কি না সন্ধান পাই নি।

দৈব যোগে বাংলা ৬।১০ ৯২, ইং ২০।১.৮৬ তারিখে বরাহ নগর শ্রীপাঠ বাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব পাঁচশত বৎসর পূর্ত্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সভায় বক্তা হিসাবে উৎসব **স্মরণিকা** পুস্তকাদি উপহার পাই। স্মরণিকাতে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী বিশ্ব কবির কয়েকখানা চিঠির মধ্যে ১৯১০ সালের একটা চিঠিতে **বৈষ্ণব কাব্য** এবং **চৈতন্য মঙ্গল** প্রভৃতি অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বার বার পড়েছি।"

আর ১৯৩৬ সালে হেমন্ত বালা দেবীকে লেখেন—"প্রথম বয়সে আমি ছিলাম বৈষ্ণব সাহিত্যে নিমগ্ন। চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত পড়েছি বার বার। পদ কর্ত্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।" ইত্যাদি।

বিশ্ব কবির নিম্নোক্ত উক্তি দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করেছেন। আমিও আমার "মীরার ভজন" পরিশিষ্ঠ সহ বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানি সমাপ্ত করছি—বিশ্বকবির উক্তিটি দিয়েই।

তাই তো প্রভু, যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম, ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

সাহিত্যই বিভিন্ন রূপে জন জীবনের খোরাক জোগিয়ে উৎসবময় করে। আবার এই সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বারাই হৃষ্ট পুষ্ট দেখাও যায়—সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব ভাষা বৈষ্ণব বা ভক্তি সাহিত্যে সমৃদ্ধ।

বিশ্ব কবির স্বীকারোক্তিতে ও পাওয়া গেল তা। সাহিত্যে শব্দের অর্থ ই তো তাই হিতের সঙ্গে বর্ত্তমান সাহিত্য॥

---

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# "অভিমত"

**শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সতীর্থ ভজন প্রবীন ত্রিদণ্ডি যতি শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজের উদারাভিমত।**

পূজাপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীমদ্ অপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সৌজন্যে শ্রীশ্রী-নবদ্বীপধামস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ শ্রীশ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের ( শিষ্য পরম্পরায় ) সমাধির সেবক পণ্ডিত প্রবর শ্রীমদ্ ভগবানদাস ভাগবত ভূষণ, কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ বাবাজী মহারাজের সহিত গত ১৯শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৮৯, দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠে কিছুক্ষণ ইষ্ট গোষ্ঠীর সৌভাগ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি শ্রীশ্রীগিরিধারী প্রেমোন্মত্তা শ্রীমতী মীরাবাঈ এর পূত জীবন চরিত ও পদাবলীর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং মীরা দেবীর জন্মস্থানে গিয়া এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতঃ গ্রন্থের কলেবর সমৃদ্ধ করিতেছেন। আমাকে তাঁহার লিখিত ভূমিকাটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে ভক্তিমতী মীরাদেবী শ্রীশ্রীরাধারাণীর ও শ্রীরাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য সূচক কএকটি প্রাচীন গীতি উদ্ধার করতঃ আমাদের অনেকেরই মীরা চরিত সম্বন্ধিনী ভ্রান্তি নিরসন করিয়াছেন। অনেকের বিশেষতঃ আমারই ধারণা ছিল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরার শ্রীরাধার আনুগত্য নাই। যদিও মীরাদেবীর ভজন গীতি গুলি খুবই প্রাণস্পর্শী এবং "বিনা প্রেম্‌সে নহি মিলে নন্দলাল" ঃ

উক্তিগুলি খুবই সুন্দর ও সমীচীন, তথাপি আমার ধারণা শ্রীরাধার আনুগত্য ব্যতীত অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমলাভ সুদুর্ল্লভ ব্যাপার। শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিলাপ কুসুমাঞ্জলিতে পাই—"ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈঃ...... বকারিণাপি।"

আমাদের পরাৎপর গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরও গাহিতেছেন—

রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধাবিরহিত মাধব নাহি মানি॥
..................................
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান॥
ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়নী।
রাধিকা পদরজঃ পূজয়ে মানী॥
উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে—আম্নায় বাণী॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হেম রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতি বিনোদ তার মাগয়ে চরণ ॥"

যাহা হউক পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজী মহারাজের সংগৃহীত মীরাদেবীর শ্রীরাধার ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য সম্বন্ধীয় গীতিগুলি প্রামাণিক হইলে পরমাভক্তিমতী মীরাদেবীর শ্রীচরণে আমি শত শত দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ ভ্রান্ত ধারণার জন্য তৎসমীপে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁহার গ্রন্থখানি শীঘ্র শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করুন, ইহাই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব চরণে একান্ত ভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করি। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
**শ্রীভক্তি প্রমোদ পুরী**

★

**শ্রীবৃন্দাবনে চার সম্প্রদায় আশ্রমের সংস্থাপক ও অধ্যক্ষ ভারত সাধু সমাজ ব্রজমণ্ডল শাখার অধ্যক্ষ, দিল্লী অখিল ভারতীয় ধর্ম্ম সংসদের সদস্য, মহামণ্ডলেশ্বর মহান্ত শ্রীমৎ রামদাস শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিমত।**

श्रीगौराङ्गोजयति

भक्तिमती मीरा का चरित्र भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। देश की सभी भाषाओं में विभिन्न विद्वानों ने उनके कृष्णभक्तिमय जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। राजघराने में जन्मी मीरा का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



जीवन कितना ही संघर्षमय क्यों न रहा हो—पर यह निर्विवाद है कि वह गिरधारी श्रीकृष्ण के ऊपर अपने को न्यौछावर कर चुकी थी उन्होंने कहा कि—"मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।"

किन्तु श्रीकृष्ण की यह कृपा उनको श्रीमहाप्रभु श्रीचैतन्य देव के चरणाश्रित महानुभावों की अनुकम्पा का फल है। "अब तो हरी नाम लौ लागी" इस पद में श्रीमन् महाप्रभु के प्रति अपनी उत्कृष्ट भावनायें व्यक्त की हैं। मीरा के पद तो बहुत हैं। किन्तु संकलनकर्त्ता विद्वद्वर्य पंडित श्रीभगवानदासजी ने महत्त्वपूर्ण पदों का ही संग्रह किया है। परिशिष्ट में भी विशेष कुछ पदों का संग्रह किया इस संग्रह की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि महाप्रभु से सम्बन्धित पद की व्याख्या श्रीभगवानदास जी अनूभुत ढंग से की है—जो नहीं मिलती। इस व्यापार से भक्तजनों के हृदय को पमाह्लाद प्राप्त होगा। श्रीभगवानदास जी संस्कृत साहित्य के विद्वान् हैं। उन्होंने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी इस भक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहें।

भवदीय :

श्रीरामदास शास्त्री, महामंडलेश्वर

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পুরী কেন্দ্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং উৎকলস্থ ভারত সাধু সমাজাদি বহু সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী রাধারমণজী ন্যায় তর্ক ভক্তি বেদান্তাচার্য্য মহোদয়ের অভিমত।

पंडित श्रीमद् भगवानदास जी महाराज बहु दिनों से हमारे विशेष सुपरिचित विद्वान् व्यक्ति है। वैष्णव साहित्य तथा दर्शन के प्रचार के लिये उनकी कृति प्रशंसनीय है। भारतीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिये वैष्णव साहित्यों का बंगानुवाद उनका महान् अवदान है। स्वयं भगवान् श्रीश्रीकृष्ण की अनन्य भक्ता मीराबाई भारतीय भक्ति साहित्य प्रेमियों के अन्तप्रवाहिनी एक सुरसरित् है।

"मीरा को भजनावली" सर्वजन विदित हैं। प्रिय पण्डितजी परमभक्ति परायणा मीरा की प्रिय भजन पदावली को बंगानुवाद करके अनुवाद साहित्यों को पुष्ट करने के साथ-साथ भगवतभक्तों के अन्तप्रदेश में सदा के लिये अविस्मरणीय तथा अमर हो गये हैं। भारतीय प्रादेशिक भाषानुवादों में मीरा भजन का यह अनुवाद शायद प्रथम ही है।

भगवान् जगन्नाथ श्रीकृष्णचरणारविन्दों में मेरी प्रार्थना है कि मीरा का यह भजन भारतीय जनता के भीतर आवृत होने के साथ-साथ पण्डितजी को दीर्घायु प्रदान करके भक्ति साहित्य के प्रचार में प्रेरित करें।

इति

**विनीत :**

स्वामी श्रीराधारमण दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের অনুগৃহীত অনুভবী পণ্ডিত ভক্তিশাস্ত্রের সরস বক্তা কাব্য ব্যাকরণ পুরাণ তীর্থ ( শ্রীমৎ কেদার রায় ) শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাসজী মহারাজের অভিমত।

শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজী কাব্যতীর্থ ভাগবতভূষণ মহাশয়ের মীরাবাঈএর রচনাবলীর অনুবাদ কিছু অংশ শুনিলাম। শুনিয়া তৃপ্তিই পাইয়াছি।

লেখক মীরাবাঈ এর রচনা হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধ গুলি আবিষ্কার করিবার যে কৌশল দেখাইয়াছেন—তাহাতে সকলের আনন্দ পাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। এই গ্রন্থ প্রকাশ হইলে মীরাবাঈ এর সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা দূরীভূত হইবে। মীরাবাঈ যে মহাপ্রভুর গণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কৃপায় ব্রজের রাগানুগা ভজনের পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। আমি এই প্রচার বিশেষ কামনা করি। ইতি—ইং ১৮।১২।৮৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



**শ্রীনাম বিজ্ঞানাচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহোদয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎকিশোর রায় গোস্বামীর অভিমত।**

পরম সাধিকা মীরা অনুরাগ প্রেমে।
রচনা করিলা গীতি গিরিধারী নামে॥
গিরিধারী যাঁর প্রেমে হ'ন বশীভূত।
সাধিকা মীরার নাম জগৎ বিখ্যাত॥
মহিলা সমাজে মীরা হ'ন আদর্শিনী।
সে আদর্শে চলে যেন কুলের রমণী॥
শ্রীকৃষ্ণই—জগন্নাথ জগতের পতি।
তাঁহার সেবিকা যাঁরা অতি ভাগ্যবতী॥
মীরার জীবনী গীতি জগতে প্রচার।
ভগবান দাসজীর প্রচেষ্টা অপার॥
পঞ্চশত উৎসবের শুভ সূচনায়।
মীরার ভজন গীতি বাজুক বীণায়॥

**শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী**

☆

**শ্রীমতে ভগবান্ দাসায় প্রশস্তিঃ।**

মীরা নাম্নি মহাদেবী বিখ্যাতা মহী মণ্ডলে।
তস্যাঃ কৃষ্ণপদে ভক্তিরমোঘা ফলদায়িনী॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



মীরায়াঃ ভজনং বীক্ষ্য সোল্লাস ভক্ত শেখরঃ।
বঙ্গ ভাষান্তরং কৃত্বা ভক্তেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি ॥২॥

দাসঃ শ্রীভগবান্ গুণৈঽপি মহীয়ান্ যৎকীর্ত্তি র্ভূমণ্ডলে,
শাস্ত্রাব্ধৌ মতিমান্ জ্ঞানেঽপি গরীয়ান্ ভাস্বদ্বিবস্বান্ ইব।
দৃষ্টান্তে বিবুধান্ দানেঽপি বরীয়ান্ কর্ণপ্রভোদ্ভাসিতঃ,
সোঽসৌ ভক্তগণাগ্রযায়ী সততং দীর্ঘায়ুশঃ কাময়ে ॥

নবদ্বীপ রাজকীয় মহাবিদ্যালয়স্যাধ্যাপক ধূরিণা
শ্রীমতা বদরিনারায়ণ কাব্যব্যাকরণতর্কতীর্থ-
ধারিণা প্রদত্তা।

★

শ্রীনবদ্বীপ ধাম সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধু প্রবর শ্রীযুত শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কাব্যব্যাকরণ বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ মহাশয়ের উদারাভিমত।

মীরা দেবী বদন কমলে ভাতি যদগীতি কাব্যম্,
ব্রহ্মাস্বাদং মলতি সুচিরং কৃষ্ণগীতঞ্চ নান্যৎ।
নিত্যং স্ফূর্ত্তং হৃদয় কমলে বৈষ্ণবানাং ভুবো যৎ,
বঙ্গানুস্থ প্রচলিত যো জীবতাৎ সোঽতিধন্যঃ ॥১॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ভগবদ্দাস নাম সঃ সাধু যো ভুবি বিশ্রুতঃ।
শ্রীনবদ্বীপ বাস্তব্য সিদ্ধ চৈতন্য সেবকঃ ॥

ইতি নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপকস্য শ্রীরাধা কৃষ্ণ দেবশর্মণ স্নাতকোত্তীর্ণস্য কাব্যব্যাকরণ 'বৈষ্ণব-দর্শনতীর্থো-পাধিকস্য ।

★

## শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন চাকলেশ্বর নিবাসী অনুভবী মহাত্মা শ্রীল প্রিয়াচরণ দাসজী মহারাজের শুভেচ্ছা।—

পদাবলী সাহিত্য এক বিশাল সাম্রাজ্য, রসরত্নাকর হইতে একাধারে রসভাবের স্রোতস্বতী কুল কুলনাদে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমি তুল্য অতীব পাষাণ হৃদয়েও আনন্দোন্মাদনা সহকারে প্রেমধারার সম্পাত করাইতেছে এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া করাইবে।

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়ন জলের রাজ্য, অন্ধ অলি যেমন মধুগন্ধে পাগল হইয়া যায়, তদ্রূপ বহু অন্ধ অপ্রাকৃত সুমধুর গন্ধে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন,— দেবী মীরা ইহার উজ্জ্বল প্রতীক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পদাবলীতেই তাঁহার জীবনালেখ্য পরিপূর্ণ অভিব্যক্ত। তবে তাঁহার পদাবলীতে গোস্বামীগণের ন্যায় পূর্ণ আনুগত্য সূচক ইঙ্গিত না থাকিলেও গোস্বামিগণের প্রভাব যে তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ইহা অতি সত্য।

তিনি যে ব্রজেন্দ্রনন্দনে একনিষ্ঠতা "মেরে তো গিরিধারী গোপাল" এই পদেই পরিস্ফুট।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "অবতো হরিনাম লৌ লাগী" এই পঙ্‌ক্তিতে দেবী মীরার স্বতঃ স্ফুর্ত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ নিষ্কর্ষ পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীভগবানের প্রচ্ছন্ন অবতার শাস্ত্র ও তাঁহাকে প্রচ্ছন্নরূপে বর্ণন করিয়াছেন, দেবী মীরাও ইহার ব্যতি-ক্রম করেন নাই। কলিযুগের শ্রীভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তিনি প্রগাঢ় উচ্ছাসময়ী ভক্তি নিষ্ঠা বহন করিয়াছেন। অনু-সন্ধিৎসু পাঠকমাত্র তাঁহার পদাবলীতে সহজেই অনুভব করিবেন।

আমার স্নেহভাজন শ্রীমান ভগবান দাসের সংগৃহীত মীরা-বাঈ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শুনিয়া নিরতিশয় সুখানুভব করিলাম। পদাবলীর সারগর্ভ সুললিত প্রাঞ্জল ভাষাতে শ্রীগৌরচন্দ্রিকা পদা-বলীর যথার্থ মর্মার্থ আবিষ্কার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কেবল বঙ্গ ভাষাতে নহে হিন্দি ভাষাদিতেও এই পদাবলী ব্যাখ্যা সহ বহুল প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



ইহার প্রকাশে শ্রীমানের যে অদম্য লালসা ইহা অবশ্যই ফলবতী হইবে। ইহার এই সাধু উদ্দেশ্য সাধুতায় পরিণত হউক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চশত বার্ষিক মহা মহোৎসবের এই পদাবলী অনবদ্য উপহার নিঃসন্দেহ। অলমিতি—

**শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস**
গোবর্দ্ধন, চাকলেশ্ব

★

**গোবর্দ্ধন মানসীগঙ্গা তটস্থ মন্দিরাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীল বৈষ্ণবচরণ দাসজী কাব্য ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ নব্যন্যায় শাস্ত্রী মহারাজের অভিমত।**

শ্রীশ্রীগিরিধর গোপাল নিষ্ঠাবতী মহামতী শ্রীমতী মীরাবাঈ রচিত পদাবলীর মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধ যুক্ত পদ্যটীর শ্রীমান পণ্ডিত ভগবান দাস রচিত বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা এইরূপ শ্রীমন্নহাপ্রভুর রূপগুণলীলা বর্ণন করিয়া চিরকাল যেন তাঁর ভক্তজনগণকে আনন্দে আপ্যায়িত করে। ইতি—

**শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস শাস্ত্রী**
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী বিশিষ্ট মহাত্মা শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী দাসজী মহারাজের অনুগৃহীত শাস্ত্রের সরস বক্তা ও লেখক পণ্ডিত শ্রীযুত অনন্তদাসজী মহারাজের মন্তব্য।—

* শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি *

পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ ভাগবত ভূষণ মহোদয় সর্ব্বভক্ত জনমান্যা মীরাবাঈজীর শ্রীগৌরচন্দ্রিকাপদের স্বরচিত ব্যাখ্যার পাণ্ডুলিপি আমায় পাঠ করে শোনালেন। মীরাবাঈজীর এই পদে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসোজ্জ্বল চিত্ত হ'তে শ্রীকৃষ্ণেরই গৌররূপে অবতার বা তাঁর স্বয়ং ভগবত্তা বিষয়ক যে মহাসত্যের প্রকাশ হয়েছে, পণ্ডিতজীর অনুভবময় সুললিত ব্যাখ্যায় তা অতি সহজ, সরল ও সুখবোধ্য হ'য়ে উঠেছে। যাঁরা মীরাবাঈজীর ভক্ত হ'য়ে ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সামান্য ভক্তমাত্র মনে করে মহা অপরাধ সঞ্চয় করেন, পণ্ডিতজী তাঁদের বিশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

২৪শে কার্ত্তিক
১৩৮৯সাল।

শ্রীঅনন্ত দাস
ব্রজানন্দঘেরা, শ্রীরাধাকুণ্ড।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



## কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর সেক্রেটারী এবং ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তি বিকাশ সজ্জন মহারাজের অভিমত।

শ্রীশ্রীগিরিধারী প্রাণা ভক্তিমতী শ্রীমীরাবাঈ এর প্রাণ মাতান মর্মস্পর্শী কতিপয় ভজন কীর্ত্তনের বাংলা অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় এবং মীরাবাঈ এর ভজন কীর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণারত পণ্ডিত প্রবর শ্রীমদ্ ভগবান দাস কাব্যতীর্থ, ভাগবত ভূষণ বাবাজী মহারাজ অদ্য প্রাতে শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আগমন করেন। তাঁহার সহিত আলোচনায় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর এবং শ্রীরাধা ভাবকান্তি সুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিমতী মীরাবাঈ এর আনুগত্য সূচক ভজন কীর্তন গুলির বাংলা ব্যাখ্যা শ্রীমীরাবাঈ এর সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীমতী মীরাবাঈজীর কীর্তনের শ্রীগৌর চন্দ্রিকা পদে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীগৌর অবতার বিশেষের কথা প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহাতে অবতার সার শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে অপরাধের হাত হইতে অনেকে রক্ষা পাইবেন বলিয়া আমি আশা পোষণ করি।

শ্রীচৈতন্য পঞ্চশত বর্ষ পূর্তি বৎসর শ্রীমদ ভগবান দাসজীর সার্থক প্রচেষ্টা প্রকাশমান হইয়া প্রচারিত হইলে শ্রীগৌরভক্ত মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাপাশে তিনি আবদ্ধ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস
**ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীভক্তি বিকাশ সজ্জন।**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পাঠক পণ্ডিত শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ দাসজী পঞ্চতীর্থের অভিমত।—

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীমৎ ভগবান্ দাসজী আমার অগ্রজ তুল্য। নবদ্বীপ ধামে অধ্যয়নকালে তাঁর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাদি বহু ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আনন্দ পাইয়াছি, তা আজ তুর্ল্লভ।

সম্প্রতি তিনি যে হিন্দি সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া "মীরার ভজন" এর অনুবাদ করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিটা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। মীরবাঈ এর নাম মহিমা জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু দেবী যে গৌরভক্ত তা আমার কেন? বহু বিদ্বান্ ব্যক্তিও জানিতেন না। নানান্ কাজের মধ্যে এ জাতীয় গবেষণা পূর্ণ কাজ শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের ইচ্ছা ভিন্ন হইতে পারে না

এ গ্রন্থ প্রকাশে সকলেরই সুখের হইবে বলিয়া মনে করি। এ কার্য্যে তাঁহাকে দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তার জয় যাত্রা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। শ্রীকুণ্ডেশ্বর কুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে সাফল্য প্রার্থনা করি। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস
**শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস পঞ্চতীর্থ**
শ্রীরাধাকুণ্ড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



* শ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি *

পরম পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীভগবান দাসজী মহারাজ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবত ভূষণ, কৃষ্ণ অনুরাগিণী জগৎ প্রসিদ্ধা (দেবী) মীরাবাঈ এর হিন্দী পদাবলীর যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশনে বাংলা ভ.ষাবিদ জন সমূহ মীরাবাঈ এর শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন প্রেমদাতা কলিযুগপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহত্ব জানিতে পারিবেন এবং কৃষ্ণ প্রেমের গূঢ় তাৎপর্য্য বিদিত হইয়া সেই পথ অনুসরণের সৌভাগ্যও প্রাপ্ত হইবেন। অতএব আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস

**শ্রীকৃষ্ণদাস কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ**

ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রী, পরাবিদ্যাচার্য্য

মনোহর আশ্রম, গোবিন্দ কুণ্ড।

★

**শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড গৌরাঙ্গ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পাঠক শ্রীমৎ নন্দলাল দাসজী ব্যাকরণ বৈষ্ণব দর্শন তীর্থের অভিমত।**

শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। তিনি শ্রীমীরাবাঈ ভজনগীতি গ্রন্থখানির অনুবাদ বঙ্গভাষাতে প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিয়া পাণ্ডুলিপি দেখান, শুদ্ধ সত্ত্বময়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



হৃদয়ে ভগবান প্রকাশিত হন, শ্রীকৃষ্ণলীলাগীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বমাধুর্য্য লীলারস আস্বাদন লোলুপ, শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাহা গানের মাধ্যমে শ্রীমতী মীরা বাঈজী প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত জনগণের কল্যাণার্থে উক্ত পণ্ডিত মহোদয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদি সহ ব্যাখ্যা করতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে নিরসন করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—

**শ্রীনন্দলাল দাস ব্যাকরণ বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ**

শ্রীরাধাকুণ্ড ভজন কুটীর।

**সাওতাল পরগণা নিবাসী ভক্তপ্রবর ডাঃ শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র পাল ও হেড মাষ্টার শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত পাল এম. এ লিখেছেন।—**

শ্রীভগবৎ কৃপায় মীরাবাঈ এর পাণ্ডুলিপি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ভগবান দাসজী মহান্ত মহারাজ ভক্তিমতী মীরাবাঈ এর জীবনী এবং ভজনাবলীর বঙ্গানুবাদ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

শ্রীল মীরাবাঈ এর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদখানিতে গৌর গোবিন্দের অভিন্ন তত্ত্বর ব্যাখ্যাটা আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

**শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল**

**শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাল**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

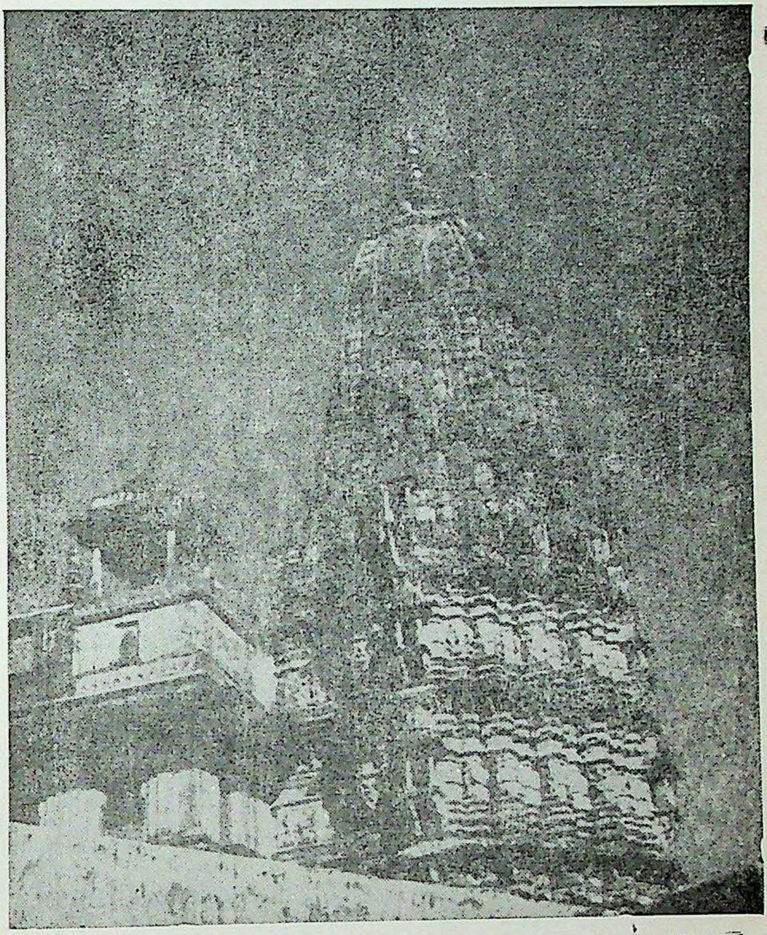

মীরাবাঈ নামীয় মন্দির, জয়পুর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশাবতার-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশজ আচার্য্য শ্রীপাদ সুভাষ চন্দ্র ঠাকুর গোস্বামী (বি. এ.) ভাগবৎরত্ন মহোদয়ের আনন্দাভিমত।

॥ শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরৌ বিজয়েতাম্ ॥

অপার করুণা নিকেতন সর্ব্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যখনি কলিযুগ-পাবনাবতার সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরহরির অপার করুণায় "সচিত্র মীরার ভজন" নাম্নী গ্রন্থটি প্রকাশ পাইলেন।

সঙ্গীত জগতের সঙ্গে পরিচিত সকলেই, আবাল বৃদ্ধ পুরুষ নারী সঙ্গীতমুগ্ধ ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যের বিষয় হলাহল (বিষ) পরিপূর্ণ হৃদয়সর্প-পর্য্যন্ত সঙ্গীতাকৃষ্ট হয়। সঙ্গীত জগতের সঙ্গে পরিচিতি যারই আছে তিনিই জানেন রাজস্থান চিতোরাধিশ্বরী মীরার কথা। সর্ব্বজন বিদিতা মীরাবাঈ সর্ব্বজন বরেণ্যা। প্রতিটি মানবই এই মহীয়সী রমনীর নিকট ঋণী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভগবানদাস বাবাজী মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টায় এবং গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রূপে প্রকাশ পাইলেন "সচিত্র মীরার ভজন" রূপী গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ পাঠে সুধীসমাজ অবশ্যই আনন্দ পাইবেন এবং আরও আনন্দের সংবাদ যে, মীরাবাঈ গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভুক্তা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরতত্ত্ব স্বরূপ তত্ত্বটি (গৌর-কৃষ্ণ অভিন্ন স্বরূপ) মীরার সঙ্গীত পদাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছেন এই সকল অজ্ঞাত তত্ত্ব সমন্বিত গ্রন্থটি সকলেরই আদরণীয়। আমি আশাকরি শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের নিখিল জীবকল্যাণ কামী প্রয়াস তখনই লাঘব হইবে যখনই পরম সাদরে এই গ্রন্থ সকলে অনুশীলনে যত্ন লইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী শ্রীচরণ প্রান্তে প্রার্থনা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রসার লাভ পূর্ব্বক সকলের কণ্ঠ-মণিহার রূপে ভূষিত হইয়া শোভা বর্দ্ধন করুণ।

অলমিতিবিস্তরেণ।

২ রা ভাদ্র ১৩৯৩ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী

(দাসাভাস) শ্রীসুভাষ ঠাকুর গোস্বামী

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ড নিবাসী অসংখ্য শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ বক্তা আদর্শ ত্যাগী পণ্ডিত শ্রীমৎ শ্যামসুন্দর দাসজী কাব্য-ব্যাকরণ বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ মহারাজের বক্তব্য।

আমাদের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীভগবান দাসজী। তিনি বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলাদি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি হিন্দি সাহিত্য হইতে মুখ্য-রূপে—"মীরার ভজনাবলীর" বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

পাণ্ডুলিপির অনেকাংশের ব্যাখ্যা শুনিয়া পরমানন্দ পাইলাম। পরিশিষ্টেও প্রসিদ্ধ বিভিন্ন পদকর্ত্তাদের হিন্দি ভজন পদের সারার্থ সহ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক অমূল্য ঐতি-হাসিক ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থখানি একধারে সঙ্গীত, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্মিলনে ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়াছে।

গ্রন্থকার দরিদ্র (নিষ্কিঞ্চন) বৈষ্ণব। অতএব তিনি সরকারী ও সজ্জনগণের সাহায্য পাইলে ভবিষ্যতে আরও জনহিতকর কাজ করিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর শ্রীচরণে শ্রীভগবান দাসজীর অগ্রগতির সাফল্য কামনা করি। —ইতি

গোবিন্দকুণ্ড
শ্রীগোবর্দ্ধন

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীশ্যামসুন্দরদাস 'বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ'

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের অভিমত

The book "Sachitra Mirar Bhajan" written by a devout Vaishnava Sri Bhagaban Das Mahanta Kabya Vyakaran Tirtha Bhagabatabhusan. Discusses in a lucid Manner the link between the Gouriya Vaishnab Darshan and the Bhajans of Srimati Mira-bai. In this research type work Sri Mahanta has also added a chapter on the Guru Parampara of Mira Bai. This is an extra attraction of the book because of the Controversy already existing about the topic. I am incompetent to make any review of the book. I only express my appreciation of the attempt made by Sri Babaji Maharaj.

3-6-86 Sri Prakash chandra Mandal

*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরীধামস্থ শ্রী লহরি দাসঠাকুর মঠের আদর্শ মহান্ত

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নিতাই পদ দাসজী মহারাজ (বি এ )এর

—অভিমত—

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସମ୍ପାଦିତ ସଚିତ୍ର ମୀରାବାଈ ଭଜନ ପାଠକରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି । ଏହା ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମୀରାବାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଉପରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମୁଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କାମନା କରେ ।

ତା ୧୬-୭-୮୭ ବୈଷ୍ଣବ ଦାସାନୁଦାସ :

**ଶ୍ରୀ ନିତାଇପଦ ଦାସ**

পুরীধামস্থ কর্মকাণ্ড বেদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমদ

জগদানন্দ দাসজী মহারাজ ন্যায় বেদান্ত বৈষ্ণব দর্শনাচার্যের

—অভিমত—

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୌରଃ ଶରଣମ୍

ପରମାଦରଣୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଭଗବାନ ଦାସଜୀଙ୍କ କୃତ "ମୀରାର ଭଜନ" ଗ୍ରନ୍ଥର ବଙ୍ଗଳାନୁବାଦ ପାଠକରି ସାତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି । କ୍ଷୁଦ୍ରକଳେବର ଶ୍ରୀଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡିକରେ ପରମ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ କଳିପାବନାବତାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗୈକ ଉପାସ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଗୌରଗତପ୍ରାଣ ଭକ୍ତ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ପରମାଦୃତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣର ଅସମୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲ୍ୟାଣସାଧନର ପରମ ଉପାଦେୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାରରେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ଅଦ୍ୟମ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର୍ହ କରାଇଛି । ପଣ୍ଡିତଜୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅହୈତୁକୀ କୃପା ଲଭକରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏଭଳି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଜୟଗୌର ।

ବୈଷ୍ଣବ କୃପାଭିକ୍ଷୁ :

**ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ପରମପ୍ରିୟ ମୋର ସହାଧ୍ୟାୟୀ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସମହାରାଜଙ୍କ ଲିଖିତ ସଚିତ୍ର ମୀରାର ଭଜନ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭକରି ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ହେଲି । ମହାରାଜଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା ଆଦି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ପରମ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତା ମୀରାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବଗମ୍ଭୀର ଭଜନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତଜୀ କରିଛନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳଭାବରେ ପୂର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବ । ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତିରସ ପିପାସୁ ସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅତୀବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମହାରାଜଜୀ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀଗୌର କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରି ଜୀବକଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ।

ବୈଷ୍ଣବ ଦାସାନୁଦାସ :
ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାସ

বন্ধুপ্রবর পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস কাব্য, ব্যাকরণতীর্থ,
আগম, পুরাণ, সাহিত্যাচার্য্য, তাগবংশাস্ত্রী, বাণীভুষণ,
প্রধান পণ্ডিত, বৈষ্ণবদর্শন বিদ্যাপীঠ,
গম্ভীরা মঠ, বালিসাহি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## গ্রন্থকারের অন্যতম আকর গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল" সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত মহাজয়ন্তী উৎসব সমাসন্ন। এই মহোৎসবের প্রস্তুতিপর্ব্বে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল"। সম্পাদনা করেছেন—শ্রীযুক্ত ভগবান দাস কাব্যতীর্থ, ভাগবতভূষণ।

মহাপ্রভুর লীলা সম্পর্কিত আকর গ্রন্থ গুলির অন্যতম এই মঙ্গল কাব্যটির বিভাগ চারটি— সুত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, ও শেষ খণ্ড। এই গ্রন্থ শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে পাঁচালী ছন্দে বিরচিত। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা সম্পর্কিত ধর্ম্ম গ্রন্থত্রয় বলা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং এই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', যাতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলার পরিশিষ্ট রূপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আস্বাদন নির্দেশিত।

আলোচ্য সংস্করণে সম্পাদক মূলে যথা সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষা করেছেন এবং পদ টীকায় দিয়েছেন দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের সরল ব্যাখ্যা। সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত এই মূল্যবান্ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সকলের নিকটে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

"আনন্দবাজার" পত্রিকা, ১০ ই চৈত্র ১৩৯২

শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্যদাস বাবা স্মৃতি "প্রেমধর্ম পরিষদ" হইতে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ।

১। শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর স্তোত্র ও শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক।
( ৩ য় সংস্করণ )

২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা। ২ য় সংস্করণ

৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক।

৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

৫। চমৎকার চন্দ্রিকা ও সিদ্ধবাবার প্রার্থনামৃত তরঙ্গিনী

৬। সচিত্র মীরার ভজন (বঙ্গানুবাদ জীবনীসহ)

ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

৭। মনঃ শিক্ষাবলী

৮। ছোটদের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র

৯। শ্রীশ্রীবাস চরিত

১০। সাধন পথ ও সিদ্ধি

১১। সংকেত বন মহিমা

১২। হিন্দি সাহিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

১৩। উপাসক সম্প্রদায় ও মীরাবাঈ

১৪। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণার্চন চন্দ্রিকা

১৫। শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষদগীতা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সংশোধিত।

☆

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## শ্রীগ্রন্থ যাহাদের আনুকূল্যে প্রকাশিত হইলেন

### "সচিত্র মীরার ভজন" অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে স্থূল ভিক্ষায় হতাশায় যাহাদের কণিকা (মুষ্ঠী) ভিক্ষায় প্রকাশিত হইলেন, তাদের নাম।

১। পিতৃ মাতৃ তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীমতী হাসিরাণী ব্যানার্জ্জি—১০০১-০০, ২। পিতৃ মাতৃ তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীবৃন্দাবন ও নিকুঞ্জ মণ্ডল—৭০১-০০, ৩। শ্রীমতী রেখা মণ্ডল—৩০১-০০, ৪। ভক্ত প্রবর ৺ব্রজেন্দ্র চৌধুরীর স্মৃত্যর্থে কুমারী দীপাঞ্জলী চৌধুরী ২০১-০০, ৫। ৺শশীভূষণ পালের (দাদুর) স্মৃত্যর্থে শ্রীমাধব ও স্বপন পাল ৫০১-০০, ৬। কল্যাণীয় ৺পঞ্চানন অধিকারীর তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীহরিমতী অধিকারী ১০১-০০, ৭। কল্যাণীয় ৺ গৌরচন্দ্র রায়ের তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীসতী রায়—১০০১, ৮। শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীমতী গীতারাণী সাহা—৫০১-০০, ৯। ৺অচ্যুতানন্দ দাস(অধীর বসু রায়ের) তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীজয়দেব হালদার (রবিবাবু) ৫০১-০০, ১০। ৺ যাদব চন্দ্র দাস, গৌরমোহন দাস,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



সাতকড়িদাস ও সতীন্দ্রনাথদাসদিগের তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীযোগমায়া দাস—৫০১-০০, ১১ । ৺গৌরহরি মালাকার, গঙ্গাচরণ মালাকার, অক্ষয়চন্দ্র মালাকার, কার্ত্তিক মালাকার এবং মথুর মালাকারদিগের তৃপ্তি ও স্মৃত্যর্থে শ্রীরাধাশ্যাম মালাকার— ৫০১-০০ ।

মুদ্রাকর প্রমাদাদির কারণ ।

সুদীর্ঘ দিনের এই গ্রন্থখানি কলিকাতায় মুদ্রণের অসুবিধা হওয়াতে চিন্তাকাতর হইয়াছিলাম । শ্রীমীরাদেবীর ইচ্ছায় বৃন্দাবন বাসী পণ্ডিত বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিভক্ত দাসজী শাস্ত্রী প্রুফাদি শোধন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিঋণে বাঁধিয়াছেন । তবে আমাদের মধ্যে সুদূর ব্যবধান থাকায় কিছু কিছু প্রমাদাদি থাকিয়া গিয়াছে গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইলে পরিশ্রম সফল মনে করিব ।

007383
পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ সেবানুকূল্য ২০৲

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

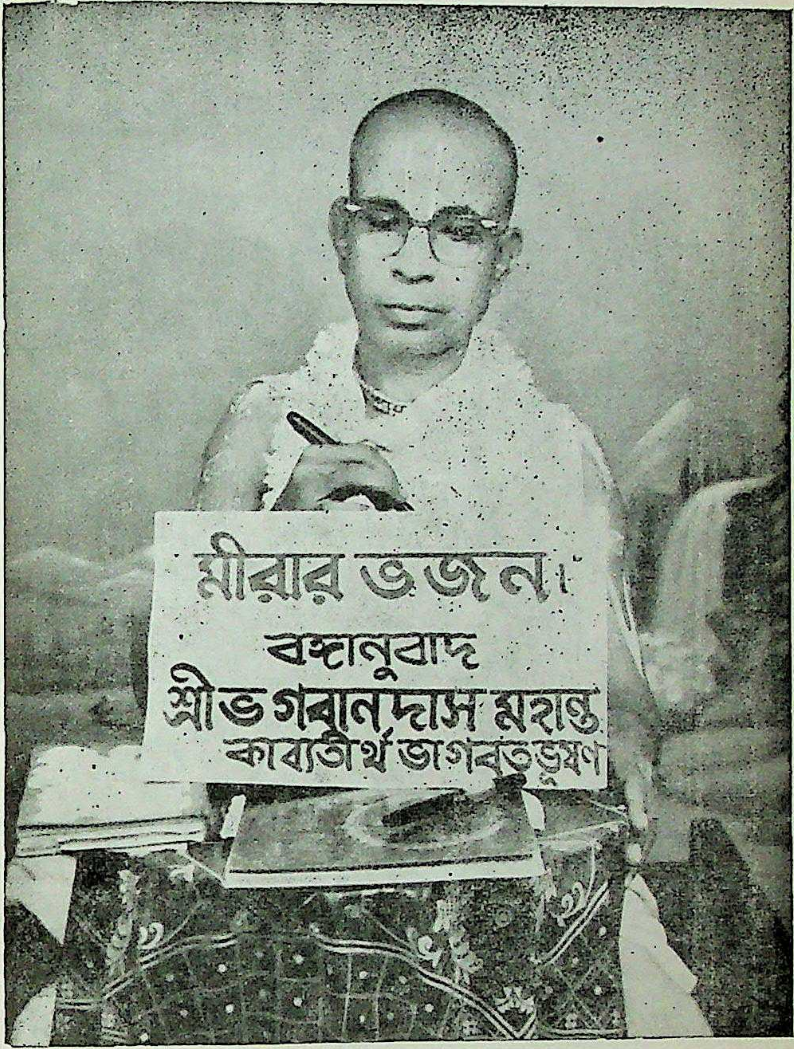


লিখনরত গ্রন্থকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

GURUKUL KANGRI LIBRARY
Access on 1-2-92
Class on
Cat on
Tag etc.
Checked
Any Other

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচিত্র মীরার ভজন :—

ভক্ত শিরোমণি শ্রীমীরাবাঈ ( কৃপাসিন্ধা )

মেড়তা-সিটি, রাজস্থান । মাড়োয়ার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar